উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭২,৪৭২.৩৩ (+৮৭৯.০৯)
নিফটি : ২২,৫২০.৪৫ (+২৮৮.৬৫)

শান্তির নোবেল নবি পিল্লাইকে ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩০°	২০°	৩২°	২১°	৩২°	২০°	৩২°	২০°

বাবরি মসজিদ গড়েই দুবাই চলে যাবেন হুমায়ুন ১০

শিলিগুড়ি ২২ আশ্বিন ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 10 October 2026 Saturday 20 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 144

আজ মহালয়া

চিন্ময়ী হয়ে ওঠার অপেক্ষা। বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

‘মশা মারতে হাতুড়ি মারতে পারেন না’

রুষ্ট সুপ্রিম কোর্ট

যুদ্ধং দেহি কেন্দ্র

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : দেখলে মনে হবে বনধ চলছে দেশের রাজধানীতে। রাস্তায় যানবাহন প্রায় নেই। কিছু এলাকায় দোকানপাটও বন্ধ। কোনওটিই অবশ্য স্বতঃস্ফূর্ত নয়। দিল্লি পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে কার্যত ঘিরে ফেলেছে পুরো শহরকে। মোতায়েন হয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী। তাতেও যেন আত্মবিশ্বাস নেই। জম্মু ও কাশ্মীর, পশ্চিমবঙ্গ সহ বেশ কিছু রাজ্য থেকে উড়িয়ে আনা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ইতিমধ্যে মোতায়েন হয়েছে ২৫ হাজার কেন্দ্রীয় বাহিনী।

অবরুদ্ধ শহরে যেন যুদ্ধের সাজ। সারিবদ্ধভাবে সাজানো লোহা আর জালের ব্যারিকেড। অ্যান্টি রায়ট গিয়ারে সজ্জিত দিল্লি পুলিশ। ৫৭টি মেট্রো স্টেশনের ঢোকা ও বেরোনোর পথ বন্ধ। হাওড়া ও শিয়ালদা থেকে দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেস সহ রাজধানীর পথে অনেক দূরপাল্লার ট্রেন দু’দিনের জন্য বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন হস্টেল ও অতিথিশালায় ঘুরে বেড়াচ্ছে পুলিশ। তরুণ প্রজন্মের কাউকে দেখলেই ঘর থেকে বেরোতে না করছে।

মহালয়ায় মাতৃপক্ষের সূচনার দিন ককরোচ জনতা পার্টির যন্তরমন্তর চলো ডাক সামলাতে দিল্লি পুলিশের এই ব্যবস্থা দেখে প্রশ্ন জাগছে, প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সামলাবে নাকি সরকার যুদ্ধ করতে নেমেছে! সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত কড়া মনোভাব প্রকাশ করেছে। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রের উদ্দেশে শুক্রবার বলে, ‘কোনও কিছু নিয়ন্ত্রণ করা আর সবকিছু বন্ধ করে দেওয়ার মধ্যে ফারাক আছে। আপনারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। কিন্তু এভাবে স্তব্ধ করে দিতে পারেন না।’

পুলিশে ছয়লাপ সংসদ ভবন চত্বর। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে। -পিটিআই

শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, ‘বহু মানুষের নিজস্ব গাড়ি নেই। তাদের ভরসা গণপরিবহণ। ফলে মানুষের জন্য একটাও বিকল্প যানবাহন থাকবে না- এমন করা যায় না। মশা মারতে আপনারা কামান দাগতে বা হাতুড়ি মারতে পারেন না।’ পরে বহু পথঘাট, মেট্রো, ট্রেন ইত্যাদি সচল রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ। যে বেঞ্চে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনা ছিলেন।

ওই নির্দেশ পর্যালোচনায় দিল্লি পুলিশ বৈঠকে বসলেও যন্তরমন্তরের আশপাশে ৪ কিমি পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টা ইন্টারনেট বন্ধ রাখার জন্য টেলিকম সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসআইআর-এ ভোটাধিকার হরণের অভিযোগ এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে শনিবার যন্তরমন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির অভিযানে ঠেকাতে এত পদক্ষেপ।

পুলিশের এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও কর্মসূচিতে অনড় ককরোচ জনতা পার্টি। দলের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশে বলেন, ‘তরুণসমাজকে এতই যখন ভয় পান, তখন গোটা দেশই বন্ধ করে দিন। দেশের তরুণসমাজ আর ভয় পায় না।’

এরপর দশের পাতায়

উপনির্বাচনে ছাপ্পার অভিযোগ

সংখ্যালঘু ভোটেই জয়, দাবি শুভেন্দুর

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : নন্দীগ্রামে বিজেপির জয় নিয়ে কারও সংশয় ছিল না। জয়ের রেকর্ড হবে বলে- সেটাও প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু রেজিনগরও ছিনিয়ে নিল শাসক শিবির। তাও ৭০ হাজারের বেশি ভোটে। বাংলার এই দুই কেন্দ্রে উপনির্বাচনের এই ফলাফলকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রাজ্য সরকারের প্রতি সমর্থন বলে দাবি করছেন মুখ্যমন্ত্রী। নন্দীগ্রামে প্রচারে গিয়ে তিনি বলে এসেছিলেন, সংখ্যালঘুদের সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার এটাই শেষ সুযোগ।

প্রচারের শেষ লগ্নে রেজিনগরে হিন্দু-মুসলাম ভেদাভেদ না করে সংখ্যালঘুদের বন্ধুত্ব চেয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ভোটের ফল প্রকাশের পর শুক্রবার তাঁর দাবি, উন্নয়ন ও নিরপেক্ষতা দেখে সংখ্যালঘুরা সরকারের হাত ধরেছেন। তিনি বরং বুক বাজিয়ে বলছেন, ‘যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে বিভাজনের রাজনীতি করতেন, যাঁরা ভোটের আগে বলেছিলেন, বিজেপি এলে আপনাদের (মুসলিম) বাংলাদেশে পাঠাবে, ধর্মপালনে বাধা দেবে, তাঁদের সমস্ত মিথ্যাচার গত পাঁচ মাসে প্রমাণিত হয়েছে।’

সেই কারণেই সংখ্যালঘুরা মূলস্রোতে এসে সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে চান, বন্ধুত্ব করতে চান বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের রেজিনগরের ফলাফলে স্পষ্ট যে, সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে শুভেন্দুর দল। *এরপর দশের পাতায়*

মিঠে রোদ্দুর হাসবে পুজোয়

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : শরতের বিদায়। হেমন্তের আগমনী। ঋতু পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ পুজোর মধ্যে, মহাষ্টমীতে। উত্তরের আকাশেও স্বস্তির পূর্বাভাস। পুজোর কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ভ্রূকুটি, উত্তরবঙ্গে সেই উদ্বেগ নেই। মহালয়ার পর ষষ্ঠী ও সপ্তমীতে কোথাও কোথাও হয়তো হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু পুজোর বাকি দিনগুলিতে হেসে উঠবে রোদ্দুর। পুজোর আনন্দে এবছর জল ঢালবে না বর্ষাসুর।

পুজো মানে মায়াময় নতুন ঋতুর হাতছানি। দিনের আলোয় ঝলমলে আকাশ, মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা দর্শনের ব্যস্ততা আর সন্ধ্যা নামলে শহর-জনপদজুড়ে আলোর মালা। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুকূলে থাকলে আনন্দ আরও জমে ওঠে। ষষ্ঠী ও সপ্তমীতে সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনাকে দূরে রাখলে, এবছর বাকি সময়টা নিয়ে চিন্তার কারণ নেই উত্তরবঙ্গে।

ষষ্ঠী ও সপ্তমীতে কোথাও কোথাও ছিটেফোঁটা বৃষ্টিতে আকাশে নজর রেখে পরিকল্পনা করলে তেমন সমস্যা হওয়ার নয়। আকাশের মুখ ভার থাকার সম্ভাবনা কম বলে রোদের সোনালি পরশে উৎসবের রং আরও গাঢ় হতে পারে। দিনে রোদের উষ্ণতা থাকবে বটে, তবে রাতের উত্তরবঙ্গে এবার অন্য রূপের পূর্বাভাস। হিমেল হাওয়ার মৃদু ছোঁয়া, নিস্তব্ধ রাতের শীতলতা আর ভোরের ঘাসে *এরপর দশের পাতায়*

রঞ্জনের ‘অন্তর্ধান’-এ কৌতূহলী শহর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো... রঞ্জনদা!

‘আমি ব্যস্ত আছি, পরে আপনাকে কল করে নেব।’

যাহ্‌! ফোনটা কেটে দিলেন! কিন্তু একি, ফোন তো ধরলেনই না! তাহলে কথাটা বললেন কে? একটু থমকে গিয়ে ভুলটা বুঝতে পারলেন। আরে, এ তো মুঠোফোনের কারসাজি! ফোনের ওপারে মানুষ নন, রেকর্ড করা কণ্ঠস্বর। নিজের

ভুল বুঝতে পেরে জিভ কাটতে হল। ততক্ষণে অবশ্য শিলিগুড়ির প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের গলার স্বর শোনা হয়ে গিয়েছে। যাঁকে শহরের মানুষ রানা নামেই চেনেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ না মিললেও ফোনের ওপার থেকে এইটুকু আশ্বাস জুটছে। ‘পরে কল করে নেব।’ কিন্তু সেই পরে কখন, তা জানেন না কেউই।

পুরনিগমে তৃণমূল কংগ্রেসের বোর্ড ভাঙার পর থেকেই যেন ফুরুত রানা! না, তিনি পলাতক, এমন কোনও তথ্য নেই। কিন্তু কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কেনই বা নিজেকে এভাবে আড়ালে রেখেছেন, তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে কার্যত অন্ধকারে হাতড়াচ্ছেন পরিচিতরা। এমনকি পড়শিদের কাছেও রানা এখন এক রহস্যের নাম।

নেতাজি মোড় থেকে যে রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে বাগরাকোটের দিকে, সেই পথের মাঝেই বাড়ি প্রাক্তন ডেপুটি মেয়রের। বাড়ির একপাশের সীমানা প্রাচীরে এখনও আঁকা জোড়াফুলের প্রতীক। নীচে লেখা, ‘জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিন’। রাজনীতির পালাবদলে সেই প্রতীক এখন কার্যত অতীতের স্মারক। বাড়ির সদর দরজার সামনে নজরদারির জন্য বসানো রয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। বাইরে থেকে সবই চোখে পড়ে। শুধু দেখা মেলে না বাড়ির মালিকের।

দুপুর ১১টা ৫৫ মিনিট। বাড়ির মূল দরজায় একাধিকবার কড়া নাড়া হল। কোনও সাড়াশব্দ নেই। নীচ থেকে দোতলার বসার ঘরের জানলা খোলা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে কারও আনাগোনা নেই। চারপাশে নিস্তব্ধতা। ফের দরজায় টোকা। ‘বৌদি, রানাদা আছেন?’

ওপার থেকে কোনও উত্তর আসে না।

এমন অভিজ্ঞতা অবশ্য নতুন নয়। এর আগেও একাধিকবার এই বাড়িতে এসে ফিরে যেতে হয়েছে। ফোন করেও কথা বলা যায়নি। অথচ এই বাড়িতেই একসময় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মানুষের আনাগোনা লেগে থাকত। দেখা করতে আসতেন দলীয় কর্মী, নেতা থেকে শুরু করে পরিচিত-পরিজনেরা। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকত দুই চাকা, চার চাকার সারি। সেই চেনা ছবিটাই যেন গত চার-পাঁচ মাসে আমূল বদলে গিয়েছে।

একসময় সাদা কুর্তা, কালো কিংবা নীল জিনস, পায়ে দামি জুতো আর গায়ে সুগন্ধি মেখে বাড়ি থেকে বেরোতেন রঞ্জন। সাদা রংয়ের বিলাসবহুল গাড়ি এসে দাঁড়াত বাড়ির সামনে। নিরাপত্তারক্ষী সামনের দরজা খুলে দিলে চালকের পাশের আসনে গিয়ে বসতেন তিনি।

এরপর দশের পাতায়

শতবর্ষে স্মৃতিতর্পণ

উত্তম থেকে সর্বোত্তম

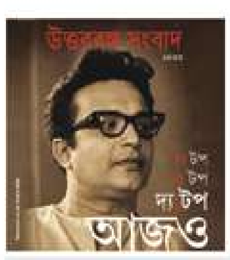

লিখেছেন

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সৌম্যেন বসু, শশাঙ্ক ঘোষ, শমিত বিশ্বাস।

রহস্য উপন্যাসে বিপুল দাস।

মহালয়ার পুণ্য প্রভাতে আজ উত্তরবঙ্গ সংবাদের সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত ক্রোড়পত্র।

মহালয়ার ভোরে দেবীর চোখ আঁকা হয়, অন্ধকার কাটিয়ে আলো আসার প্রত্যাশায়। অথচ নিজের চোখের ভিতরের অন্ধকারটুকু কি আমরা দেখতে পাই? এই প্রশ্নেই শুরু হোক আত্মদর্শনের নতুন অধ্যায়।

চোখ খোলার প্রত্যাশায়

নতুন ভোর

দীপ সাহা

রাতের গায়ে তখনও লেগে আছে অন্ধকারের শেষ আদর। পুব আকাশে আলো ফুটবে ফুটবে করছে। শিশিরভেজা শিউলিরা নীরবে ঝরে পড়ছে উঠোনে, হাওয়ায় ভাসছে শরতের মিঠে গন্ধ। দূরের কোনও বাড়ি থেকে ভেসে আসছে চণ্ডীপাঠের সুর। ঘুম জড়ানো শহর-গ্রাম যেন ধীরে ধীরে চোখ মেলছে। কোথাও জানলার পর্দা সরিয়ে আকাশ দেখছেন কেউ, কোথাও বিছানায় শুয়েই কান পেতে রয়েছেন চেনা কণ্ঠের মায়ায়। মহিষাসুরমর্দিনীর স্তোত্রে স্তোত্রে রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে, এই তো, আর একটু পরেই আলো ছুঁয়ে যাবে পৃথিবীকে।

মা যে আসছেন...

প্রতিমাকে শেষমুহূর্তের জন্য ছুঁয়ে দেখছেন শিল্পী। খড়-মাটির শরীরে রং লেগে গিয়েছে আগেই। শাড়ির ভাঁজে ফুটে উঠেছে আভিজাত্য, কপালে তৃতীয় নয়নের রেখা। শুধু চোখ আঁকাটাই বাকি। শিল্পীর হাতে সরু তুলি, সামনে দেবীর শান্ত মুখ। কয়েকটা টান, কয়েকটা নিখুঁত রেখা, তারপরই মৃন্ময়ী হয়ে উঠবেন চিন্ময়ী।

মহালয়ার ভোর মানেই নতুন করে শুরু। নতুন করে দেখার ইচ্ছে। আকাশ, বাতাস, পৃথিবী, চারপাশের মানুষজন, সবকিছুকেই। মনে হয়, মায়ের চোখের আলোয় ধুয়ে যাক যাবতীয় মলিনতা। মুছে যাক হিংসা, বিদ্বেষ, অন্ধকার। পৃথিবীটা হয়ে উঠুক আরও একটু সুন্দর, আরও একটু বাসযোগ্য।

কিন্তু দেবীর চোখ আঁকার এই মাহেন্দ্রক্ষণে হঠাৎ নিজের চোখের কথাও যে মনে পড়ে। যে চোখে আমরা মায়ের মুখে মমতা খুঁজি, সেই

চোখেই কি কখনও অন্য এক নারীর জন্য জমে থাকে অবজ্ঞা? যে চোখ অন্যায়ের বিরুদ্ধে জ্বলে ওঠে, সেই চোখই কি কখনও অন্যায়ের নীরব সঙ্গী হয়ে থাকে?

চোখের কি আদৌ চরিত্র থাকে? নাকি চরিত্রটা আসলে আমাদের?

শীতের মায়া জড়ানো কোনও এক রাত। শহর মাঝঘুমে। অফিস থেকে বাড়ি ফিরছি। ঘড়ির কাঁটা রাত দুটো ছুঁয়ে ফেলেছে। নিঃঝুম সেই পথের ধারে একটি দোকানের বারান্দায় বসে আছে এক তরুণী। মাথা নীচু। একঝলক দেখে মনে হয়েছিল, কাঁদছে। গাড়ি চলছিল, তাই আর থামা হয়নি। আর একবার তাকানোর সুযোগও হয়নি। গাড়ির আরশিতে মেয়েটা মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। কিন্তু দৃশ্যটা পড়ে রইল আমার মনের ভেতর।

কেন অত রাতে একা বসে মেয়েটি? সত্যিই কাঁদছিল? কোনও বিপদ হয়েছিল? নাকি আমার চোখই ভুল দেখেছিল?

জানি না। জানাও হবে না আর কোনওদিন।

হয়তো কিছুই হয়নি। হয়তো বা সেই রাত তার জীবনের আর

এরপর দশের পাতায়

LUXURY LIVING
লাক্সারি লিভিং
পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ ফার্নিচারের রিটেল চেইন
এখন রায়গঞ্জে
শুভ মহালয়া
প্রতিটি কেনাকাটায় এখন নিশ্চিত উপহার
মাইক্রোভেন, টিভি, স্মার্ট ওয়াচ, মিক্সার গ্রাইন্ডার ইত্যাদি
সর্বোচ্চ ₹৫,০০০ পর্যন্ত ক্যাশব্যাক।
0 ডাউনপেমেন্টের সুবিধা
৫ বছরের নিশ্চিন্ত গ্যারান্টি
পুরো পশ্চিমবঙ্গে ডেলিভারি ফ্রি
সমগ্র ভারতে ফাইন্যান্সের সুবিধা
২৪ মাসের সহজ EMI
91477 14413 / 80175 99955
রায়গঞ্জ | বারুইপুর | পাটুলি | বেহালা | চিনারপার্ক | দুর্গাপুর | শ্রীরামপুর
| কাঁচরাপাড়া | নিমতৌড়ি | শিবপুর | পুরুলিয়া

বিপাকে স্বাস্থ্যসচিব

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে খুনের ঘটনায় নির্যাতিতার পরিবারের পাশে থাকার ফের আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার আরজি করে আয়োজিত নবম মেডিভিশন ন্যাশনাল কনভেনশনের মঞ্চ থেকে এই ঘটনায় ন্যায়বিচার পাইয়ে দিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে ফের স্মরণ করিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'যে ভয়ংকর ঘটনা এখানে ঘটেছিল, পুরো বিশ্বের মানুষ রাজপথে নেমে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দিয়েছিল। যাঁরা এই ঘটনায় যুক্ত, তাঁদের যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান সরকারের প্রথম ও প্রধান কাজ।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমকে পদে বহাল রাখা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নির্যাতিতার মা তথা পানিহাটির বিধায়ক রত্না দেবনাথ। তাঁর অভিযোগ, 'স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম শৌচাগার ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি এখনও পদে বহাল রয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের কয়েকজন মাথা সাসপেন্ড না হলে ওখানে দুর্নীতি দূর হবে না। আমার মেয়েকে মৃত ঘোষণা করার আগে তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ময়নাতদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন।' এ ব্যাপারে শুভেন্দুর আশ্বাস, 'তখন যিনি স্বাস্থ্যসচিব ছিলেন তিনি আছেন। পূর্ত দপ্তরকে শৌচাগার ভাঙার নির্দেশ তিনিই দিয়ে থাকলে দ্রুত ওঁকে বদলি করে দেব। এই মামলায় আইনের পথে যতটুকু করা যাবে আমরা করব।'

শোকসভা

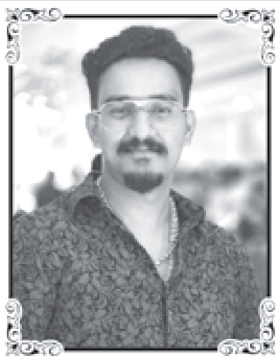

অভিষেক সাহা (টুবলাই)

জন্ম ঃ 11.12.1998 মৃত্যু ঃ 04.10.2026

আমরা গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, গত রবিবার আমাদের সকলের প্রিয় টুবলাই (অভিষেক) এক সড়ক দুর্ঘটনায় পরলোক গমন করেছেন। তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনার উদ্দেশ্যে আগামীকাল রবিবার (11.10.2026) বিকাল 5 ঘটিকায় এক শোকসভার আয়োজন করা হয়েছে। এই সভায় সকল আত্মীয় পরিজন, বন্ধু, শশ্মান যাত্রীদের উপস্থিতি কামনা করছি।

জ্যেঠু - সুব্রত সাহা (কালা)
পিতা - দেবব্রত সাহা (বাপি)
শোকাহত সাহা পরিবার

শোকসভার স্থান ঃ বাঘাযতীন এ্যাথেলেটিক ক্লাব কলেজ পাড়া, শিলিগুড়ি।
Mob. : 94340-44176 / 94340-53352

ইডেন প্রস্তুত মহালয়ায়

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : মহালয়ার পুণ্যলগ্নে আলোর মালায় সেজে উঠল তিলোত্তমা কলকাতা। রাজ্যে সরকার বদলের পর প্রথম দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যেই শনিবার মহালয়ার শুভ তিথিতে ইডেন গার্ডেন্সে এক জমকালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে রাজ্য সরকার। শুক্রবার দিনভর চলেছে সেই ইভেন্টের চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতি। দেবী দুর্গার বিশাল ব্যানার ও রঙিন আলোর মালায় ঢেকে ফেলা হয়েছে রেড রোড, ইডেন গার্ডেন্স সহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি-বেসরকারি ভবন ও সংযোগকারী রাস্তাগুলি।

ইডেনের ভেতরে কাপড়ের নিপুণ কারুকাজে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে দেবী প্রতিমার মুখ। একই মঞ্চে বোল তুলবেন ৩ হাজার ঢাকি, আর শঙ্খ ও উলুধ্বনিতে পরিবেশ মুখরিত করবেন ১ হাজার মহিলা।

মহুয়াকে নোটিশ

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : এসআইআর নিয়ে সমাজমাধ্যমে বিতর্কিত মন্তব্যের অভিযোগে কালীঘাট তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে মানহানির আইনি নোটিশ পাঠালেন মুখ্যসচিব তথা প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। মানহানির ক্ষতিপূরণ বাবদ ১০ কোটি টাকা এবং আইনি খরচ হিসেবে অতিরিক্ত ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

অনুদান-মামলা

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : দুর্গাপুজোয় অনুদান নিয়ে ফের জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের ডিভিশন বেঞ্চে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তবে পুজোর ছুটির পরেই মামলার শুনানি হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে হাইকোর্ট।

প্রতিবাদ

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বদলি বিল প্রত্যাহারের দাবিতে অনলাইন প্রতিবাদ সভা করলেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকরা। বৃহস্পতিবার ওয়েবকুটা সহ বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের উদ্যোগে হওয়া এই সভায় অংশ নেন বেশ কয়েকজন অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী।

হিন্দুত্ববাদের 'অপমানে' রুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী

বিকাশকে হুঁশিয়ারি

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : 'হিন্দুত্ববাদ'-এর অপমান কোনওভাবে বরদাস্ত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি। 'হিন্দুত্ববাদ' এবং সমগ্র হিন্দু সমাজকে অপমানের অভিযোগে বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা তথা প্রবীণ আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন আরজি কর-এ এবিভিপির চিকিৎসক সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্মেলন থেকে হুঁশিয়ারির সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'উনি বলেছেন, হিন্দুত্ববাদীরা হামলা করেছেন। এই মন্তব্যের ওপর তদন্ত হবে। আমি ছাড়ার পাত্র নই।'

হামলার ঘটনাকে সমর্থন না করে নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তাঁর বাড়িতে যাঁরা হামলা চালিয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে। একজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। সে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। তবে এই ঘটনার অভিযোগ তুলে বিকাশবাবু হিন্দুত্ববাদীদের অপমান করেছেন। গোটা হিন্দু সমাজকে অপমান

আরজি কর-এ সম্মেলনে শুভেন্দু।

করেছেন বিকাশবাবু। তিনি একজন হিন্দুবিদ্বেষী। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিকাশবাবু তাঁর করা পোস্টে এই হিন্দুত্ববাদী শব্দটি সংশোধন না করলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' যদিও বিকাশের পালটা দাবি, 'হিন্দু ভাবাবেগ, হিন্দু বলতে ওরা কী বোঝে, এটা যদি একটা নোটিফিকেশন করে দেন, তাহলে আমাদের পক্ষে বুঝতে সুবিধা হয়। ওরা যে গুন্ডামি করছে, তা শুভেন্দুবাবুদের কথাতেই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। উনি পদক্ষেপ করুন। তাতে প্রমাণিত হবে, উনি কার প্রতিনিধি।' অন্যদিকে, এই হামলার ঘটনায় বাপ্পা গুছাইতকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে ধৃতের রাজনৈতিক যোগ নিয়ে জল্পনা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী অভিযুক্তকে তৃণমূল কর্মী হিসেবে দাবি করলেও সমাজমাধ্যমের একাধিক ছবিতে বিজেপি নেতাদের পাশে দেখা গিয়েছে বাপ্পাকে। পাশাপাশি 'হিন্দুত্ববাদী' মন্তব্য নিয়ে বিকাশের বিরুদ্ধে দুটি এফআইআর দায়ের হয়েছে। এখনই আইনি পথে হাঁটবেন না বলে জানান বিকাশ।

এনবিএসটিসি'র মহালয়া ট্যুর বাতিল

বিক্রি হল না একটি টিকিটও

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৯ অক্টোবর : প্রস্তুতি সারা হয়ে গিয়েছিল নিগমের তরফে। তবে মিলল না সাধারণ মানুষের সাড়া। শেষমেশ টিকিট বিক্রি না হওয়ার কারণে রদ করতে হল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিহবণ নিগম বা এনবিএসটিসির মহালয়ার বিশেষ ট্যুর। নিগমের ভেতরের খবর, বাকি দিনগুলোর জন্যও গড়পড়তা ৪-৫টি করে টিকিট বুক হয়েছে। ফলে, এক কথায় ভেস্তে যাওয়ার মুখে এনবিএসটিসির এই উদ্যোগ।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের তরফে মহালয়ার দিন অর্থাৎ ১০ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত বিশেষ পরিষেবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ঠিক ছিল, পুজোর মরশুমে ওই ১৭ দিন ৪১ আসনের বিশেষ বাস চলবে কোচবিহার থেকে রাজাভাতখাওয়া, জয়ন্তী, চিলাপাতা রুটে। পুজো উদযাপনে পর্যটকদের জন্য রাখা হয়েছিল গানবাজনা এবং বিশেষ খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত। এরজন্য টিকিট পিছু দাম ধার্য করা হয়েছিল ৫০০ থেকে সাড়ে ৫০০ টাকা। তবে কার্যত কোনও সাড়া মেলেনি যাত্রীদের তরফে। মহালয়ার দিনের ওই বিশেষ পরিষেবার টিকিট বুক করার শেষ দিন ছিল শুক্রবার। নিগমের তরফে জানানো হয়েছে, এদিন পর্যন্ত একটা টিকিটও বিক্রি হয়নি। ফলে, বাধ্য হয়ে দেবীপক্ষের গোড়াতেই পরিষেবা রদ ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন নিগমের কর্তারা।

নিগমের কোচবিহার ডিপো ইনচার্জ প্রীতম দে বলেন, 'টিকিট বিক্রি না হওয়ায় মহালয়ার দিনের প্রোগ্রাম বাতিল করা হয়েছে।' আর এতেই উঠছে একাধিক প্রশ্ন। পুজোর মরশুমে পর্যটনে ভালো সাড়া মেলে। রাজ্য এমনকি, রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভ্রমণপ্রেমীরা ভিড় করেন ডুয়ার্স সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। সেখানে সরকারি পরিবহণ সংস্থার তরফে এমন আকর্ষণীয় পরিকল্পনা থাকার পরেও কেন আগ্রহ দেখালেন না যাত্রীরা? কেন মুখ থুবড়ে পড়ল এই ভ্রমণসূচি? এককথায় দায় স্বীকার করে নিয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অশ্বিনীকুমার রায় বলেন, 'আমরা সবরকম চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু টিকিট বুকিং হয়নি।'

- টিকিট বিক্রি না হওয়ায় রদ করতে হল এনবিএসটিসির মহালয়ার বিশেষ ট্যুর
- নিগমের তরফে মহালয়া থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত বিশেষ পরিকল্পনা করা হয়েছিল
- ঠিক ছিল, ৪১ আসনের বিশেষ বাস চলবে কোচবিহার থেকে রাজাভাতখাওয়া, জয়ন্তী, চিলাপাতা রুটে

যদিও ভ্রমণ বিশেষজ্ঞরা অন্য কথা বলছেন। তাঁদের মধ্যে একটা বড় অংশের মতে, যথাযথ প্রচার পায়নি এই পরিকল্পনা। জেলার অধিকাংশ মানুষ জানতেই পারেননি এনবিএসটিসির এই পরিষেবা সম্পর্কে। ফলে, বিক্রি হয়নি টিকিট। পাশাপাশি বুকিং প্রক্রিয়া সহজ না হওয়ায় এই হাল। নিগম কর্তৃপক্ষের দূরদর্শিতা এবং পরিকল্পনার অভাবে এমন একটি সম্ভাবনাময় উদ্যোগ শেষপর্যন্ত 'ফ্লপ' হতে চলেছে বলে মনে করছেন অনেকে।

নয়া এআই মডেলের লোগো উন্মোচন টিআরএ'র বার্ষিক সাধারণ সভায়।

চা চাষে এআই মডেল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৯ অক্টোবর : চা চাষে এবার হাতিয়ার এআই। না, কোনও ইন্টারনেট-নির্ভর তথ্য নয়, একশো বছরের বেশি সময় ধরে গবেষণা চালিয়ে যে ফল মিলেছে, তার উপর ভিত্তি করে একটি এআই মডেল তৈরি করেছে চা গবেষণা সংস্থা (টিআরএ)। মডেলটির নাম 'টোকল এআই'। বৃহস্পতিবার অসমের জোড়হাটে টিআরএ'র ৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মডেলটির লোগোর আবরণ উন্মোচন করা হয়। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে মডেলটি চা শিল্পে পুরোদস্তুর ব্যবহারের উপযোগী হয়ে উঠবে বলে বিজ্ঞানীদের দাবি।

টিআরএ জানিয়েছে, কোন চা গাছে রোগ ধরেছে বা রোগপোকার হামলার সম্ভাবনা রয়েছে কি না, তা কীভাবে দমন করা যায়, চা চাষে মাটির আর্দ্রতার মাত্রা, রাসায়নিকের পরিমাণ সহ চা চাষের সঙ্গে সম্পর্কিত হাজারো প্রশ্নের উত্তর এবং পরামর্শ দিতে পারে ওই এআই মডেলটি। বড় বাগানের পাশাপাশি ক্ষুদ্র চা চাষিদের কাছে এটি কার্যকর হয়ে উঠতে পারে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তথ্য যাচাইয়ের সুযোগ সময় ও খরচ বাঁচাতে সাহায্য করবে।

'টোকল এআই' একটি স্মল ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল, যা রিট্রিভাল-অগমেন্টেড জেনারেশন পদ্ধতিতে কাজ করে। ইন্টারনেটের তথ্যের বদলে টিআরএ'র নিজস্ব যাচাই করা গবেষণা-আর্কাইভ থেকে উত্তর দেয়। এর জন্য টিআরএ'র ১১৫ বছরের গবেষণার ভাণ্ডারকে কাজে লাগানো হয়েছে। ইতিমধ্যে দুই হাজারেরও বেশি বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা ডিজিটাইজ করা হয়েছে। এটি হিন্দি, অসমিয়া, বাংলা ও ইংরেজি- এই চারটি ভাষায় কাজ করবে। চা শিল্পের জন্য এ ধরনের মডেল বিশ্বে প্রথম বলে দাবি বিজ্ঞানীদের।

মডেলটির পরিকল্পনা করেছেন টিআরএ'র সচিব জয়দীপ ফুকন। তাঁকে সহযোগিতা করেন টোকলাইয়ের বিজ্ঞানীরা, টি বোর্ড এবং আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী তথা প্রখ্যাত কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ বিশাল মিশ্র। টিআরএ'র কাউন্সিল অফ ম্যানেজমেন্ট ২০২৬ সালের ২৪ জুলাই প্রকল্পটির অনুমোদন দেয়। মডেলটির আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিদেশ ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা, টি বোর্ডের ডেপুটি চেয়ারম্যান সি মুরুগান, ইফকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর কেজে প্যাটেল সহ আরও অনেকে। জয়দীপ বলেন, 'মডেলটি ভারতীয় চাষের অবস্থার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। বড় বাগানের পাশাপাশি ক্ষুদ্র চা চাষিরা এটিকে পোকামাকড় ও রোগ নিয়ন্ত্রণে, মাটির স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, ক্লোন নির্বাচন, পুনরায় রোপণ, জলবায়ু অভিযোজন, প্রক্রিয়াকরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা মেনে চলার মতো প্রশ্নের চটজলদি উত্তর পেয়ে দারুণ উপকৃত হবেন।'

জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'ছোট চা চাষিরা এখনও প্রযুক্তির ব্যবহারে সড়গড়ো নন। তবে মোবাইলে নিজেদের ভাষায় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে উত্তর পেলে তাঁদের কাছে খুব কঠিন হবে না।'

তবে শুধু এআই মডেল নয়, টিআরএ'র বিজ্ঞানীরা 'টিভি-৩৬' নামে জলবায়ু সহনশীল ও উচ্চফলনশীল 'টিভি-৩৬' নামে নতুন চা ক্লোন তৈরি করেছেন। ইফকোর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ন্যানো ইউরিয়া প্লাস ও ন্যানো ডিএপি সার তৈরি করা হয়েছে। ওই দুই সার প্রয়োগে চার বছরে ৮ থেকে ১৪ শতাংশ ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়া দার্জিলিং চায়ের স্বাতন্ত্র্য ও জিআই সুরক্ষায় টি বোর্ডের অর্থানুকূল্যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট তৈরির কাজ হয়েছে। সমীক্ষায় ৩৯৭টি ফ্লেভার যৌগ চিহ্নিত করেছে টিআরএ, যা একমাত্র দার্জিলিং চায়ে রয়েছে বলে সংস্থার দাবি। এর সাহায্যে অন্য সাতটি এলাকার চা, এমনকি নেপালের চা থেকেও দার্জিলিং চায়ের পার্থক্য বোঝা সম্ভব।

NOTICE

RFP is invited from eligible private partners for Establishment, Operation, Maintenance and Management of Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendra (PMBJK) at the following Government Hospitals/Health Facilities under PPP Mode :

Sl. No.	Hospital/Health Facility	RFP No.
1	Siliguri District Hospital, Darjeeling	DH&FWS/09/2026
2	Kurseong Sub-Divisional Hospital, Darjeeling	DH&FWS/10/2026
3	Naxalbari Rural Hospital, Darjeeling	DH&FWS/11/2026
4	Darjeeling District Hospital, Darjeeling	DH&FWS/12/2026
5	Bijanbari Rural Hospital, Darjeeling	DH&FWS/13/2026
6	Kharibari Rural Hospital, Darjeeling	DH&FWS/14/2026
7	Matigara BPHC, Darjeeling	DH&FWS/15/2026
8	Mirik BPHC, Darjeeling	DH&FWS/16/2026
9	Phansidewa Rural Hospital, Darjeeling	DH&FWS/17/2026
10	Sukhiapokhri BPHC, Darjeeling	DH&FWS/18/2026
11	Sukna Rural Hospital, Darjeeling	DH&FWS/19/2026
12	Takdah Rural Hospital, Darjeeling	DH&FWS/20/2026

For details, interested parties may visit **www.tenders.wb.gov.in, www.wbhealth.gov.in** or contact the office of the undersigned during office hours.

Sd/-
Chief Medical Officer of Health
Darjeeling

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা সামীরুল বিসিওয়াস - কে

24.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 96G 43333 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারি অসংখ্য বিজয়ী তৈরি করেছে এবং ডিয়ার লটারির অন্য বিজয়ীদের মতো আমিও আমার ভাগ্য পরীক্ষা করতে পেরে আনন্দিত। আমি প্রথম পুরস্কারের অর্থ জিতেছি এবং ন্যূনতম খরচে কোটিপতি হওয়ার এই সুযোগ দেওয়ার জন্য সমস্ত কৃতিত্ব তাদেরই প্রাপ্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

NIT

The Office of undersigned invites Tender for **E-NOTICE INVITING TENDER NO- 03/EO/MNG/JAL/2026-27, Dated- 09/10/2026,** Last Date of Bid submission is **30/10/2026 within 5.00 p.m.** within office hours. For further details please contact the concerned office of the undersigned.

Sd/-
Executive Officer
Maynaguri Panchayat Samity

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D e-QUOTATION NOTICE

NIQ No.: WBPWD/AE/JESD/NIQ 03e/Q of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5078491_1. **Name of Work** :- Urgent replacement of Damaged Cable at Netaji Subhas Open University, Regional Centre, Jalpaiguri.The last date for submission of tender 02-11-2026 at 11:10 A.M. All details can be seen from the website: http://etender.wb.nic.in or http://www.pwdwb.in or office of the undersigned during office hours. Sd/- A.K.DAN, AE/JESD/JALPAIGURI. ICA-T18860(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

EE, PWD, Cob. Divn., invites online e-tender (e-NIT 28 & eNIQ 06). Tender Id: (NIT 28) - 2026_WBPWD_5078178_1, 2026_WBPWD_5078178_2, 2026_WBPWD_5078178_3, 2026_WBPWD_5078178_4, 2026_WBPWD_5078178_5, 2026_WBPWD_5078178_6 & (NIQ06) - 2026_WBPWD_5078177_1. Bid submission start date: 12.10.2026, 10.30 hrs. & Bid submission closing date: 27.10.2026, 18.30 hrs. Downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, PWD, COB. DIVN. ICA-T18849(3)/2026

Notice Inviting e-Tender

Tenders are hereby invited by the undersigned vide e-NIT No. WB/APD/APD-II/TAT-I/01/26-27, Dated : 06/08/2026 (2nd Call). Last date & time of Bid submission 26/10/2026 upto 15.00 Hrs. Details will be available at **www.wbtenders.gov.in** website and Office Notice Board.

Sd/- Executive Assistant
Tatpara-1 Gram Panchayat

TENDER NOTICE

NIT: 119 fund: SSM is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid for NIT : 119 is 27/10/26. The details of the NIT may be viewed & downloaded from https://tenders.wb.gov.in

Sd/-
BDO & Executive Officer
Nagrakata Panchayet Samity

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE
NIeT NO-CMOH/CBR/2026-2027/NTEP/33(3rd Call)

E-Tender is hereby invited for Medical consumables (AIC Kit) under DH&FW Samiti,CoB for details please visit www.tenders.wb.gov.in, www.coochbehar.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti, CoB. ICA-T18835(3)/2026

টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৬/ সেপ্টেম্বর/০৪ এর বিপরীতে সংশোধনী নং. ০১

টেন্ডার নং. সিই-সিওএন-এনজে-ইপিসি-২০২৬-০২ এর জন্যে সংশোধনী-০১ প্রকাশিত করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in অবলোকন করুন।

মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/
নিউ জলপাইগুড়ি প্রজেক্ট, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of " Day to day maintenance of Electrical Installation & allied works at DRS Sub Store, 2nd mile, Siliguri in the district of Darjeeling." [e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT-47 of 2026-27]. Estimated amount Rs. Item Rate Tender ID : 2026_WBPWD_5078619_1. Bid Submission start date (Online) : 09.10.2026 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online) : 27.10.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.tenders.wb.gov.in Sd/- A. R. Prodhan Executive Engineer, PWD Darjeeling Electrical Division. ICA-T18865(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting e-Quotation

Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Division, PWD are invited Notice Quotation no. WBPWD/EE/DDD/NIeQ-10/2026-27 for the work 1 (One) no. supply work "Providing round the clock for maintaining Security, up-keeping and providing hospitality to guests at Balurghat PWD Rest Shed including VIP annexe, Balurghat PWD Bungalow and Banshihari Inspection Bungalow under Dakshin Dinajpur Division, PWD. Last date of Bid Submission 28-10-2026 upto 14:00 Hrs. All documents along with Corrigenda can be seen/obtained from the websites https://tenders.wb.gov.in and office notice board. Tender ID: 2026_WBPWD_5078360_1. Sd/- Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Division, P.W.Dte. ICA-T18851(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

Principal, North Bengal Medical College is inviting e-Tender from financially strong, reputed and bonafide Manufacturers / Direct Importers / Authorized Printing press / Authorized Agencies for Printing Items, Boards and Flexes under the Dept. of Microbiology, North Bengal Medical College vide Notice Inviting Tender No. Med/B-4/Tender/Microbiology/2301/NBMC/2026 Dated 06/10/2026 and Tender ID: 2026_HFW_5078226_1. The last date of submission of tender documents is latest by 2:00 PM on 03/11/2026. Details are available in the websites https://tenders.wb.gov.in; https://www.wbhealth.gov.in & www.nbmch.ac.in Sd/- Principal, North Bengal Medical College ICA-T18834(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Malda Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate, invites online e-NIT for the work of "Kotwali Ferryghat to Pukuria Ferryghat Road, from 0.00 kmp to 5.00 kmp & 7.00 kmp to 12.80 km (In Stretches) Clearing and grubbing road land including uprooting rank vegetation, grass, bushes, shrubs, saplings and trees under Malda Highway Division, in the District of Malda during the year 2026-2027". Tender ID : 2026_WBPWD_5078316_1. e-NIT No.-WBPW(R)D/AEMHSD/e-NIT-08/2026-2027. (i) Last date & Time of Dropping of Bid Doc. 27.10.2026 up to 12:00 P.M, Time of Opening of the Bid Doc. 29.10.2026 at 12:30 P.M. (online). Details of e-N.I.T and Bid documents may be downloaded from www.pwdwb.in Sd/- AE, MHSD, PWRD, GOVT OF W.B. ICA-T18848(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender Ref No : WBPWD/EE/CED/eNIT40/2nd Call 2026-27
(Tender ID: 2026_WBPWD_5078578_1)

EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work : (1) Annual Maintenance Contract of different electrical equipments and operation of DG sets at Tufanganj SD Hospital at Tufanganj, Cooch Behar round the clock under the district of Cooch Behar. Bid Submission Start Date : 14.10.2026 at 09:00 A.M. Bid submission Closing Date : 30.10.2026 at 12:00 P.M. Bid Opening Date : 03.11.2026 after 01:00 p.m. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- S. Thakur, Executive Engineer, P.W.D. Cooch Behar Electrical Division. ICA-T18864(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate invites Electronic Tender Notice No.- 09 of 2026-27 of Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division. Name of Work : 1. Chopra-Udrail Road, Bridge at 5th Km, repairing & renovation work, under Uttar Dinajpur Highway Division in the district of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5078414_1, Estimated Amount: Rs. 14,64,246.00. Bid Submission start date (online) on 13.10.2026 from 10.00 AM. Closing date of Bid Submission on 28.10.2026 up to 2.00 PM. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details may be seen from the following website- http://etender.wb.nic.in Sd/- Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate ICA-T18857(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

S.E., NBCC-II, P.W.Dte., Jalpaiguri, invites online e-tender for the work of - Bagdogra – Trihana Road from 0.000 KM to 10.00 KM Strengthening Works (Excluding Chainage 5.00 KM to 7.470 KM) under North Bengal Construction Division in the district of Darjeeling. Estimated Amount: Rs. 16,07,14,923.00, Tender ID: 2026_WBPWD_5078406_1, Tender Ref No: WBPWD/SE/NBCC-II/NIeT-05/2026-27. Bid submission start date (online): 14/10/2026 from 12.00 P.M. Bid submission closing date (online): 04/11/2026 up to 05.00 P.M. Technical Bid opening date (online): 06/11/2026 at 05.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- SE, PWD, NBCC-II, Jalpaiguri. ICA-T18856(3)/2026

E-Tender Notice
Office of the Paharpur Gram Panchayat
Sadar Block Jalpaiguri

Notice inviting E-tender by the undersigned for 07 works vide E-NIT No:- 06/PGP/15th F.C/25-26 Dated-06/10/2026 & E-NIT No :- 07/PGP/15th F.C/25-26. Dated-25/09/2026. Last date of online, Bid submission on 14/10/2026 at 18.00 hrs. For further details you may visit **http://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Executive Assistant
Paharpur Gram Panchayat

রঙিয়া ডিভিশনে এসঅ্যান্ডটি কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং : আরএন-এসটি-২৫-২০২৬-২৭, তারিখ : ০৬-১০-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং : আরএন-এসটি-২৫-২০২৬-২৭; কাজের নাম : রঙিয়া ডিভিশনের নলবাড়ি স্টেশনের এলসি গেট নং. এসকে-২৪ বন্ধ করার সাথে সম্পর্কিত এসঅ্যান্ডটি কাজ। টেন্ডার মূল্য : ১৮,৪৭,৭৬৯.৭৩/- টাকা; বায়না মূল্য : ৩৭,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ৩০-১০-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। ওপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথিসহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

ডিআরএম (এস অ্যান্ড টি), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে ফ্ল্যাশ বাট ওয়েলডিং

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/৫০ অফ ২০২৬ তারিখঃ ০৭-১০-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের নামঃ জ্যেষ্ঠ ডিইএন/II/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে মোবাইল ফ্ল্যাশ বাট ওয়েলডিং প্লান্ট ব্যবহার করে সমগ্র রেইল খণ্ডের অন্তর্গত নির্মাণ স্থলে (ইন সিটু/সেস) ১০ রেইল প্যানেল/ফ্রি রেইল/ ২ রেইল প্যানেল/ ৩ রেইল প্যানেলের ফ্ল্যাশ বাট ওয়েলডিং (নতুন/এসএইচ)। টেন্ডার রাশিঃ ৬৫,৮০,৯১৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৩১,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৪-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৪-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে পাম্প হাউস-এ পানী যোগান ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: KIR/Engg./04 of 2026, তারিখ: 07-10-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সিনি. ডিইএন/III/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে (নিউ জলপাইগুড়িতে সেন্ট্রাল কলোনি, শিলিগুড়ি টাউনে ফিল্টার হাউস, শিলিগুড়ি টাউনে তিলক ময়দান, শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন (২টি), হিমাচল কলোনি, নিউ কলোনি, তিরিংগী কলোনি, ডিজেল কলোনি, শিলিগুড়ি জংশনে ডিজেল শেড (২টি), বাগডোগরা স্টেশন, বাগডোগরায় আরপিএফ পোস্ট, নকশালবাড়ী স্টেশন, অধিকারি স্টেশন, গলগলিয়া স্টেশন ও ঠাকুরগঞ্জ স্টেশন)-এ ০২ বছরের জন্য পাম্প হাউস-এ পানী যোগান ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা এবং কলোনি ও স্টেশনসমূহে ভাল্ভ পরিচালনা। টেন্ডার মূল্য: ১,২২,৪৬,৪১১.৫০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,১১,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৪-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০৪-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৪-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং : কেআইআর/ইএনজিজি./৪৯ অফ ২০২৬; তারিখ : ০৬-১০-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : হাটোয়ার -মালদা টাউন (আপ অ্যান্ড ডাউন) - টিআরআর(পি) ৬০.২০০ টিকেএম। টেন্ডার মূল্য: ৫,২৯,১৪,৪১১.৯৮/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ১০,৫৮,৩০০/- টাকা; টেন্ডার নং ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : জোন নং. ৭(এ)-তে -স্টাফ কোয়ার্টার, সার্ভিস বিল্ডিং, ড্রেন ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত: কেএম ৯/০-তে সুকনা (সহ) থেকে কেএম ৪২/০-তে মহানদী (সহ) পর্যন্ত এলাকার সমস্ত কাজ, এসএসই/ওয়ার্কস/কার্শিয়াং-এর অধীনে সমস্ত সম্পন্ন ০১-১২-২০২৬ থেকে এবং পি.ই. ৩০-০৬-২০২৮ পর্যন্ত। টেন্ডার মূল্য: ১,৮৩,৮৮,৮৫৯.৭২/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ৩,৬৭,৮০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডারগুলির বন্ধের তারিখ ও সময় ০৩-১১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। ওপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৩-১১-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫০১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫০৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২৩১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২৩২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কমান্ড্যান্টের কার্যালয় : ৩০ বিএন বিএসএফ : রানীনগর, জলপাইগুড়ি, (পশ্চিমবঙ্গ)-৭৩৫১৩৩

নং ঃ প্রভ/নিলাম বিজ্ঞপ্তি/৩০ বিএন/২০২৬/৮০০২/১১ তারিখ ঃ ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৬

।। নিলাম বিজ্ঞপ্তি ।।

৩০ বিএন বিএসএফ-এর চার্জে থাকা অকেজো বা অব্যবহারযোগ্য দোকান যেমনঃ- কিউ স্টোর/রেশন স্টোর/ম্যাগাজিন স্টোর/কনস্টেবল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টোর/কমিউনিকেশন স্টোর/এমটি স্টোর এবং অন্যান্য বিবিধ স্টোর ইত্যাদি একটি প্রকাশ্য নিলাম **২৩শে অক্টোবর ২০২৬ তারিখে ১১০০ ঘটিকায়** জলপাইগুড়ি (পশ্চিমবঙ্গ)-এর রানীনগরে অবস্থিত ৩০ বিন বিএসএফের সদর দপ্তরে সংঘটিত হবে।

২. আগ্রহী অনুমোদিত দরদাতা/নিলামকারী নির্ধারিত তারিখ এবং সময়ে নিলামটিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। দরদাতা যারা এই প্রকাশ্য নিলামটিতে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের আসল প্যান কার্ড এবং আধার কার্ড জমা দিতে হবে, সঙ্গে শেষ জমা করা আয়কর রিটার্নটির প্রমাণপত্র এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রেজিস্ট্রেশন নম্বরও জমা দিতে হবে, যেগুলি কর্মকর্তাদের কেউ দ্বারা যাচাই করা হবে। এই যাচাইকরণে ব্যর্থ হলে তাদের নিলামে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে না। প্রত্যেক দরদাতাকে বিড আর্নেস্ট মানি হিসেবে অগ্রিম নগদ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা দিতে হবে, যা নিলাম শেষ হওয়ার পরে ফেরত/সমন্বয় করা হবে। সকল দরদাতাদের সর্বোচ্চ দর মূল্যের উপর জিএসটি জমা/চার্জ ধার্য করা হবে। সফল দরদাতারা নিলাম শেষ হওয়া মাত্রই সম্পূর্ণ মূল্য জমা দিয়ে তাৎক্ষনিকভাবেই স্টোরগুলি তুলে নিতে হবে। দরদাতাকে ঘটনাস্থলেই বিড চূড়ান্ত করার পর অব্যবহারযোগ্য স্টোরগুলির মূল্য সিবিএস-এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে। স্টোরগুলির স্থানান্তরের জন্য ইউনিটের পক্ষ থেকে কোনও সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া হবে না। যদি কোনও কারণে সফল দরদাতা নিলামকৃত সামগ্রীর মূল্য ঘটনাস্থলে জমা দিতে ব্যর্থ হন তবে তার জমা দেওয়া বায়না বাজেয়াপ্ত করে সরকারি কোষাগারে জমা করা হবে। নিলামটি বিভাগীয় নিয়ম এবং শর্তাবলি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

৩. বিডের অর্থমূল্য ৩০ বিএন বিএসএফ যে কোনও কারণবশতঃ গ্রহণ/প্রত্যাখান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

৪. নিলাম সংক্রান্ত যে কোনও সিদ্ধান্ত ৩০ বিএন বিএসএফ-এর কমান্ড্যান্ট দ্বারা ধার্য করা হবে।

৫. দরদাতাদের কোনও সংশয়/জিজ্ঞাসা থাকলে সেই বিষয়ে বোর্ডের প্রিসাইডিং আধিকারিক ঘটনাস্থলেই তার সিদ্ধান্ত জানাবেন। যা সকলকেই মেনে নিতে হবে। নিলাম পরিচালনকারী প্রিসাইডিং আধিকারিকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গণ্য করা হবে।

৬. বিএসএফের ওয়েবসাইট www.bsf.nic.in-এ নিলামের নোটিশটি উপলব্ধ থাকবে।

cbc 19110/11/0064/2627

৩০ সীমান্ত সুরক্ষা বলয়
৩০ বিএন বিএসএফ

অ্যাফিডেভিট

আমি Manik Ghosh, S/o- Nanigopal Ghosh, গ্রাম + থানা- শামুকতলা, পোস্ট- সাঁওতালপুর, জেলা-আলিপুরদুয়ার, আমার মেয়ের সঠিক নাম (Yadavi Ghosh) জন্ম সার্টিফিকেটে (Reg. No. B/2024/1314327, Dt-25-09-2024) মেয়ের নাম (Shreyashi Ghosh) ভুল থাকায় গত 03-10-2026 তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st Class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে মেয়ের নাম Shreyashi Ghosh থেকে Yadavi Ghosh করা হইল। যাহা উভয় ব্যক্তি এক ও অভিন্ন। (C/124155)

•

আমি রুবেল হোসেন, পিতা-Aakkaj Ali, গ্রাম-দুধেরকুঠী দেওয়ানবশ, পোস্ট-দুধেরকুঠী, থানা-কোতয়ালি, জেলা-কোচবিহার, পঃবঃ, আমার মাধ্যমিক পরীক্ষার সার্টিফিকেটে বাবার নাম ভুলবশতঃ Akkas Ali থাকায় গত ০২/০৬/২৬ Ld. J.M. 1st ক্লাস, সদর, কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে Aakkaj Ali হলো। Aakkaj Ali ও Akkas Ali একই ব্যক্তি। (C/A)

•

পুত্রের (Sahil Giri Mostak) বার্থ সার্টিফিকেটে আমার ভুল নাম উল্লেখ থাকায় ৮/১০/২০২৬ তারিখে মাথাভাঙ্গা ফার্স্ট ক্লাস জে এম কোর্টের অ্যাফিডেভিটে জানাই, আমি Harimaya Giri এবং Harimaya Girl Islam এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। সাকিন-ডাউয়াগুড়ি, পোঃ-আটপুকুরি নয়ারহাট, থানা-ঘোকসাডাঙ্গা, জেলা-কোচবিহার। (C/124206)

•

ভোটার কার্ড নং WB/01/007/549711 যেখানে আমার নাম Paul Jyotsna নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 13-7-2026 নোটারি পাবলিক, দিনহাটা, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Kamala Paul এবং Paul Jyotsna এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ওয়ার্ড নং-1, পোঃ দিনহাটা, থানা : দিনহাটা, জেলা : কোচবিহার। (C/123735)

•

আমি Furkun Khatun, স্বামী-Ujir Hossain, গ্রাম-শীতলপুর, পোস্ট :- ডাহুয়া, থানা-হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা-মালদা। আমার মেয়ে Mubasara Khatun-এর জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম ভুলবশত Furkun Nesa উল্লেখ রয়েছে। গত ০৩/১০/২৬ তারিখে চাঁচল অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Furkun Khatun ও Furkun Nesa একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/124153)

•

আমি Sutapa Chanda আমার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক মার্কশিট, অ্যাডমিট কার্ড ও রেজিস্ট্রেশন-এ ভুলবশত Sutapa Chandra ও পিতার নাম Sujit Kr. Chandra এবং Sujit Kumar Chanda থাকায় গত ইং 30/9/26 তারিখে জলপাইগুড়ি J.M. (1st Class) কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sutapa Chanda ও পিতা Sujit Chanda বলে পরিচিত হইল। ময়নাতলী, পশ্চিম মল্লিকপাড়া, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি। (A/B)

•

আমি Dhiraj Oraon, S/o Firan Oraon, ঠিকানা- গ্রাম: মধ্য পাট-কাপাড়া, পো: দক্ষিণ পাটকাপাড়া থানা: ও জেলা: আলিপুরদুয়ার। আমার প্রকৃত নাম Dhiraj Oraon, S/o Firan Oraon, যা ভোটার কার্ডে (No: TIH1969518) উল্লেখ আছে। কিন্তু আধার কার্ডে (No: 255308436495) আমার নাম ভুলবশত Biraj Oraon উল্লেখ আছে। তাই 08.10.2026 তারিখে আলি-পুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা ঘোষণা করা হল যে Dhiraj Oraon, S/o Firan Oraon ও Biraj Oraon, S/o Firan Oraon, একই ব্যক্তি। (C/123353)

আজ টিভিতে

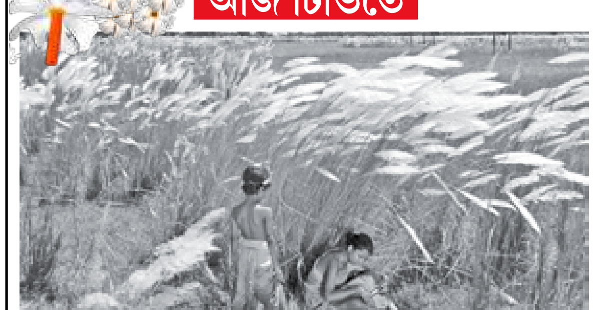

পথের পাঁচালী রাত ১০.৩০ জি বাংলা সোনার

মা দুর্গার আগমনী সুরে সাজানো অনুষ্ঠান তব জয়গানে রাত ৯.০৫ ডিডি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.০০ দ্রৌপদী, দুপুর ১২.৩০ সতীর একান্ন পীঠ, বিকেল ৪.৩০ দেবী, রাত ৯.৩০ দুর্গা দুর্গতিনাশিনী

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৩০ তোমাকে চাই, দুপুর ১.১৫ শত্রুর মোকাবিলা, বিকেল ৫.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, রাত ৯.৩০ ফাইটার-মারব নয় মরব

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ সমুদ্র মন্থন ও নীলকণ্ঠ, বেলা ১১.৩০ জয় মা দুর্গা, দুপুর ২.০০ দুর্গা রূপে রূপান্তরে, রাত ৮.০০ প্রজাপতি-টু, ১০.৩০ পথের পাঁচালী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দক্ষযজ্ঞ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মনের মানুষ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় মানসিক তৃপ্তি। কন্যার চাকুরিপ্রাপ্তির খবরে স্বস্তি। বৃষ : ব্যবসার প্রয়োজনে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা। শরীর নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তা ছাড়ুন। মিথুন : কর্মপ্রার্থীরা কাজের সুযোগ পাবেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের দলে দায়িত্ব বাড়বে। কর্কট : প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করতে গিয়ে সমস্যা। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি। সিংহ : ভেঙে যাওয়া কোনও সম্পর্ক আজ আবার জোড়া লাগবে। সন্তানের বিয়ের কথা পাকা হতে পারে। কন্যা : বিশেষ কারণে আজ সঞ্চিত অর্থের থেকে কিছু ব্যয় হবে। বিদেশভ্রমণের বাধা কাটবে। তুলা : অলসতার কারণে ভালো সুযোগ নষ্ট হবে। নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা সফল হবে। বৃশ্চিক : পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ হতে পারে। ধনু : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে মানসিক তৃপ্তি। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ। মকর : কর্মক্ষেত্রে বিভাগীয় বদলির সংবাদ পেতে পারেন। পেটের কারণে কোনও অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। কুম্ভ : স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। পুরোনো কোনও কাজের সুফল হাতে পাবেন আজ। মীন : রাজনৈতিক সাফল্যে আনন্দিত। সামান্য আলস্যে হাতছাড়া হতে পারে বড় সুযোগ।

দিনপঞ্জি

২২ আশ্বিন, ভাঃ ১৮ আশ্বিন, ১০ অক্টোবর, ২২ আহিন, সংবৎ ১৫ আশ্বিন বদি, ২৮ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৫, অঃ ৫।১৪। শনিবার, অমাবস্যা রাত্রি ৮।৩৪। হস্তানক্ষত্র রাত্রি ১০।৬। ইন্দ্রযোগ রাত্রি ১১।২৫। চতুষ্পাদকরণ দিবা ৮।৪৭ গতে নাগকরণ রাত্রি ৮।৩৪ গতে কিন্তুঘ্নকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ১০।৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে - একপাদদোষ। যোগিনী-ঈশানে, রাত্রি ৮।৩৪ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৭।২ মধ্যে ও ১২।৫২ গতে ২।২০ মধ্যে ও ৩।৪৭ গতে ৫।১৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৪৭ মধ্যে ও ৪।২ গতে ৫।৩৫ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ৭।২ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও উত্তরে নিষেধ, দিবা ৩।৪৭ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, রাত্রি ৬।৪৭ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পূর্বে উত্তরে ঈশানে ও বায়ুকোণে নিষেধ, রাত্রি ৮।৩৪ গতে যাত্রা মধ্যম মাত্র পূর্বে ও উত্তরে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।২ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার ব্রতোপবাস। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। পূর্বাহ্ণ ৯।২৮ মধ্যে (কিন্তু কালবেলানুরোধে দিবা ৭।২ গতে পূর্বাহ্ণ মধ্যে) শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর অমাবস্যাবিহিত পূজা প্রশস্তা। মহালয়া পার্বণশ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধানন্তর ষোড়শ পিণ্ডদান কর্তব্য অপরপক্ষীয় বা প্রেতপক্ষবিহিত শ্রাদ্ধ ও তিলতর্পণ সমাপন। রাত্রি ৮।৩৪ গতে মুখ্যচান্দ্র আশ্বিন শুক্লপক্ষ হিন্দি আশ্বিন সুদি আরম্ভ। জাতীয় ডাকদিবস (১০ অক্টোবর)। অমৃতযোগ-দিবা ৬।৩১ মধ্যে ও ৭।১৬ গতে ৯।২৯ মধ্যে ও ১১।৪২ গতে ২।৪০ মধ্যে ও ৩।২৫ গতে ৫।১৪ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৩৮ গতে ২।২১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-রাত্রি ২।২১ গতে ৩।১২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

DHUPGURI - HOTEL MEGHNATH PALACE, OPP. BUS TERMINUS - 92305 08404
SILIGURI : SF ROAD - ONE LANDMARK, THANA MORE, RADHA BAZAR - 92305 08405
ASANSOL : GALAXY MALL | ASANSOL : SENTRUM MALL | BAGNAN | BANDEL | BARAKAR | BASIRHAT | BISHNUPUR | CANNING
GARIAHAT | GHATAL | MADHYAMGRAM | MURARAI | SERAMPORE | SODEPUR | TRIVENI MALL (SERAMPORE)

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৪৪ সংখ্যা, শনিবার, ২২ আশ্বিন ১৪৩৩

সম্পাদকীয়

গণতন্ত্রের লক্ষণ

১২ বছরের মোদি জমানায় হামেশাই শাসক শিবির প্রশ্ন করেছে- বিরোধীরা কোথায়! তাদের তো দেখা যায় না। বিরোধীদের দুর্বলতা, অনৈক্য এবং সংসদীয় ময়দানে তাদের ব্যাকফুটে থাকার সুযোগ নিয়ে কটাক্ষের সুরে কথাগুলি উচ্চারণ করেন শাসকদলের নেতারা। কিন্তু পরপর তিনদিন দিল্লি সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভোট চুরি এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বিরোধীদের পথের আন্দোলন সেই কটাক্ষের যেন জবাব দিচ্ছে।

'ইন্ডিয়া' জোটের শীর্ষ নেতাদের রাস্তায় নেমে লাগাতার প্রতিবাদ, ধর্না ও বিক্ষোভের পাশাপাশি ককরোচ জনতা পার্টির যন্তরমন্তর ২.০-র ডাক, নেহা বোরা, ঐশী ঘোষদের নেতৃত্বে বাম ছাত্র ও নাগরিক সংগঠনের লড়াই অভূতপূর্ব আবহের জন্ম দিয়েছে। বিরোধীদের সম্মিলিত হাল না ছাড়ার মানসিকতা এবং রাস্তা আঁকড়ে থাকার জেদ- ভারতীয় গণতন্ত্রের ঝিমিয়ে পড়া শরীরে সঞ্জীবনী সুধার সঞ্চার করেছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মূল উৎস নাগরিকরা। সেই নাগরিকের মতামত প্রকাশের প্রধান পথ হল স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভোটাধিকার। কিন্তু যে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ওপর এই বিরাট যজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত, সেই নির্বাচন কমিশন যদি নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতার প্রশ্নে কাঠগড়ায় দাঁড়ায়, তখন সাধারণ মানুষের আস্থা টলে যায়। এজন্য নির্বাচন কমিশন দায় এড়াতে পারে না।

অভিযোগ গুরুতর চেহারা নিয়েছে বিরোধীদের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের দুই অন্যতম শীর্ষ পদাধিকারী নির্বাচনি প্রক্রিয়ার অস্বচ্ছতা ও অভ্যন্তরীণ পরিচালনা নিয়ে বেশকিছু মৌলিক প্রশ্ন তোলায়। যা কমিশনকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়েছে। শীর্ষ আদালতের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও প্রশ্নবাণে কমিশনের অস্বস্তি আরও বেড়েছে। চারপাশ থেকে ধেয়ে আসা নজিরবিহীন চাপের মুখে নির্বাচন কমিশন তড়িঘড়ি কিছু সংশোধনমূলক পদক্ষেপ করেছে।

যেমন বাদ পড়া বৈধ ভোটারদের নাম পুনরায় তালিকাভুক্ত করতে নতুন করে বাড়ি বাড়ি বিএলও পাঠানো কিংবা ইসিআইনেট-এর প্রযুক্তিগত সমস্যা ও ডিজিটাল অসংগতি সমাধানের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞদের কমিটি গঠন। যা বিরোধীদের লাগাতার আন্দোলন এবং প্রশ্নবাণের প্রত্যক্ষ ফল। বিরোধী শিবিরের রাজপথে নেমে এই প্রতিবাদ গণতন্ত্রের পক্ষে আশাব্যঞ্জক সন্দেহ নেই।

সংসদীয় গণতন্ত্র মানে শুধু পাঁচ বছর অন্তর একবার বুথের লাইনে দাঁড়ানো কিংবা পছন্দের দলের হাতে দেশের শাসনভার তুলে দেওয়া নয়। নির্বাচন একটি প্রক্রিয়া মাত্র আর গণতন্ত্র হল প্রতিদিনের চর্চা। সুস্থ ও পরিণত গণতন্ত্রের প্রাণভোমরা লুকিয়ে থাকে সরকারের স্বচ্ছতা এবং নাগরিক ও বিরোধী শক্তির ধারাবাহিক সজাগ দৃষ্টির মধ্যে। শাসকদল কত আসন পেয়ে ক্ষমতায় এল বা তাদের জনসংযোগ কতটা বিস্তৃত, তা দিয়ে কখনও দেশের গণতান্ত্রিক স্বাস্থ্যের বিচার হয় না।

বরং বিরোধী পক্ষ কতটা নির্ভয়ে শাসককে প্রশ্ন করতে পারছে, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির ত্রুটি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারছে এবং সাধারণ মানুষ অধিকার রক্ষায় কতটা সরব হতে পারছে- সেটাই যাচাইয়ের প্রকৃত মাপকাঠি। বিরোধীদের জ্ঞানেশ বিরোধী আন্দোলনের পরিণতি শেষপর্যন্ত কী হবে বা এই লড়াইয়ের জেরে জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ করবেন কি না, তা সময় ও আন্দোলনের গতিপথ স্থির করবে।

তবে এটা সত্য যে, বিরোধীদের আন্দোলন দেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে ইতিবাচক মোড় এনে দিয়েছে। যন্তরমন্তরের ঐতিহাসিক প্রতিবাদে সাধারণ নাগরিক ও তরুণসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং রাজপথকে দাবি আদায়ের কেন্দ্র করে তোলার কৌশল সেই বার্তাই বহন করছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকার জবাবদিহি ও পর্যালোচনার ঊর্ধ্বে থাকে না। শাসকদলকে যেমন দেশের জনগণের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয়, তেমনই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজের কাজের নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতার প্রমাণ দিতে হয়।

গণতন্ত্র রক্ষায় বিরোধী পক্ষের আন্দোলন ও সজাগ দৃষ্টি সবচেয়ে বড় প্রহরী। শক্তিশালী ও সচেতন বিরোধী পক্ষ থাকলেই গণতন্ত্র পূর্ণতা পায়, মজবুত হয়।

অমৃতধারা

ঈশ্বর সব মানুষের মধ্যেই আছে, কিন্তু সব মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রভাব থাকবে, সেটার প্রয়োজনীয়তা নেই। এইজন্যই আমরা মানুষ নিজের দুঃখে পীড়িত আছি। যদি আপনি কর্ম করেন, তাহলে নিজের কর্মের প্রতি ভক্তির ভাব থাকা অতি আবশ্যক। তখন সেই কর্ম একমাত্র সার্থক হতে পারে। একজন সাংসারিক মানুষ, যিনি কিনা সৎভাবে ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত নন, তার জীবনে কোনো আশা রাখাই উচিত নয়। যদি আমাদের ঈশ্বরের দেওয়া শক্তিকে সৎ এবং ভালো কাজে ব্যবহার করতে হয় তাহলে ঈশ্বরের কৃপা পাওয়ার জন্য নিজেদের জীবনকে সমাজের ভালো কাজের জন্য ব্যয় করা উচিত। নৌকাকে সর্বদা জলের উপরেই থাকা উচিত কিন্তু জলকে নৌকার উপর থাকা উচিত নয়।

- রামকৃষ্ণ

অর্ধেক সত্যের কারখানায় জন্ম নয়া ভিলেনের

একসময় বলা হত, ক্যামেরা মিথ্যে বলে না। এখন তা ভুল। ক্যামেরা যা দেখেছে, সম্পাদনা তার অন্য মানে তৈরি করবে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

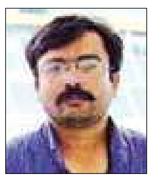

একটা ঠান্ডা পানীয়ের বোতল। দুই ভাইবোন পাশাপাশি বসে। নয়াদিল্লির গরমে গাছের নীচে বসে একটু গলা ভেজানো।

এই সামান্য দৃশ্য থেকেও যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের গন্ধ বের করা যায়, তা বোধহয় আমাদের দেশের সমাজমাধ্যম না থাকলে জানা যেত না। এবং যত দিন যাচ্ছে, তত এসব বাড়ছে।

জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাঝে ঘর্মাক্ত, ক্লান্ত রাহুল গান্ধি বোতল থেকে এক চুমুক খেয়ে ঠান্ডা পানীয় তুলে দিলেন প্রিয়াংকাকে। প্রিয়াংকা খেলেন। ফেরত দিলেন দাদাকে। দাদা আবার চুমুক দিলেন। আবার এগিয়ে দিলেন বোনকে। এবার প্রিয়াংকা আর খেলেন না। বোতলের মুখের কাছে নাক নিয়ে কী যেন দেখলেন। কী যেন বললেন। সামনের কারও সঙ্গে দুটো কথা বলে বোতল আবার ফিরিয়ে দিলেন রাহুলকে।

এ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। বিপদ ঘটল সোশ্যাল মিডিয়ার সম্পাদনার টেবিলে।

পুরো দৃশ্যের বদলে দেখানো হল শেষ কয়েক সেকেন্ড। সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখে দেওয়া হল রাজনৈতিক ব্যাখ্যা। অবশ্যই বিজেপির সোশ্যাল মিডিয়ার তরফে। দেখুন, নিজের দাদাকেই বিশ্বাস করেন না প্রিয়াংকা! দাদার দেওয়া পানীয়ই খেতে চাইছেন না। বোনই যদি রাহুলকে বিশ্বাস না করেন, দেশবাসী করবেন কী করে?

একটা পানীয়ের বোতল থেকে পৌঁছে যাওয়া গেল জাতীয় নেতৃত্বের যোগ্যতার প্রশ্নে। মাঝখান থেকে উধাও সেই দৃশ্য, যেখানে প্রিয়াংকা একই বোতল থেকে আগেই পান করেছেন। এমন প্রচারের কৌশল আজকের ভারতীয় দর্শকের কাছে অচেনা নয়। কিন্তু লোকে তো অত ভাববে না। তার ওপরেই চলবে প্রত্যেকের টিকা-টিপ্পনী। সব পার্টিই চলে গিয়েছে এমন কৌশলে।

আর একটা দৃশ্যের কথা বলি এবার। সমাজবাদী পার্টির লাল টুপি মাথায় জয়া বচ্চন। পাশে ডেরেক ও'ব্রায়েন। দৃশ্যপট সেই রাজধানী। মাথায় একই টুপি। এক টেলিভিশন সাংবাদিক বারবার মাইক্রোফোন এগিয়ে দিচ্ছেন। দুজনেই বুঝিয়ে দিচ্ছেন, কথা বলতে চান না। কিছুক্ষণ চলল এরকম। সাংবাদিক নাছোড়। মাইক্রোফোন আরও এগিয়ে যাচ্ছে। একসময় প্রায় গায়ে লাগার উপক্রম। বিরক্ত জয়া সেটি সরিয়ে দিলেন।

এবারও সম্পাদনার কাঁচি চলল। উধাও সাংবাদিকের বারবার অনুরোধ, উধাও কথা না বলার ইঙ্গিত, উধাও গোটা পরিস্থিতি। রইল শুধু জয়ার হাত দিয়ে মাইক্রোফোন ঠেলে সরানোর দৃশ্য। সঙ্গে মন্তব্যের গঙ্গা স্রোত, কী উদ্ধত মহিলা! সাংবাদিকদের সঙ্গে এমন ব্যবহার! অমিতাভ বচ্চন কীভাবে সংসার করেন। কোথা থেকে কোথায় চলে এল!

জয়ার মেজাজ নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়। কিন্তু কারও ব্যবহার নিয়ে সমালোচনা আর সেই ব্যবহারের প্রেক্ষাপট মুছে দিয়ে তাঁকে খলনায়ক বানানো এক জিনিস নয় মোটেই।

মহাভারতে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, 'অশ্বত্থামা হত, ইতি গজ।' অশ্বত্থামা মারা গিয়েছে, কিন্তু সে মানুষ নয়, হাতি। শেষ কথাটুকু চাপা পড়ে যাওয়ায় দ্রোণাচার্য বিশ্বাস করেছিলেন তাঁর পুত্রের মৃত্যুসংবাদ।

এখনকার মহাভারতে আরও সুবিধে। 'ইতি গজ' বলার দরকারই নেই। কেউ বললেও সম্পাদনার কাঁচি দিয়ে সেটুকু মুছে দেওয়া যাবে। তারপর অর্ধেক সত্যকে পুরো সত্যের পোশাক পরিয়ে ছেড়ে দেওয়া যাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের মোবাইলে। কখনও পার্টির মিডিয়া সেল সে দায়িত্ব নিচ্ছে। কখনও পার্টিগুলোর অন্ধ বোধহীন ভক্ত।

ভারতের সংবাদমাধ্যমে এখন সবচেয়ে বিপজ্জনক অস্ত্র কখনো-কখনো মিথ্যে নয়। সত্যের নির্বাচিত অংশ। যা আসলে ভয়ংকরতম মিথ্যে।

বাংলায় এই প্রবণতা নিয়ে আলোচনায় আসবে প্রয়াত অভিনেতা ও সাংসদ তাপস পালের ঘটনা। তাঁর একটি রাজনৈতিক বক্তৃতার বিতর্কিত সামান্য অংশ বারবার প্রচারিত করে এক চ্যানেল। পরে তীব্র অনুতপ্ত তাপস ভেঙে পড়েন মানসিকভাবে। সম্প্রতি তাঁর জন্মদিনে স্ত্রী অভিযোগ করেছেন, তাপসের পুরো বক্তব্য দেখানো হয়নি। অভিযোগটি গুরুত্বপূর্ণ। এমনিতে সম্পূর্ণ বক্তব্যে কোনও অশ্লীল হুমকি থাকলে তার দায়ও মুছে যায় না। তবে প্রশ্ন হল, দর্শককে পুরো ঘটনা বিচার করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কি? দর্শকও কি চেয়েছে? মানুষের ধৈর্য কমেছে, কমেছে বিচারবুদ্ধি ও বিবেচনাবোধ। কিছু পেলেই দ্রুত মন্তব্য করে দিতে হয়। নইলে মান থাকে না। একজন মানুষের ভুলের সমালোচনা করা আর তাঁকে চিরকালের জন্য একটি দৃশ্যে বন্দি করে ফেলা এক নয়। তাপসের দুর্ভাগ্য, নানা অশ্লীল মন্তব্য এখন জলভাত নেতাদের মুখে। নীলকণ্ঠ হয়ে বিষ নিতে হল শুধু তাপসকেই।

এই কৌশলের বহুল আলোচিত শিকার রাহুল গান্ধিও। আলু থেকে সোনা তৈরির যন্ত্র নিয়ে তাঁর বক্তব্য বছরের পর বছর হাসির খোরাক হয়েছে। অথচ মূল বক্তৃতায় তিনি নিজের কোনও আবিষ্কারের কথা বলছিলেন না। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ব্যঙ্গ করছিলেন। সেই প্রেক্ষাপট বাদ দিয়ে কয়েক সেকেন্ডের ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

মজার ব্যাপার, নরেন্দ্র মোদিকেও একই আলু ও সোনার গল্পে ফাঁসানোর চেষ্টা হয়েছিল। তাঁর আলাদা বাক্যের অংশ জুড়ে এমন ভিডিও তৈরি করা হয়, যেন তিনিই আলু থেকে সোনা বানানোর কথা বলছেন। সেটিও সম্পাদিত বলে প্রমাণিত।

একই গল্পে জড়িয়ে পড়েছিলেন হেমা মালিনী। সাংবাদিক আলু থেকে সোনা তৈরির কারখানা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। হেমা উত্তর দিয়েছিলেন আলু প্রক্রিয়াকরণ ও চিপস তৈরির প্রসঙ্গে। কিন্তু প্রশ্নের গোড়ার অংশ বাদ দিয়ে ছোট ভিডিও ছড়িয়ে পড়ায় তাঁর উত্তরের অর্থ বদলে যায়।

এখানেই শেষ নয়। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে আমির খান এবং রণবীর সিংয়ের ভিডিও ছড়িয়ে পড়ল। দেখে মনে হবে, দুই জনপ্রিয় অভিনেতা কংগ্রেসের হয়ে প্রচার করছেন। অথচ পুরোনো সাক্ষাৎকারে কৃত্রিম কণ্ঠস্বর বসিয়ে তৈরি সেই দৃশ্য।

এখানে সম্পাদনার কাঁচি আরও এক ধাপ এগিয়েছে। আগে মানুষ যা বলেছেন, তার অর্ধেক দেখানো হত। এখন যা বলেননি, সেটাও তাঁর মুখ দিয়ে বলিয়ে দেওয়া সম্ভব। অভিনেতা জানেনই না, কখন তাঁর মুখ ব্যবহার করে তাঁকে রাজনৈতিক প্রচারক বানানো হয়েছে।

খেলাও রেহাই পাচ্ছে না। ২০২৩ বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতের হারের পর রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির আবেগঘন ভিডিও ছড়িয়েছিল। দাবি করা হয়েছিল, বিশ্বকাপ হেরে দুজনের এই কান্না। পরে জানা গেল, রোহিতের ভিডিওটি ২০২০ সালের। বিরাটেরটি ২০১৮ সালের আইপিএলের। পুরোনো দৃশ্যকে নতুন পরাজয়ের সঙ্গে জোড়া।

অর্থাৎ শুধু মানুষের বক্তব্য নয়, তাঁর কান্নারও এখন নতুন জন্মতারিখ দেওয়া যায়। পাঁচ বছর আগের হতাশা আজকের পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া হয়ে উঠতে পারে। দর্শক আবেগে ভাসবেন, আর ভিডিও নির্মাতা ভিউজ গুনবেন।

রাজনীতিতে এই কারবার আরও লাভজনক। ২০২৪ সালে আমেরিকায় সংরক্ষণ নিয়ে রাহুলের বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ ছড়িয়ে দাবি করা হয়, তিনি সংরক্ষণ তুলে দিতে চান। পুরো বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, প্রেক্ষাপট ছোট ভিডিওয় ছিল না। ফলে জটিল রাজনৈতিক অবস্থানের অন্য মানে করা সম্ভব হয়েছিল।

এই রোগের কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক রং নেই। বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম-- সব দলের সমর্থকদের প্রচারেও বিকৃত ভিডিওর উদাহরণ মিলবে। একটা অসম্পূর্ণ বাক্য, একটা অস্বস্তিকর মুখভঙ্গি, একটা বিরক্ত প্রতিক্রিয়া। তারপর পছন্দমতো শিরোনাম। ব্যাস, ভিলেন তৈরি।

আগে রাজনৈতিক বিতর্কে যুক্তি সাজাতে হত। এখন দশ সেকেন্ডের দৃশ্য দিয়ে দশ বছরের চরিত্রহননের উপকরণ তৈরি করা যায়। সংবাদমাধ্যমের একাংশের দর্শকসংখ্যা বাড়ানোর প্রতিযোগিতা এই প্রবণতাকে উৎসাহ দেয়। উত্তেজনা বিক্রি হয়। অপমান বিক্রি হয়। রাগ বিক্রি হয়। কিন্তু প্রেক্ষাপট? তার বাজারদর কম।

সবচেয়ে বড় বিপদ, দর্শকও এই ব্যবসার অংশীদার। আমরা অনেক সময় খবর দেখি না, নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসের সমর্থনে প্রমাণ খুঁজি। যাঁকে অপছন্দ করি, তাঁর বিরুদ্ধে দশ সেকেন্ডের ভিডিও পেলেই খুশি। সত্যিটা জানতে আর ইচ্ছে করে না।

একটা সময় বলা হত, ক্যামেরা মিথ্যে বলে না। এখন সেই কথাটাই সবচেয়ে বড় ভুল। ক্যামেরা যা দেখেছে, সম্পাদনা তার অন্য অর্থ তৈরি করতে পারে। এআইয়ের যুগে ক্যামেরা আদৌ যা দেখেনি, সেটাও পর্দায় হাজির করা যায়।

মহাভারতে অন্তত 'ইতি গজ' কথাটুকু উচ্চারিত হয়েছিল। আজকের ডিজিটাল মহাভারতে সেটুকুও বাদ। এখানে দ্রোণাচার্যের মতো বিভ্রান্ত হওয়ার জন্য আর যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। নিজের মোবাইল খুললেই যথেষ্ট।

এখন মিথ্যে বলার দরকার পড়ে না। সত্যিটাকে মাঝখান থেকে কেটে দিলেই হয়। বাকি কাজ দর্শক নিজেই করে দেন।

এবং সেই কারখানায় প্রতিদিন তৈরি হতে থাকে নতুন ভিলেন। যাঁদের অপরাধ কতটা সত্যি, আর কতটা সম্পাদকের কাঁচির সৃষ্টি, সেই প্রশ্নই শেষপর্যন্ত হারিয়ে যায়। সেখানে রাজনীতিকের লাভ, প্রচারকের লাভ, দর্শকসংখ্যার লাভ। ক্ষতি শুধু একজন মানুষের। যিনি হয়তো কোনওদিনই জানতে পারবেন না, ঠিক কোন মুহূর্তে তাঁর জীবনের কয়েক সেকেন্ড তাঁকে চিরকালের ভিলেন বানিয়ে দিয়েছিল।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৬৪

অভিনেতা, পরিচালক গুরু দত্ত প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৫৪

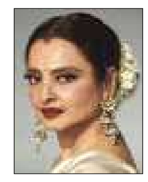

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী রেখা।

আলোচিত

কোনও কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করা আর সবকিছু বন্ধ করে দেওয়ার মধ্যে আকাশপাতাল ফারাক রয়েছে। আপনারা (নয়াদিল্লির) পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, কিন্তু এভাবে স্তব্ধ করে দিতে পারেন না। বহু মানুষের নিজস্ব গাড়ি নেই, তাদের ভরসা গণপরিবহণ। কিন্তু মানুষের কাছে একটাও যানবাহনের বিকল্প নেই- এমনটা করা যায় না। কোনও একজন ব্যক্তিকে নিয়ে আমরা ভাবছি না। ভাবছি, সেই হাজার হাজার মানুষের কথা- যাঁরা পেটের দায়ে দিল্লির নানা জায়গায় পাড়ি দেন। মশা মারতে আপনারা কামান দাগতে বা হাতুড়ি ব্যবহার করতে পারেন না।

- সুপ্রিম কোর্ট

ভাইরাল/১

উত্তরপ্রদেশের ইটাওয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক পড়ুয়া মাথা ন্যাড়া করে এসেছিল। শিক্ষক তাকে পায়ের কাছে বসিয়ে চকচকে ন্যাড়া মাথায় দু'হাত দিয়ে তবলার মতো বাজাতে থাকেন। অন্য পড়ুয়ারা তো হেসে আকুল। বরখাস্ত শিক্ষক।

ভাইরাল/২

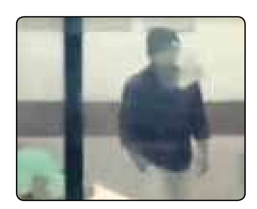

প্রিয়জনকে হারানোর শোকে বিহ্বল ছিলেন পরিজনেরা। ঠিক তখনই বিহারের সিওয়ান মডেল হাসপাতালের রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারের বাইরে পড়ে থাকা একটি মৃতদেহের গলা থেকে সোনার চেন খুলে নিয়ে চম্পট দিল এক মাস্ক পরা ব্যক্তি।

জনমনে জনমত

জৌলুসের ভিড়ে হারিয়েছে আন্তরিকতা

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো কড়া নাড়ছে দুয়ারে। কিন্তু রোশনাই আর থিমের জাঁকজমকের মাঝে দাঁড়িয়ে কোথাও যেন বারবার মনে পড়ে যায় আমাদের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। সময়ের নিয়মে দুর্গাপুজোর রূপ বদলেছে। সেকালের জৌলুস আর একালের আধুনিকতার মধ্যে তৈরি হয়েছে এক বিশাল ব্যবধান।

সেকালের দুর্গাপুজো মানেই ছিল বারোয়ারি মণ্ডপ বা জমিদারবাড়ির আটচালা, যেখানে আভিজাত্যের চেয়ে ভক্তি আর আন্তরিকতা ছিল বেশি। ঢাকের আওয়াজ, শিউলি ফুলের গন্ধ আর পাড়ার চণ্ডীমণ্ডপে চেনা মুখগুলোর আড্ডায় মিশে থাকত এক অদ্ভুত আত্মিক টান। প্রতিমা তৈরিতে ছিল সাবেকিয়ানা, একচালার ঠাকুর দেখেই মানুষ ভক্তিরসে আপ্লুত হতেন। পুজোর চারটে দিন ছিল একে অপরের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার এবং পারস্পরিক সম্পর্কগুলো পুনরুজ্জীবিত করার এক পরম মাধ্যম।

অন্যদিকে, একালের দুর্গাপুজো অনেকটাই কর্পোরেট এবং প্রযুক্তিনির্ভর। আজকের পুজো মানেই থিমের লড়াই, আলোকসজ্জার প্রতিযোগিতা আর লক্ষ লক্ষ টাকার বাজেট। আধুনিকতার ছোঁয়ায় প্রতিমার রূপ এবং মণ্ডপসজ্জায় এসেছে চোখধাঁধানো বৈচিত্র্য, যা অবশ্যই আমাদের শিল্পভাবনাকে সমৃদ্ধ করে। কিন্তু এই অতি আধুনিকতার ভিড়ে কোথাও যেন হারিয়ে যাচ্ছে পুজোর সেই আন্তরিকতা ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ। বর্তমানের পুজো অনেক বেশি যান্ত্রিক এবং সামাজিক মাধ্যমে নিজেকে জাহির করার মাধ্যম হয়ে উঠেছে। মানুষ এখন প্রতিমা দর্শনের চেয়ে মণ্ডপের আবহ এবং আলোকসজ্জার ছবি ফ্রেমবন্দি করতে বেশি ব্যস্ত।

যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের রূপ বদল স্বাভাবিক। কিন্তু এই পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে গিয়ে আমরা যেন আমাদের মূল ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির শিকড়টিকে ভুলে না যাই। একালের জাঁকজমকের সঙ্গে যদি সেকালের সেই আন্তরিকতা আর সামাজিক মেলবন্ধনের একটি সুন্দর যোগসূত্র ঘটানো যায়, তবেই দুর্গাপুজোর প্রকৃত সার্থকতা বজায় থাকবে।

কিরণ মজুমদার (সিন্টু)
১ নম্বর ডাবগ্রাম কলোনি, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৬৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৫৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001. Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠে শারদ আগমনী বাঙালির

মহালয়ার ভোরে অদ্বিতীয়ম এক কণ্ঠে জেগে ওঠে বাঙালির স্মৃতি, শরৎ আর উৎসবের আবহ।

সনাতন পাল

মহালয়ার ভোরে বাঙালির ঘুম ভাঙে শাঁখের ধ্বনি, তবলা আর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ শুনে। রেডিওতে কান পাতা বাঙালির এক শাশ্বত অধ্যায় 'মহিষাসুরমর্দিনী'। যে অনুষ্ঠান শুনে বাঙালির মনে আজও বেজে ওঠে আগমনী সুর। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের স্তোত্রপাঠের গাম্ভীর্যে মুখরিত হয়ে ওঠেন অসংখ্য শ্রোতা। এখানে বাঙালির মনে কোনও বিভেদ থাকে না। রেডিওর ভোরের এই অনুষ্ঠানকে আমরা মহালয়া বলেই জানি। কিন্তু মহালয়া আসলে একটি তিথি, পিতৃপক্ষের অবসান ও দেবীপক্ষের সূচনার সন্ধিক্ষণ। এই দেবীপক্ষের আগমনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। তাঁর কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণের স্বাতন্ত্র্য 'মহিষাসুরমর্দিনী'-কে এক আলাদা উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ১৯৭২ সালের পর থেকে নিজের রেকর্ড শুনতেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। স্তোত্রপাঠ শুনতে শুনতে আবেগে তাঁর চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ত।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সমগ্র বাঙালির কাছে ঠিক কী, তা ভাষায় বলে বোঝানো কঠিন। তাঁর কণ্ঠের মায়া কয়েক প্রজন্মের শ্রোতাকে বংশপরম্পরায় বেঁধে রেখেছে। প্রথম দিকে রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা ছিল না, সরাসরি সম্প্রচারিত হত অনুষ্ঠানটি। ত্রিশের দশকে নানা রূপে শুরু হওয়া এই প্রভাতি অনুষ্ঠান ধীরে ধীরে 'মহিষাসুরমর্দিনী' নামে পরিচিতি পায়। আমরা অনেকেই মনে করি, স্তোত্রপাঠ করতেন বলে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ হয়তো পুজো-অর্চনা করেই দিন কাটাতেন। কিন্তু পারিবারিক স্মৃতিচারণ অনুযায়ী, তিনি মহালয়ার দিনই রেডিওতে চণ্ডীপাঠ করতেন। তাঁর প্রতিভার বিশেষত্ব শুধু গলার ভার বা উচ্চারণের স্পষ্টতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। স্তোত্রপাঠের মধ্যে দিয়ে তিনি এমন এক আবহ তৈরি করতেন, যেখানে পুরাণের আখ্যান, সংগীত ও প্রকৃতির পরিবর্তন একসূত্রে বাঁধা পড়ত। সেই কণ্ঠ শুনলেই যেন মনে হত, শরৎ এসে গিয়েছে।

নতুনের প্রতি তাঁর মনোভাবের পরিচয়ও পাওয়া যায় ১৯৭৬ সালের ঘটনায়। সে বছর আকাশবাণীতে 'মহিষাসুরমর্দিনী'র বদলে সম্প্রচারিত হয় উত্তমকুমারের কণ্ঠে 'দেবীং দুর্গতিহারিণীম'। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ নতুন প্রজন্মকে সুযোগ করে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। পারিবারিক স্মৃতিচারণে জানা যায়, উত্তমকুমার তাঁর হাতিবাগানের বাড়িতে এসে অনুমতি নিয়েছিলেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ তাতে আপত্তি করেননি। তবে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ তাঁকে আগে থেকে বিষয়টি না জানানোয় তিনি আঘাত পেয়েছিলেন। নতুন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের পর ভদ্র পরিবারের কাছে একের পর এক ফোন আসতে থাকে। শ্রোতাদের প্রশ্ন ছিল, 'মহিষাসুরমর্দিনী' বাদ গেল কেন? শেষপর্যন্ত শ্রোতাদের দাবিতে সে বছরই ষষ্ঠীর দিন ফের প্রচারিত হয় পুরোনো অনুষ্ঠানটি। ১৯৭৭ সাল থেকে আবার মহালয়ার ভোরে ফিরে আসে 'মহিষাসুরমর্দিনী'। ঘটনাটি প্রমাণ করে, একটি বেতার অনুষ্ঠান কীভাবে মানুষের ব্যক্তিগত অভ্যাস ছাড়িয়ে সমষ্টিগত আবেগের অংশ হয়ে উঠতে পারে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কাছে নতুনকে জায়গা দেওয়ার উদারতা যেমন ছিল, তেমনই শ্রোতাদের কাছেও প্রথাটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

সময় বদলেছে, বদলেছে শোনার মাধ্যমও। একসময় মহালয়ার ভোরে ঘরে ঘরে রেডিও চালিয়ে বসে থাকার যে অভ্যাস ছিল, এখন তার জায়গায় এসেছে টেলিভিশন ও ইউটিউব। তবু বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের বিকল্প আজও তৈরি হয়নি। তাঁর কণ্ঠের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আকাশবাণীর ইতিহাস, বেতার সম্প্রচারের এক বিশেষ অধ্যায় এবং কয়েক প্রজন্মের স্মৃতি। আকাশবাণীর যে কাঠের চেয়ারে বসে তিনি স্তোত্রপাঠ করতেন, সেটি আজও ফাঁকা রাখা আছে বলে শোনা যায়। চেয়ারখানা থাকুক বা না থাকুক, মানুষের স্মৃতিতে তাঁর আসনটি যে অমলিন, তা নিয়ে সংশয় নেই। প্রযুক্তি বদলেছে, রেডিওর ব্যবহার কমেছে, কিন্তু সেই কণ্ঠের আবেদন ফুরোয়নি। কারণ, 'মহিষাসুরমর্দিনী' শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, বাঙালির উৎসবের মানসিক প্রস্তুতিরও অংশ।

'আশ্বিনের শারদপ্রাতে' উচ্চারিত হলেই যেন শরৎকালের স্পর্শ অনুভব করি আমরা। ঘাসের আগায় শিশির জমে, শিউলির সুবাস ভেসে আসে, নদীর পাড়ের কাশবন বাতাসে দুলে ওঠে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ প্রকৃতির এই পরিচিত ছবিগুলিকে আরও নিবিড় করে তোলে। তীব্র গরমের পরে শরতের স্নিগ্ধতা, দৈনন্দিন ক্লান্তির মধ্যে উৎসবের প্রত্যাশা, সবই যেন মিশে যায় সেই কণ্ঠের মাধুরীতে। এমন মানুষের সন্ধান সত্যিই বিরল, যাঁর কণ্ঠস্বর একটি ঋতুর আগমনী হয়ে উঠেছে। মহালয়ার ভোরে তাঁর স্তোত্রপাঠ শুনে বাঙালি শুধু দেবীপক্ষের সূচনা অনুভব করে না, ফিরে পায় নিজের শৈশব, পারিবারিক স্মৃতি এবং হারিয়ে যাওয়া দিনের আবেগও। তাই সময়ের সঙ্গে রেডিওর জায়গা বদলালেও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠ আজও বাংলার আকাশ বাতাসে শরতের বার্তা বয়ে আনে।

(লেখক সাহিত্যিক। বালুরঘাটের বাসিন্দা।)

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৭২

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। অপ্রয়োজনীয় জিনিস ৩। দরবার থেকে উঠে আসা শাস্ত্রীয় নৃত্য ৫। যে সরোবরে পদ্ম ফোটে ৭। যার তিনটে পা আছে ৯। একটি ফুলের নাম ১১। চারপাশে ঘর মাঝে উঠোন ১৪। প্রতি মাসে পাওয়া যায় ১৫। টক স্বাদের একটা ফলের নাম।

উপর-নীচ : ১। প্রমাণ সহ পাকড়াও ২। জীবদেহে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়া ৩। বাদামি রংয়ের গোরু ৪। দোষ, ত্রুটি ৬। শান্তির পায়রা বা কবুতর ৮। যিনি অর্থের বিনিময়ে রান্না করেন ১০। এই ফলের আর এক নাম আতা ১১। চোখের জিনিস কানের সঙ্গেও সম্পর্ক আছে ১২। সহজে মিশতে পারে ১৩। নাকের গয়না।

সমাধান ■ ৪৫৭১

পাশাপাশি : ১। অগ্রজ ৩। ওজু ৫। নাফা ৬। দ্বিমত ৮। লঙ্ঘন ১০। অনুজা ১২। স্তাবক ১৪। পালি ১৫। টেক্কা ১৬। পিরিচ।

উপর-নীচ : ১। অনুজ্জ্বল ২। জনার্দন ৪। জুলুম ৭। তল্পা ৯। খাস্তা ১০। অনুলিপি ১১। জাতাশৌচ ১৩। বখাটে।

STYLE BAAZAR
মহা Utsab মহা Style
উৎসবের অফার
₹799/- এর
কিউপিড 4 - সেট পারফিউম পেয়ে যান
মাত্র ₹199/-
₹2,499/- কেনাকাটার ওপর
₹1,899/- এর
সেলো ওপালওয়্যার 14 পিসের ডিনার সেট পেয়ে যান
মাত্র ₹399/-
₹4,999/- কেনাকাটার ওপর
₹6,999/- এর
ট্রাওয়ার্ল্ড হার্ড ট্রলি পেয়ে যান
মাত্র ₹999/-
₹7,999/- কেনাকাটার ওপর
মাত্র ₹0.01/-
₹11,999/- কেনাকাটার ওপর
Brands Available
FOR MEN
FOR LADIES
FOR KIDS
FOR HOME
FRAGRANCE
CELEBRATING 300 STORES
মেনসওয়্যার। লেডিসওয়্যার। কিডসওয়্যার। হোমনিডস। বিউটি কেয়ার
Helpline: 18004102244
*শর্তাবলী প্রযোজ্য। ছবি আসল প্রোডাক্টের থেকে আলাদা হতে পারে।
Follow us on Instagram
5% EXTRA CASHBACK*
SBI card
#Min. Trxn.: ₹2,500; Max. Cashback: ₹750 per card account;
Validity: 05 Sep - 21 Oct 2026. T&C Apply.
আমরা এখন ফুলবাড়ি-তে (মহারাজা অগ্রসেন হসপিটালের বিপরীতে, জলপাইগুড়ী)। শুভ উদ্বোধন 11 অক্টোবর রানীগঞ্জ-এ (N.S.B. রোড, ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসের নিকটে)
উত্তরবঙ্গ: আলিপুরদুয়ার। ইসলামপুর। কালিয়াচক। কোচবিহার। গাজোল। চাঁচল। জলপাইগুড়ি। তুফানগঞ্জ। দিনহাটা। ধূপগুড়ী। পাকুয়াহাট। ফালাকাটা। বালুরঘাট। মালবাজার। মালদা (রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ • সুকান্ত মোড়ে)। রায়গঞ্জ। রতুয়া। শিলিগুড়ি (সেবক রোড • শিবমন্দির • সালুগারা) দক্ষিণবঙ্গ: অবনী রিভারসাইড মল (2nd ফ্লোর)। আমতলা। আরামবাগ। ইলামবাজার। উত্তরপাড়া। উলুবেড়িয়া। এগরা। কলকাতা : অ্যাক্রিস মল (গ্রাউন্ড ফ্লোর) • গড়িয়াহাট (একডালিয়া মোড়) • বাঁশদ্রোণী (মাষ্টারদা সূর্য সেন মেট্রো স্টেশনের নিকটে) • বাগুইআটি (VIP রোড) • বাঘাযতীন (পদ্মশ্রী সিনেমা হলের পাশে) • বেহালা (জেম্স লং সরনী) • মেটিয়াবুরুজ (বিচালিঘাট রোড) • মেট্রো সিনেমা হল (জওহরলাল নেহেরু রোড) • লিন্ডসে স্ট্রিট (সিমপার্ক মলের পাশে) • ঠাকুরপুকুর (পুলিশ স্টেশনের বিপরীতে) • হাতিবাগান (নর্থল্যান্ড হসপিটালের বিপরীতে • 138/1, বিধান সরণি)। করিমপুর। কৃষ্ণনগর। কাটোয়া। কাঁথি। কাঁচরাপাড়া। কাকদ্বীপ। খড়গপুর। গুসকরা। চাকদহ। চুঁচুড়া। ডানকুনি। ডোমকল। দুর্গাপুর। ধুলিয়ান। নলহাটী। নৈহাটী। পাণ্ডুয়া। বোলপুর (ইউফোরিয়া - II, প্রভাত সরণি রোড • শ্রীনিকেতন রোড)। বহরমপুর। বাঁকুড়া। ব্যারাকপুর। বারুইপুর (কুলপি রোড, অজেয় সঙ্ঘ ক্লাবের নিকটে • কুলপি রোড, শিবানী পীঠ)। বসিরহাট। বনগাঁও। বাগনান। বর্ধমান (পুলিশ লাইন বাজার • পারকাস রোড মোড়) বেলুড় (রঙ্গোলি মল)। বাখরাহাট। বরানগর। মেদিনীপুর। মেমারী। মালঞ্চ। রঘুনাথগঞ্জ। রামপুরহাট। রানাঘাট। রামরাজাতলা। শ্রীরামপুর। সোদপুর। সালকিয়া। সিঙ্গুর। সাঁতরাগাছি। সিউড়ী। হাবড়া। হাওড়া ময়দান

তোমার চোখের তারায়... হাকিমপাড়ার কুমোরটুলিতে। ছবি : সূত্রধর

স্কুল কমিটি গঠনে পদ্ধতি বদল

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : স্কুল পরিচালন সমিতি গঠনের পদ্ধতি বদলাচ্ছে খুব দ্রুত। তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। তিনি বলেছেন, 'স্কুল পরিচালন সমিতি গঠনের পদ্ধতি বদল হতে পারে। রাজ্য সরকার মনে করলে আগের নিয়মে বদল আনতে পারে।'

বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে ইতিমধ্যেই জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হলেও, এ রাজ্যে এতদিন তা কার্যকর হতে দেয়নি ক্ষমতাচ্যুত তৃণমূল সরকার। এমনই অভিযোগ ছিল পদ্ম শিবিরের। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু এখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। ইতিমধ্যে বেশ কিছু স্কুলে তা আংশিক চালুও হয়েছে।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের (এবিআরএসএম) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জাতীয় শিক্ষানীতি মেনে তৈরি নতুন নিয়মে পরিচালন সমিতিতে অভিভাবক ও মহিলাদের সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে। কমিটির মোট সদস্যের অন্তত ৭৫ শতাংশ হবেন ছাত্রছাত্রীদের পিতামাতা বা আইনসম্মত অভিভাবক। কমিটির সদস্যদের মধ্যে ৫০ শতাংশ নারী প্রতিনিধি রাখা বাধ্যতামূলক। কমিটির সভাপতি (চেয়ারপার্সন) ও সহ সভাপতি (ভাইস চেয়ারপার্সন) উভয় পদেই নির্বাচিত অভিভাবকদের নিয়োগ করা হবে। প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা পদাধিকারবলে সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন। পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধি, শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি (পঞ্চায়েত বা পুরসভার সদস্য), শিক্ষাবিদ, প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং আশা বা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

এবিআরএসএমের দাবি, জাতীয় শিক্ষানীতির নিয়ম মেনে রাজ্য সরকার কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারে। সেখানেই অভিভাবক শনাক্তকরণ ও নাম চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে শিক্ষক সংগঠনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক বলেন, 'পরিচালন সমিতি বদল করতে হলে বিধানসভায় বিল আনতে হবে। আমরা সরকারকে পুরোনো নীতি বদলের দাবি জানিয়েছি এবং সরকার তা বদলের আশ্বাস দিয়েছে। সরকার পরামর্শ চাইলে আমরা অবশ্যই দেব।' তাঁর মতে, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত এই নতুন পরিচালন সমিতি ও জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্কুলে যেমন সুস্থ পঠনপাঠনের পরিবেশ ফিরবে, তেমনই শিক্ষার্থীদের মধ্যে চারিত্রিক গঠন ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সঞ্চার ঘটবে।

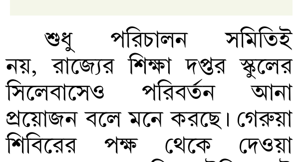

- জাতীয় শিক্ষানীতি মেনে নতুন নিয়মে কমিটিতে অভিভাবক ও মহিলাদের গুরুত্ব দেওয়ার প্রস্তাব
- এবিআরএসএমের দাবি, জাতীয় শিক্ষানীতির নিয়ম মেনে রাজ্য সরকার কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারে
- অভিভাবক শনাক্তকরণ ও নাম চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে শিক্ষক সংগঠনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে

শুধু পরিচালন সমিতিই নয়, রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর স্কুলের সিলেবাসেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে মনে করছে। গেরুয়া শিবিরের পক্ষ থেকে দেওয়া একগুচ্ছ প্রস্তাব নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু করেছে সিলেবাস কমিটি। নির্ধারিত বিষয়গুলি ঝাড়াই-বাছাই করা হতে পারে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন।

শিল্পীহাটকে নিয়ে নতুন ভাবনা

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : শিলিগুড়ির অদূরে থাকা কাওয়াখালির শিল্পীহাটকে নতুন রূপে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই) দপ্তর। শুক্রবার দপ্তরের মন্ত্রী দীপক বর্মন শিল্পীহাটে গিয়ে পরিকাঠামো ঘুরে দেখেন। মন্ত্রী বলেন, 'এখানে সাপ্তাহিক হাট করা যায় কি না, এই অঞ্চলের যাঁরা হস্তশিল্পী রয়েছেন, তাঁদের এই সুযোগটা দেওয়া যায় কি না— এ নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে।'

মন্ত্রী জানান, বছরে ৭ থেকে ১০টি বড় মেলা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে। বর্তমানে চারটি নিয়মিত স্টল চালু রয়েছে। নিত্যদিন কেনাবেচা ও মানুষের যাতায়াত রয়েছে। তবে পরিকাঠামোর পুরো ফায়দা তুলে শিল্পীদের বছরভর আয়ের সুযোগ করে দিতে বেশ কিছু নতুন পরিকল্পনা করা হচ্ছে। শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাটের আদলে বা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে কাওয়াখালিতেও একটি সাপ্তাহিক হাট চালু করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। যদিও সোনাঝুরি হাট কোনও সরকারি হাট নয়, আর কাওয়াখালিতে সরকার সম্পূর্ণ উন্নত পরিকাঠামো দিচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী। তবুও দুই ক্ষেত্রেই মূল লক্ষ্য স্থানীয় শিল্পীদের একটি স্থায়ী মঞ্চ দেওয়া।

শুক্রবার কাওয়াখালিতে শিল্পীহাটে মন্ত্রী দীপক বর্মন। ছবি : সূত্রধর

শিলিগুড়ি হয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক উত্তর-পূর্ব ভারত ও সিকিমে যাতায়াত করেন। পর্যটকরা যাতে এ অঞ্চলের নিজস্ব ও ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প একই ছাদের তলায় পেতে পারেন, তার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাওয়াখালির শিল্পীহাটকে ব্যবহারের প্রাথমিক পরিকল্পনা হয়েছে। স্থানটির নামকরণ প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, নাম পরিবর্তনের চেয়েও মূল বিষয় হল পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে শিল্পীদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। তবে 'বিশ্ববাংলা' শব্দটির অর্থ বা যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি জানান, নামকরণের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকারের মূল লক্ষ্য আঞ্চলিক কারিগরদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করা এবং কাওয়াখালির শিল্পীহাটকে উত্তরবঙ্গের হস্তশিল্প ও পর্যটনের নতুন ঠিকানা হিসেবে গড়ে তোলা।

নিরাপত্তার মহড়া

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : যুদ্ধ পরিস্থিতি! নদীর ঘাটে পড়ে রয়েছেন দুজন আহত সেনা জওয়ান। প্রতিদ্বন্দ্বীরা ঘিরে রেখেছেন চারপাশ। দূরবিন দিয়ে চারপাশটা দেখার ফাঁকেই চরের ঢালের সাহায্য নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন কয়েকজন সেনা জওয়ান। এরপর বিশেষ এক কৌশলে ওই দুই আহত জওয়ানের কাছে পৌঁছে বিশেষ স্ট্রেচারে করে তাঁদের নিয়ে গেলেন তাঁবুতে। এরপর দেখা গেল আরেক জওয়ানকে, ওয়াকি-টকির মাধ্যমে আশপাশের পরিস্থিতি বুঝতে চেষ্টা চালাচ্ছেন।

রাত পোহালে মহালয়া। তার আগে এমন দৃশ্যেরই সাক্ষী থাকল শিলিগুড়ি। বর্তমান পরিস্থিতিতে চিকেনস নেকের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এদিন এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন মহানন্দা সেতুর নীচে, নদীর চরে বিএসএফ-এর ৪৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের তরফে এই বিশেষ মহড়ার আয়োজন করা হয়। পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে এদিনের কর্মসূচি পালিত হয়। গত কয়েকমাসে আয়োজিত সবচেয়ে বড় মহড়া এটিই।

যেকোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে গত কয়েকমাস ধরে শহরের ভেতর চলছে সেনা মহড়া। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের কী করণীয়, কীভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যেতে পারে- সবকিছু নিয়েই বার্তা দেওয়া হয় শহরবাসীকে। শহরের সঙ্গে পাহাড়ের যোগাযোগের ক্ষেত্রে এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন সেতু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ফলে, অবস্থানগত দিক থেকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এই সেতুকে। পাশাপাশি, যুদ্ধক্ষেত্রে কোনও সেনাকর্মী আহত হলে তাঁকে কীভাবে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসা যায় এদিন প্রকাশ্যে তা তুলে ধরা হয়। তবে চোখের সামনে এমন দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন শহরের বাসিন্দা মিলি রায়। তিনি বলেন, 'টিভিতে এমন দৃশ্য দেখতাম। এবার একেবারে সামনে থেকে দেখলাম এই দৃশ্য।'

মিড-ডে মিলের তথ্যে গরমিল, শোকজ শিক্ষককে

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : স্কুলে মিড-ডে মিল খেয়েছে ১২ জন পড়ুয়া। অথচ সরকারি পোর্টালে উপস্থিতির সংখ্যা ১১৪। এই অসংগতি ধরা পড়তেই শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার খড়িবাড়ি ব্লকের চেকরমারি হিন্দি জুনিয়ার হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দীপঙ্কর সরকারকে শোকজ করল প্রশাসন। যদিও মিড-ডে মিল ইনচার্জ জানান, ওই শিক্ষক ১৪ জনের জায়গায় ১১৪ দিয়েছেন পোর্টালে।

বৃহস্পতিবার স্কুলে আকস্মিক পরিদর্শনে যান খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাও। তখনই বিষয়টি তাঁর নজরে আসে। কেন মিড-ডে মিলের তথ্যে এত বড় গরমিল, তা জানতে চেয়ে শিক্ষককে শোকজ করা হয়। সাতদিনের মধ্যে লিখিত জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সন্তোষজনক উত্তর না পেলে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে প্রশাসন।

এর আগেও স্কুলটির বিরুদ্ধে মিড-ডে মিলের ভুল পরিসংখ্যান দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। ফের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে প্রশ্নের মুখে পড়েছেন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক। খড়িবাড়ি ব্লকের মিড-ডে মিল ইনচার্জ মহম্মদ নুর ইসলাম বলেন, 'আগেও মিড-ডে মিলের ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য স্কুলের টিচার-ইনচার্জকে সতর্ক করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও আবার একই ঘটনা ঘটল। শুক্রবার ওই টিচার-ইনচার্জ শোকজের জবাবে ভুল করে ১৪-র আগে এক বসেছে বলে জানিয়েছেন। তবে বিষয়টি প্রশাসনিক আধিকারিকরা দেখছেন।'

জেলা প্রশাসনের তরফে বিষয়টি মহকুমা শাসক ও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটে দীপঙ্করকে ফোন করা হলেও তিনি ধরেননি। হোয়াটসঅ্যাপের বার্তারও উত্তর দেননি।

বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে নলিনী

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : বিজেপি সাংসদ ও মন্ত্রীদের সঙ্গে একসারিতে দেখা গেল তৃণমূল-ত্যাগী শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নলিনীরঞ্জন রায়কে। শুক্রবার শিলিগুড়ির শিবমন্দিরে মাটিগাড়া বিডিও অফিস চত্বরের পঞ্চানন বর্মা ভবনে রাজবংশী ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতির উদ্যোগে একটি আলোচনা সভা ছিল। এই সভাতেই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় এবং রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের সঙ্গে দেখা গিয়েছে নলিনীকে। বিজেপির সাংসদ-মন্ত্রীরা তাঁকে আপন করে নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন নলিনী। তবে তাঁর বক্তব্য, 'অরাজনৈতিক কর্মসূচি। আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, একজন রাজবংশী হিসেবে গিয়েছিলাম।'

একই কথা বলেছেন আয়োজকরাও। এ দিন সভায় সাংসদ ও মন্ত্রীরা নিজেদের বক্তব্যে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষাভাষী মানুষকে বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা দিয়েছেন। কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার কথা বলেছেন। তাঁদের বক্তব্য, উত্তরবঙ্গে একদল রাজবংশী, একাংশ কামতাপুরি, কেউ আবার কেপিপির নানা অংশ হয়ে জাতি ও মাটির আন্দোলন করছেন। তাতে বিভেদ তৈরি হচ্ছে। রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়েছে এ দিন। অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্তি শুধু সময়ের অপেক্ষা বলে দাবি করেছেন বিজেপির সাংসদ ও মন্ত্রীরা।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১

নকশালবাড়ি, ৯ অক্টোবর : পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় নিহত সাইকেলচালক। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার কলাবাড়ি মোড়ে। নকশালবাড়ি-পানিঘাটা রাজ্য সড়ক ধরে বাড়ি ফিরছিলেন কলাবাড়ির বাসিন্দা ফিলিপ কেরকেট্টা। সেই সময় নকশালবাড়ির দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সাইকেলটির মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থল থেকে চালক পিকআপ ভ্যান নিয়ে পালিয়ে যান। স্থানীয়রা জখম ফিলিপকে উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। যদিও চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে হাতিঘিসা টোল প্লাজা থেকে গাড়ি সহ অভিযুক্ত চালককে আটক করে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃত ফাকনাজোতের বাসিন্দা, নাম রাজেন বর্মন। ঘটনার জেরে দু'ঘণ্টা কলাবাড়ি মোড় অবরোধ করেন স্থানীয়রা। পরে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ, ট্রাফিক গার্ড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

তরুণীর অভিযোগে ধৃত

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তরুণীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম ডেভিড হীরা। আগে তিনি চম্পাসারি এলাকায় বসবাস করতেন।

কাজের সূত্রে অভিযুক্ত তরুণের সঙ্গে পরিচয় হয় ওই তরুণীর। পরিচয় পরিণত হয় বন্ধুত্বে। এরপর তাঁদের মধ্যে গড়ে ওঠে প্রেমের সম্পর্ক। তরুণীর দাবি, অভিযুক্ত ডেভিড তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই বিশ্বাসেই তাঁদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে পরবর্তী কালে ওই তরুণী বিয়ের কথা বললে ডেভিড তা অস্বীকার করেন বলে অভিযোগ। তরুণীর দাবি, গত তিন থেকে চার বছর ধরে তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল। বিয়ে নিয়ে একাধিকবার আলোচনা হলেও শেষপর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয়নি। এরপরই প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তরুণী। তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুক্রবার তাঁকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

নির্মাণে সুরক্ষা নেই

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : এলিভেটেড করিডরের কাজ চলছে জোরকদমে। কাজ চললেও অভিযোগ নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথ নেই। ফলে চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায় নির্মাণসামগ্রী চলন্ত গাড়ির ওপরে পড়ছে। ঘটনায় কদমতলার বাসিন্দা দেবাশিস ঢালির গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এনিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগও করেন। তবে কোনও সুরাহা না হওয়ায় শুক্রবার ভক্তিনগর থানায় তিনি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ভক্তিনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ খতিয়ে দেখে তদন্ত করা হচ্ছে।

ব্যুরো অফ এনার্জি এফিসিয়েন্সি

(ভারত সরকারের শক্তি মন্ত্রণালয়ের অন্তর্গত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা)
পঞ্চমতলা, সেবা ভবন, আর.কে. পুরম, নিউ দিল্লি-১১০০৬৬
ওয়েবসাইট : www.beeindia.gov.in, ফোন : ০১১-২৬৭৬৬৭০০

INDIAN Carbon MARKET

PAT SCHEME PERFORM, ACHIEVE & TRADE

অনুগ্রহ করে অনুধাবন করুন
২৭টি অবহিত খাতের শক্তি ব্যবহারকারীদের জন্য

শক্তি সংরক্ষণ আইন ২০০১ (২০০১ এর ৫২)-এর অধীনে বার্ষিক শক্তি ব্যবহারের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নোটিশ

নিম্নলিখিত শক্তি নিবিড় ক্ষেত্রগুলিতে যেসকল শক্তির সকল ব্যবহারকারী/ ব্যবহারকারীর শ্রেণি যাদের বার্ষিক শক্তি ব্যবহার উক্ত ক্ষেত্রগুলির বিপরীতে প্রদর্শিত হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সীমা বা তার বেশি তাদেরকে এস.ও ৩৯৪ (ই) তারিখ ১২ই মার্চ ২০০৭, এস.ও ৩৫৪২ (ই) তারিখ ২৯ শে ডিসেম্বর, ২০১৫, এস.ও ১৩৮৮ (ই) তারিখ ২রা মে, ২০১৭, এস.ও ৩৬০০ (ই) তারিখ ১৫ই নভেম্বর, ২০১৭, এস.ও ৯৬৮ (ই) তারিখ ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ এবং এস.ও ২১৪৭ (ই) তারিখ ১৭ই জুন ২০২০, এস.ও ৩৪৪৫(ই) তারিখ ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২০, এস.ও ৪১৬৫ (ই) তারিখ ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২২, এস.ও ২৫২৩ (ই) তারিখ ৬ই জুন ২০২৩-এর মাধ্যমে মনোনীত গ্রাহক হিসেবে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে। শক্তি সংরক্ষণ আইন (২০০১ সালে ৫২ নং)-এর ১৪ ধারা (ই) উপধারা অনুযায়ী তারিখ ৬ই জুন ২০২৩ (ই) নম্বর মামলা।

ক্রমিক নং	অবহিত সেক্টর	প্রতি বছর তেল সমতুল্য (মেট্রিকটন) এককে প্রান্তিক শক্তি খরচ
১.	অ্যালুমিনিয়াম	৭৫০০
২.	সিমেন্ট	
	(ক) ইন্টিগ্রেটেড সিমেন্ট ইউনিট	৩০,০০০
	(খ) সিমেন্ট গ্রাইন্ডিং ইউনিট	১০,০০০
৩.	বাণিজ্যিক ভবন এবং প্রতিষ্ঠান	
	(ক) হোটেল	৫০০
	(খ) বিমানবন্দর	৫০০
৪.	ক্লোর ক্ষার	১২,০০০
৫.	বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা (ডিআইএসসিওএমএস)	এসইআরসি/ জেইআরসি দ্বারা লাইসেন্স বিতরণকারী সকল কোম্পানি
৬.	ফার্টিলাইজার	৩০,০০০
৭.	লোহা এবং স্টীল	২০,০০০
৮.	পাল্প এবং কাগজ	৭,৫০০
৯.	পেট্রোলিয়াম সংশোধনকারী	৯০,০০০
১০.	পেট্রোলিয়াম ইউনিট যেগুলির গ্যাস ক্র্যাকার অথবা ন্যাপথা ক্র্যাকার উভয় রয়েছে	১,০০,০০০
১১.	রেলওয়ে	
	(ক) সকল জোনাল রেল (ট্রাকসন)	৭০,০০০
	(খ) ওয়ার্কশপ	৭৫০
	(গ) ৮টি উৎপাদনকারী ফ্যাক্টরি রেলের যেগুলির নাম আইসিএফ, আরসিএফ, সিএলডব্লিউ, বিএলডব্লিউ, পিএলডব্লিউ, আরডব্লিউএফ, এমসিএফ এবং আরডব্লিউপি	
১২.	টেক্সটাইল	৩,০০০
১৩.	থার্মাল পাওয়ার স্টেশন	৩০,০০০
১৪.	পেট্রোক্যামিকেল উৎপাদনকারী ইউনিট	
	(১) ফাইবার ইন্টারমেডিয়েটস	৫০,০০০
	(২) পলিমার	১০,০০০
	(৩) ডিটারজেন্ট ইন্টারমেডিয়েটস	৯,০০০
	(৪) পারফরমেন্স প্লাস্টিক	৩,০০০
	(৫) অন্যান্য প্রেটো কেমিক্যাল বস্তু	৬,০০০
	(৬) সিন্থেটিক রাবার	১৫,০০০
	(৭) অ্যারোমেটিকস	২০,০০০
১৫.	চিনি	১০,০০০
১৬.	রাসায়নিক	
	(i) অ্যালকালি রাসায়নিক (সোডা অ্যাশ, পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড)	৩,০০০
	(ii) ইনঅরগ্যানিক কেমিক্যাল	৩,০০০
	(iii) অরগ্যানিক	৩,০০০
	(iv) কীটনাশক (টেকনিকাল)	৩,০০০
	(v) ডাইস এবং পিগমেন্টস	৩,০০০
	(vi) ফার্মাসিউটিকাল (সক্রিয় ফার্মাসিউটিকাল বস্তু)	৩,০০০
১৭.	সেরামিক	৫,০০০
১৮.	কাঁচ	১০,০০০
১৯.	জিঙ্ক	২০,০০০
২০.	তামা	১০,০০০
২১.	পোর্ট ট্রাস্ট	৫০০
২২.	ডায়েরি	২,৫০০
২৩.	অটোমোবাইল সংযোজনকারী সংস্থা	৩,০০০
২৪.	টায়ার উৎপাদনকারী	৭,০০০
২৫.	ফোর্জিং	১,৫০০
২৬.	ফাউন্ডরি	৫,০০০
২৭.	রিফ্র্যাক্টরিস	৩,০০০

নিউ সেক্টরস

যেসব ইউনিট/ প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট খাতের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা ঘোষিত নির্দিষ্ট সীমা থেকে বেশি শক্তি ব্যবহার করেছে যা ২৮শে মার্চ, ২০১৮ তারিখের এস.ও ১৪০৯ (ই), ২৯শে মার্চ ২০১৯ তারিখের এস.ও ১৪৭৩(ই), ১৩ই এপ্রিল ২০২০ তারিখের এস.ও ১২৫৪(ই), ২৬ শে অক্টোবর ২০২১ তারিখের এস.ও ৪৪৯১(ই), ২৬ শে সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের এস.ও ৪৪৫২ (ই), ২৭ শে জুন ২০২৩ তারিখের এস.ও ২৭৯৪(ই)-এর আওতায় বিজ্ঞাপিত তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, শক্তি সংরক্ষণ আইন ২০০১(২০০১-এর ৫২) এর ধারা ১৪ ক্লজ (I) এর অধীনে বিজ্ঞাপিত 'ফর্ম-১'এর বিগত দুটি অর্থবছরের বার্ষিক শক্তি খরচ এবং বার্ষিক উৎপাদনের বিবরণ সম্পর্কিত রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট রাজ্যে মনোনীত সংস্থা এবং ব্যুরো অফ এনার্জি এফিসিয়েন্সি-এর কাছে জমা দিতে হবে। এই রিপোর্টে এনার্জি ম্যানেজার/ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদিত হতে হবে।

সংশ্লিষ্ট খাতের জন্য প্রয়োজনীয় প্রো-ফর্মা অথবা 'ফর্ম-১' এর কপি https://beeindia.gov.in/en/pat-proforma থেকে ডাউনলোড করতে হবে।

যদি কোনও ব্যক্তি ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখের মধ্যে বার্ষিক শক্তি ব্যবহারের অবস্থা ইত্যাদি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে ব্যর্থ হন তবে তিনি শক্তি সংরক্ষণ আইন ২০০১ এর ২৬ ধারা অনুযায়ী জরিমানা দেওয়ার যোগ্য হবেন।

আরও তথ্য/ অনুসন্ধানের জন্য অনুগ্রহ করে ০১১-২৬৭৬৬৭০০ নম্বরে যোগাযোগ করুন অথবা newdc@beeindia.gov.in-এ মেইল পাঠান।

CBC 34106/11/0017/2627

মিশন ডিরেক্টর, এনএমইইই

সাবস্ক্রাইব এবং অনুসরণ : beeindiadigital / bureauofenergyefficiency

ভান্সের মন্তব্যে প্রতিবাদ দিল্লির

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : আমেরিকায় এইচ-১বি ভিসাধারী বিদেশি পেশাদারদের 'চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক' বলে মন্তব্য করেছিলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। তিনি বলেন, 'দেশের বাইরে থেকে কার্যত চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের নিয়ে আসা হচ্ছে।' তাঁর মূল অভিযোগ, আমেরিকার বড় বড় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি স্থানীয় আমেরিকান কর্মীদের চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দিচ্ছে। সেই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের উদ্দেশে কড়া প্রতিবাদ জানাল ভারত। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, যন্ত্রণাদায়ক ঔপনিবেশিক অতীতের স্মৃতি উসকে এমন মন্তব্য অত্যন্ত অপমানজনক, অযৌক্তিক এবং অনুচিত। মন্ত্রকের বিবৃতিতে মন্তব্য লেখা হয়েছে, 'এই ধরনের শব্দচয়নও অত্যন্ত আপত্তিকর এবং অপমানজনক।' ভারত সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী, আমেরিকায় কর্মরত ভারতীয় প্রযুক্তিবিদরা উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ। সেদেশের অর্থনীতি, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, গবেষণা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও নতুন কর্মসংস্থান তৈরিতে তাঁদের অসামান্য অবদান রয়েছে। মেধার এই স্বাভাবিক আদানপ্রদান ভারত ও আমেরিকা উভয় দেশের জন্যই সমান লাভজনক। ফলে আমেরিকার সাম্প্রতিক পদক্ষেপ দু'দেশের যৌথ অর্থনৈতিক লক্ষ্যে বাধা দেবে।

ঘুষ কাণ্ডে কোপে বিজয়ন

তিরুবনন্তপুরম, ৯ অক্টোবর : দুর্নীতি কাণ্ডে ফাঁদে পড়লেন কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন ও তাঁর পরিবার। ইডির পেশ করা তথ্যের ভিত্তিতে বিজয়ন, তাঁর মেয়ে টি বীণা এবং জামাই পিএ মহম্মদ রিয়াসের বিরুদ্ধে শুক্রবার এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দিল কেরল হাইকোর্ট। উচ্চ ন্যায়ালয় এই নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টি-করাপশন ব্যুরোকে (ভিএসিবি)। ইডির তরফে কেরল পুলিশের ডিজি চন্দ্রশেখরের কাছে রিপোর্ট সহ চিঠি পাঠিয়ে বিজয়ন, বীণা, রিয়াসের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন আইনে এফআইআর করার সুপারিশ করা হয়েছিল। হাইকোর্টের বিচারপতি বদরুদ্দিন ইডির পেশ করা তথ্যপ্রমাণ মেনেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর-এর নির্দেশ দিলেন।

জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে স্মারকলিপি 'ইন্ডিয়া' জোটের। শুক্রবার।

রাষ্ট্রপতির কথায় সন্তুষ্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : শনিবার মহালয়ায় রাজধানীর রাজপথে গর্জন করতে চলেছে আরশোলার দল। ধর্মেন্দ্র প্রধানকে শিক্ষামন্ত্রীর কুর্সি থেকে সরানোর পর দেশের জেন জেড আরও একবার রাস্তায় নামছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ এবং এসআইআর বাতিলের দাবিতে। তার ঠিক আগে শুক্রবার রাত ৮টা নাগাদ ভোট চুরির দায়ে সিইসি-কে সরানোর দাবি জানিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে একটি স্মারকলিপি দিল বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের প্রতিনিধি দল। বিরোধীদের দাবি, রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া স্মারকলিপিতে ভোট চুরির যে অভিযোগ তাঁরা করেছেন তা রাষ্ট্রপতি খারিজ তো করেনইনি, উলটে তার প্রমাণও চেয়েছেন। সেই প্রমাণও তাঁকে দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি ভবনের বাইরে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বলেন, 'আমরা স্মারকলিপিতে লিখেছি, জ্ঞানেশ কুমার, অমিত শা, প্রধানমন্ত্রী দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছেন। আমরা ভেবেছিলাম রাষ্ট্রপতি ভোটচুরির কথাটি স্বীকারই করবেন না। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম এই দেখে যে, রাষ্ট্রপতি ভোট চুরির কথাটা খারিজই করেননি উলটে তার প্রমাণও চেয়েছেন। আমরা মোট ২৪টি ভোট চুরির প্রমাণ দিয়েছি।' সোমবার একই দাবিতে তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন বলেও জানিয়েছেন রাহুল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আজ রাষ্ট্রপতি আমাদের সাথে খুব সদর্থক ভাষায় কথা বলেছেন। আমরা ইন্ডিয়া জোটের তরফে ওনার কাছে সবকিছু জানিয়েছি।'

> **রাষ্ট্রপতি ভোট চুরির কথা শুনলেন এবং তার প্রমাণও চাইলেন। আমরা মোট ২৪টি ভোট চুরির প্রমাণ দিয়েছি।**
> **রাহুল গান্ধি**

রাহুল গান্ধি, খাড়গে সহ ১০ জনের প্রতিনিধি দলে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি প্রমুখ। রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার জন্য প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ভিতরে প্রবেশ করলেও বিজয় চকে বিক্ষোভ চালিয়ে যান প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা, মহুয়া মৈত্র প্রমুখ।

তবে বিরোধীদের আন্দোলনকে পাত্তা দিতে নারাজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তিনি বলেন, 'প্রতিবার ভোটে হারের পর সিইসিকে প্রশ্ন করে বিরোধীরা। কিন্তু এই মিথ্যাচারের পরও আমরা উপনির্বাচনগুলিতে জিতেছি। বিজেপিকে বিপুল জনাদেশ দেওয়া হচ্ছে। মিথ্যাচারের পরও রাহুল গান্ধি জিততে পারছেন না।' এদিকে দিল্লি পুলিশ রাহুল, প্রিয়াংকা সহ বিরোধী নেতানেত্রীদের বিরুদ্ধে মোট ২৭টি এফআইআর দায়ের করেছে। সরকারি কর্মচারীদের কাজে বাধা দেওয়া থেকে শুরু করে মহিলাদের ওপর আক্রমণ এবং যৌন হেনস্থার মতো গুরুতর ও জামিনঅযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে।

এদিন সংসদ ভবনে রণকৌশল নিয়ে আলোচনার পর সন্ধ্যায় জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে সংসদ থেকে রাষ্ট্রপতি ভবনের উদ্দেশে মিছিল বের করেন বিরোধী সাংসদরা। সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিট নাগাদ মিছিল শুরু হয়। বিরোধী জোটের বৈঠকে আক্রমণাত্মক অবস্থান নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্ঞানেশ কুমারকে সরাসরি গ্রেপ্তারের দাবি জানানোর পাশাপাশি দেশে বিজেপির আর ক্ষমতায় থাকা উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বৈঠকে ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

রাহুলকে কটাক্ষ পদ্মের

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : 'স্টারলিঙ্ক'-এর অনুমোদনের দাবিতে ইলন মাস্কের পাশে দাঁড়ানোয় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে কটাক্ষ করল বিজেপি। 'হঠাৎ কী হল...' বলে খোঁচা দিয়ে 'জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থ ক্ষুণ্ন' করার অভিযোগে সরব হয়েছে শাসক দল। ভারতে স্টারলিঙ্কের ব্যবসার অনুমোদন না পাওয়া নিয়ে সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দেন মাস্ক। তাঁর সমর্থনে সরব হয়ে রাহুল সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'ভারতে স্বাগত ইলন। অন্যজনকে আবিষ্কার না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।' এরপরেই বিজেপি আক্রমণ করে রাহুলকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেন, 'ওরা নিজেরাই জানে না যে, ওরা বাঁ দিকে যাবে না ডান দিকে!' বিজেপি-মুখপাত্র প্রদীপ ভাণ্ডারীর অভিযোগ, 'জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে রাহুল সব সময় বিরোধিতা করার পথ বেছে নেন।'

জয় বিজেপি, টিভিকে'র

গুয়াহাটি ও চেন্নাই, ৯ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গের দুটি বিধানসভা আসনের পাশাপাশি অসমের নগাঁও লোকসভা আসনের উপনির্বাচনেও বিশাল জয় পেল বিজেপি। দলীয় প্রার্থী দেবাশিস শর্মা তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এআইইউডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমলকে ১,৪৬,১৮০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। কংগ্রেস সাংসদ প্রদ্যুত বরদলৈয়ের ইস্তফার জেরে নগাঁও আসনে উপনির্বাচন হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসের হাতে থাকা আসনে তাদের দলীয় প্রার্থী শিবমণি বোরা ৯৫,৮৮১ ভোট পেয়ে এবার তৃতীয় স্থান পেয়েছেন। মাত্র দু-বছরের মধ্যে হাত শিবিরের শোচনীয় ভরাডুবির জেরে কংগ্রেসকে বিঁধেছে তাদের প্রাক্তন জোটসঙ্গী রাইজর দল। এদিকে তামিলনাড়ুর মাদুরানতাকাম এবং ধারাপুরম বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে বিপুল জয় পেয়েছে মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়ের দল টিভিকে। দলের তরফে এই জয়কে বিজয়ের ৫ মাসের সরকারের সুশাসনের ফল বলে দাবি করা হয়েছে। যদিও ডিএমকে সভাপতি এমকে স্ট্যালিন পরাজয় মানতে নারাজ। পুদুচেরিতে জয়ী হয়েছে এনডিএ শরিক এনআর কংগ্রেস।

শান্তির নোবেল ভারতীয় বংশোদ্ভূত নবি পিল্লাই-কে

অসলো, ৯ অক্টোবর : যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যার বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াইয়ের স্বীকৃতি পেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিচারক নাভানেথেম 'নবি' পিল্লাই। ২০২৬ সালের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হল তাঁকে। নরওয়ের নোবেল কমিটি শুক্রবার জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক আইন প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বশান্তির প্রসারে অবদানের স্বীকৃতিতে এবছর 'নবি'কে শান্তি পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে।

- ১৯৬৭ সালে গান্ধির স্মৃতিবিজড়িত নাটাল প্রদেশে প্রথম অশ্বেতাঙ্গ নারী হিসাবে ল'ফার্ম খোলেন
- নেলসন ম্যান্ডেলার আইনজীবী এবং হাইকোর্টের প্রথম অশ্বেতাঙ্গ মহিলা বিচারক ছিলেন
- আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন

আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার রক্ষার লড়াকু মুখ হিসাবে পরিচিত নবি পিল্লাই। দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে এক দরিদ্র তামিল পরিবারে তাঁর জন্ম। ১৮৯০-এর দশকে তাঁর ঠাকুরদা-ঠাকুমা ভারত থেকে ঠিকাশ্রমিক হিসাবে আখ খেতে কাজ করতে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। তাঁর বাবা ছিলেন সাধারণ বাসচালক। চরম বর্ণবিদ্বেষের আবহেও সমস্ত সামাজিক বাধা ঠেলে ১৯৬৭ সালে মহাত্মা গান্ধির স্মৃতিবিজড়িত নাটাল প্রদেশে প্রথম অশ্বেতাঙ্গ নারী হিসাবে নিজস্ব ল'ফার্ম খোলেন তিনি। বর্ণবিদ্বেষবিরোধী আন্দোলনে নেলসন ম্যান্ডেলার হয়ে আইনি লড়াই থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার হাইকোর্টের প্রথম অশ্বেতাঙ্গ মহিলা বিচারক হন তিনি। পরে ডক্টরেট ডিগ্রি পান আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

রুয়ান্ডা ট্রাইবিউনালে বিচারক থাকাকালীন যুদ্ধকালীন যৌন হিংসাকে 'গণহত্যা' হিসাবে গণ্য করার ঐতিহাসিক আইনি রায় দেন নবি পিল্লাই। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত, রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিভাগ এবং মায়ানমার গণহত্যা মামলায় বিচারক হিসাবেও তাঁর অবদান অনন্য।

আন্তর্জাতিক সম্মানপ্রাপ্তির খবর শুনে স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় ৮৫ বছরের নবি পিল্লাই বলেন, 'প্রথমে ভেবেছিলাম এটা নির্ঘাত ঠাট্টা। তবে আইনজীবী হিসাবে আগে খবরটা যাচাই করে পরে বিশ্বাস করেছি।' সহকর্মীদের করতালির মধ্যেই মৃদু হেসে অশীতিপর বৃদ্ধা মার্কিন প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে কটাক্ষ করে বলেন, 'আপনারা আর একটু জোরে হাততালি দিলে পুরস্কারটা ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ভাগ করে নিতেও আপত্তি করব না!' এরপরই নোবেল সম্মান আন্তর্জাতিক অপরাধে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি উৎসর্গ করে নবি পিল্লাইয়ের প্রশ্ন, 'সত্যি কথা বলতে সাহসের প্রয়োজন হবে কেন?'

নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ইয়োরগেন ভাতনে ফ্রিডনেস বলেন, 'পিল্লাই তাঁর জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন, বিশ্বজুড়ে অশান্তি বাড়লে আন্তর্জাতিক আইন যখন সংকটে পড়ে, তখন আদালতই পারে সেই অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা থামিয়ে দিতে।' এদিকে নোবেল শান্তি না পেয়েই নোবেল কমিটিকে তোপ দাগলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

স্মিত মচ্ছরকে সর্বোচ্চ সম্মান ইজরায়েলের

জেরুজালেম, ৯ অক্টোবর : এক অসমসাহসি পাইলটের বীরত্বকে কুর্নিশ জানাল ইজরায়েল।

মাঝআকাশে বিমান হামলা রুখে ১৮০ জন যাত্রীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন ভারতীয় পাইলট স্মিত মচ্ছর। বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকারের তরফে প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজোগ জানিয়েছেন, দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সাহসিকতা পুরস্কার দিয়ে বীর ভারতীয় পাইলটের অতুলনীয় কীর্তিকে সম্মান জানানো হবে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর দুবাই থেকে তেল আভিভগামী ফ্লাইদুবাই বিমানে কো-পাইলটের প্রাণঘাতী হামলার মুখে পড়েন স্মিত। রক্তাক্ত অবস্থাতেও ককপিটের দরজা খুলে দিলে যাত্রীরা ভিতরে ঢুকে আততায়ীকে কাবু করেন। আমিরশাহির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ভারতীয় পাইলট সুস্থ হলেই তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

নয়ডায় মোদির নামে বিমানবন্দর

লখনউ, ৯ অক্টোবর : নয়ডায় নির্মীয়মাণ জেওয়ার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নাম প্রধানমন্ত্রী মোদির নামে রাখার প্রস্তাবে শুক্রবার সিলমোহর দিয়েছে যোগী আদিত্যনাথের মন্ত্রীসভা। শুক্রবার লখনউয়ে মন্ত্রীসভার বৈঠক শেষে দুই উপমুখ্যমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'মোদিজি উত্তরপ্রদেশের মাটি থেকেই দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর দেশসেবায় ২৫ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে উত্তরপ্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এই বিশেষ শ্রদ্ধা ও উপহার।'

পৃথিবীর পাঠশালা

চোখ বন্ধে আলোর খেলা

ঘুটঘুটে অন্ধকারে চোখ শক্ত করে বন্ধ করে দুই হাত দিয়ে চোখের পাতায় সামান্য চাপ দিলে অদ্ভুত সব রঙিন নকশা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কখনও নিয়ন নীল, কখনও হলুদ বা রুপোলি আলোর তারার মতো বিন্দু নড়াচড়া করতে দেখা যায়। এদের ফসফিন বলা হয়। কোনও আলোর উপস্থিতি ছাড়াই চোখের রেটিনার কোষগুলো যান্ত্রিক চাপে উদ্দীপিত হয়ে মস্তিষ্কে সংকেত পাঠায় বলেই এই আলোর বিভ্রম তৈরি হয়।

মহাকাশ থেকে সবুজ আলো

পৃথিবীর উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর আকাশে যখন সবুজ ও বেগুনি রঙের অরোরা নাচে, তখন নীচে থেকে তা দেখতে পর্দার মতো লাগে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে মহাকাশচারীরা যখন নীচের দিকে তাকান, তখন এক অপূর্ব দৃশ্য ধরা পড়ে। পুরো পৃথিবীর ওপরে বায়ুমণ্ডলের গায়ে সবুজ রঙের এক জ্বলন্ত আলোর আংটি তৈরি হয়ে ছড়িয়ে থাকে। সূর্যের সৌরকণা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে আছড়ে পড়ার এই দৃশ্য মহাকাশ থেকে এক অপার্থিব রূপ ধারণ করে।

প্রাচীন চিনের ভূমিকম্প মাপক

আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে প্রাচীন চিনের বিজ্ঞানী ঝাং হেং বিশ্বের প্রথম সিসমোস্কোপ বা ভূমিকম্প মাপক যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। এটি ছিল ব্রোঞ্জের তৈরি বিশালাকার এক অদ্ভুত পাত্র, যার চারধারে আটটি ড্রাগন মুখ হাঁ করে বসে ছিল এবং নীচে আটটি ব্যাং মুখ তুলে ছিল। বহুদূরে কোথাও ভূমিকম্প হলে পাত্রের ভেতরের দোলকের ধাক্কায় ঠিক সেই দিকের ড্রাগনের মুখ থেকে একটি ব্রোঞ্জের বল নীচে থাকা ব্যাঙের মুখে শব্দ করে পড়ত, যা থেকে কম্পনের সঠিক দিক জানা যেত।

কোটি বছরের কৃষক পিঁপড়ে

মানুষ মাত্র দশ হাজার বছর আগে চাষবাসের বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে। কিন্তু লিফকাটার বা পাতা কাটা পিঁপড়েরা আজ থেকে প্রায় পাঁচ কোটি বছর আগে থেকেই সফল কৃষক। এরা জঙ্গল থেকে সবুজ পাতা কেটে নিজেদের মাটির নীচের বিশাল বাসায় নিয়ে যায়। তবে এরা সেই পাতা নিজেরা খায় না। পাতাকে চিবিয়ে মণ্ড বানিয়ে তার ওপর এরা বিশেষ এক প্রকার ছত্রাক বা ফাঙ্গাস চাষ করে। সেই গজিয়ে ওঠা ছত্রাকই হল এদের একমাত্র খাদ্য।

ভোটে হেরে দেশ ছাড়ছেন হুমায়ুন

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ৯ অক্টোবর : শুক্রবার দুপুরের মধ্যে মুর্শিদাবাদের রেজিনগর উপনির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়ে যায়। প্রথম দিকে হুংকার দিলেও, ভোটের দিন যত ঘনিয়ে এসেছে, তত কার্যত অসহায় শুনিয়েছে হুমায়ুন কবীরের গলা। শেষমেশ ৭২ হাজারের বেশি ভোটের ব্যবধানে শোচনীয় পরাজয়। আর তারপরেই শুক্রবার সন্ধ্যায় বহরমপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চমকপ্রদ এক ঘোষণা করলেন তিনি। এবার দেশ ছাড়ার কথা জানালেন 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান তথা নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর।

হুমায়ুন এ দিন বলেন, তিনি আর এ দেশে থাকবেন না। দুবাই চলে যাবেন। সেখানে গিয়ে বাকি জীবন খাওয়াদাওয়া করে, ঘুরে, আবহাওয়া উপভোগ করে কাটাবেন এবং সেখানেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন।

এ দিন ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে ৬৪ বছর বয়সি এই প্রবীণ নেতা বলেন, 'ছোটবেলা থেকে কোনও দিন অন্যায় বরদাস্ত করিনি। বাবার কাছেও মাথা নত করিনি। সব সময় অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু রেজিনগরে পুলিশ ও প্রশাসন যেভাবে ক্ষমতা দেখিয়ে ভোট লুট করল, তার মোকাবিলা করতে পারলাম না।' তাঁর দাবি, গত দুই মাস ধরে তাঁর দলের ৬৪ জন কর্মীকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভোটের দিন তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে ১২ ঘণ্টা আটকে রাখা হয়, যাতে নির্বিঘ্নে ভোট লুট হতে পারে। তাঁর দলের কর্মীদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছে, মনোবল নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এতদিন মন সায় দিয়েছিল তাই লড়াই করেছেন, কিন্তু আজ তিনি ক্লান্ত। তাই ঠিক করেছেন ২০২৯ পর্যন্ত ভারতে থাকবেন, তারপর ১০ বছরের ভিসা নিয়ে দুবাই চলে যাবেন। পুজোর পর নওদায় এক বিশাল জনসভা করে সেখানকার মানুষের ৬০ শতাংশ সমর্থন পেলে বিধায়ক পদ থেকেও ইস্তফা দেবেন বলে এ দিন তিনি জানান।

এদিকে দেশ ছাড়লেও দুটি কাজ শেষ করে যেতে চান তিনি। একটি হল বাবরি মসজিদ নির্মাণ, অন্যটি ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে অধীর চৌধুরী যদি ভোটে দাঁড়ান, তবে তাঁকে পরাজিত করা। মসজিদের খরচ প্রসঙ্গে তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত ১০ কোটিরও কম টাকা উঠেছে। যে টাকা উঠেছে তাতেই জমি কেনা হয়েছে, মসজিদ নির্মাণের জন্য যা যা পরিকল্পনা করার করা হয়েছে এবং কাজ চলছে। তাঁর এই ঘোষণার পরেই প্রশ্ন উঠছে, রেজিনগরের পর এবার কি নওদাতেও উপনির্বাচন আসন্ন? তবে সেব্যাপারে খোলসা করে কিছু বলেননি হুমায়ুন।

গন্তব্য দুবাই

রঞ্জনের 'অন্তর্ধান'-এ কৌতূহলী শহর

প্রথম পাতার পর

গাড়ি চলতে শুরু করত। কখনও হাতে সিগারেট, জানলার বাইরে বেরিয়ে থাকত তাঁর হাত। পুরনিগম হোক কিংবা অন্য কোনও গন্তব্য, শহরের রাস্তায় এই দৃশ্য ছিল পরিচিত। আজ সেই গাড়ির দেখা মেলে না, দেখা মেলে না রঞ্জনেরও।

শিলিগুড়ির রাজনীতিতে রঞ্জন সরকার কোনও অপরিচিত নাম নন। অবিভক্ত তৃণমূল কংগ্রেসে দার্জিলিং জেলা সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন। ২০২২ সালে পুরনিগমে তৃণমূল বোর্ড গড়ার পর পেয়েছিলেন ডেপুটি মেয়রের পদ। তাঁর গাড়ির সামনে 'ডেপুটি' শব্দের তুলনায় বড় হরফে 'মেয়র' লেখা নিয়ে একসময় কম চর্চা হয়নি। মেয়র হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়েও নানা কথা বলতেন অনেকে। পরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলেছে। তৃণমূল ভেঙে দু'ভাগ হলে রঞ্জন যোগ দেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে। গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস তাঁকে দার্জিলিং জেলা সভাপতির দায়িত্বও দেয়। কিন্তু দায়িত্ব পাওয়ার পরেও প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে তাঁর উপস্থিতি চোখে পড়েনি।

এরই মধ্যে গত সোমবার কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাটে দেখা মেলে রানার। বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ী বাপি সাহার ছেলের মৃত্যুর পর শেষকৃত্যে যোগ দিতে গিয়েছিলেন তিনি। মিনিট দশ-পনেরো দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারপর ফিরে যান। দীর্ঘদিন পর তাঁকে দেখে উপস্থিত এক ব্যবসায়ীর কথায়, 'অনেকদিন পর রানাদাকে দেখলাম। ওঁকে বেশ অন্যরকম লাগছিল। চেহারা খারাপ হয়েছে। কারও সঙ্গে সেভাবে কথাও বলেননি।'

রঞ্জনের একদা ঘনিষ্ঠ এক তৃণমূল নেতাও ছিলেন সেখানে। তাঁর কথায়, 'ভোটের আগে পর্যন্ত রোজ কথা হত। ফল প্রকাশের পর থেকে আমার ফোন ধরে না। তাই শ্মশানে দেখেও কথা বলতে এগিয়ে যাইনি।'

পড়শিদের মধ্যেও আলোচনা থেমে নেই। এক মহিলা বললেন, 'আগে রোজ দেখতাম। এখন তো আমরাও সাড়াশব্দ পাই না। রাস্তাঘাটে দেখি না।' আরেক প্রতিবেশীর দাবি, রানা বাড়িতেই রয়েছেন। কিন্তু তাঁকে দেখা যায় না। কেন এমন আড়ালে থাকা, তা নিয়ে কৌতূহল তাঁদেরও।

রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপি রঞ্জনের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে কোটি কোটি টাকা আয়ের অভিযোগ তুলেছিল। পরে রাজনৈতিক শিবির বদলেছে, দায়িত্বও বদলেছে। কিন্তু ৪ মে-র পর থেকে তাঁর প্রকাশ্য উপস্থিতি কমতে শুরু করে। পুরবোর্ড ভাঙার পর তা কার্যত নেই বললেই চলে। কেন এই নীরবতা? কেন জেলা সভাপতির দায়িত্ব পেয়েও সক্রিয় রাজনীতিতে দেখা যাচ্ছে না তাঁকে? নিজেকে আড়ালে রাখার কারণই বা কী?

প্রশ্ন অনেক। উত্তর দেওয়ার কথা যাঁর, তিনি অন্তরালে। বাড়ির দরজায় কড়া নাড়লে ওপার থেকে সাড়া মেলে না। ফোন করলে শোনা যায় সেই চেনা কণ্ঠস্বর- 'আমি ব্যস্ত আছি, পরে আপনাকে কল করে নেব।'

শহর অপেক্ষায়। সেই 'পরে'-টা কবে আসে, আপাতত সেটাই দেখার।

হাউজিং ফর অল

সুডার কাছে টাকা চাইল পুরনিগম

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : সরকারি বরাদ্দে 'হাউজিং ফর অল' প্রকল্পের আওতায় ঘর তৈরির কাজ শুরু করলেও, তা শেষ করতে পারছেন না শিলিগুড়ির কয়েক হাজার উপভোক্তা। মূলত কিস্তির টাকা না মেলায় তাঁরা বাড়ি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করতে পারছেন না। এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের লক্ষ্যে এবার প্রশাসক পরিচালিত শিলিগুড়ি পুরনিগম স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির (সুডা) কাছে টাকা চাইল। এ বিষয়ে পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, 'রাজ্যের কাছে মোট ৯ কোটি টাকা

চেয়ে পাঠানো হয়েছে। আশা করছি, শীঘ্রই রাজ্যের তরফে অর্থ বরাদ্দ করা হবে। ওই টাকা পাওয়ার পর দ্রুততার সঙ্গে উপভোক্তাদের মধ্যে নিয়ম মেনে কিস্তির টাকা বিলি করা হবে।'

পুরনিগম সূত্রে খবর, ২০১৬-১৭, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ এবং ২০২১-২২ অর্থবর্ষ মিলিয়ে শিলিগুড়ি শহরে মোট ৪,৯৫১ জন উপভোক্তা রয়েছেন। 'হাউজিং ফর অল' প্রকল্পের আওতায় উপভোক্তারা নির্দিষ্ট সময়ে প্রথম কিস্তির টাকা হাতে পেয়ে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন। প্রথম ধাপের কাজ শেষে উপভোক্তাদের অনেকেই দ্বিতীয় কিস্তির টাকাও হাতে পেয়েছিলেন। কেউ আবার তৃতীয় কিস্তির টাকা খরচ করে শেষ কিস্তির অপেক্ষায় রয়েছেন। পুরকর্তারা জানাচ্ছেন, চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনের আগে শেষবার পুরনিগমের তরফে উপভোক্তাদের একাংশের মধ্যে কিস্তির টাকা বিলি করা হয়েছিল। সে সময় কেউ দ্বিতীয়, আবার কেউ তৃতীয় কিস্তির টাকা হাতে পেয়েছিলেন। কিন্তু বাড়ি তৈরির কাজ শেষ করতে পারেননি তেমন কেউই। এখন দেখার, পুরনিগমের আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজ্য কবে অর্থ বরাদ্দ করে।

পুনর্বিন্যাসের জন্য শুনানি

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস ইস্যুতে শুক্রবার শিলিগুড়িতে মহকুমা শসকের দপ্তরে শুনানি পর্ব চলে। বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল ও সিপিএমের প্রতিনিধিরা শুনানি পর্বে অংশ নেন। জেলা প্রশাসনের তিন আধিকারিক প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনেন। তৃণমূল, সিপিএম ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা লিখিত অভিযোগে উল্লিখিত বিষয়গুলি এদিন পুনরায় আধিকারিকদের সামনে তুলে ধরেন।

যুদ্ধং দেহি কেন্দ্র

প্রথম পাতার পর

দলের মুখপাত্র সৌরভ দাসের মন্তব্য, 'এ বার সরকার নিজেই এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছে। কারণ ভয় রয়েছে জ্ঞানু চলে গেলে।'

প্রতিবাদের প্রচারসামগ্রী তৈরিতেও বাধার অভিযোগ উঠছে। আইসা নেত্রী নেহা বোরার বক্তব্য, দিল্লির একাধিক ছাপাখানা পুলিশি চাপের আশঙ্কায় পোস্টার ও অন্যান্য প্রচারসামগ্রী ছাপতে চাইছে না। সংসদে 'ইন্ডিয়া' জোটের বৈঠকে উপস্থিত হয়ে বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'শনিবার এমনিতেই অধিকাংশ সরকারি-বেসরকারি অফিস, স্কুল ও কলেজ বন্ধ থাকে। তাহলে সাধারণ মানুষের অসুবিধা এড়ানোর যুক্তিতে এত ব্যাপক বিধিনিষেধের প্রয়োজনীয়তা কোথায়!'

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের বক্তব্য, 'প্রতিবাদ কর্মসূচির আগেই এত নিরাপত্তার বন্দোবস্ত থেকে বোঝা যাচ্ছে, মোদি সরকার আতঙ্কে ভুগছে আর ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছে।' একদিকে জেন জেড, অন্যদিকে বিরোধীদের চাপের মুখে কেন্দ্রের অস্বস্তি বাড়িয়েছেন এনডিএ-র শরিক লোক জনশক্তি পার্টির নেতা চিরাগ পাসোয়ানও। তাঁর ভাষায়, 'তরুণসমাজকে আটকে রাখা সহজ নয়। কতগুলি ট্রেন বন্ধ করা যাবে, কতটা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব, কত রাস্তা আটকে রাখা যাবে?'

নয়াদিল্লিকে পুলিশ অবরুদ্ধ করে রাখায় সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়তে পারে আশঙ্কায় শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে কপিল সিবাল প্রশ্ন করেন, 'আমার দেশে কী হচ্ছে?' তিনি অভিযোগ করেন, শনিবার ভোর ৪টে থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত নয়াদিল্লি ও হজরত নিজামুদ্দিন স্টেশনগামী একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। হোটেলগুলিকে নতুন বোর্ডার না নিতে বলা হয়েছে। প্রতিবাদের অধিকার গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা আইন ও অনুমতির নির্ধারিত কাঠামোর বাইরে নয় বলে সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেছে।

পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে প্রশাসনের সাধারণ নাগরিকের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করাকে উপেক্ষা করা যায় না বলে মন্তব্য করে যন্তরমন্তরের বিকল্প প্রতিবাদস্থল নিয়ে কেন্দ্রকে বিবেচনা করতে বলেছে শীর্ষ আদালত।

চোখ খোলার প্রত্যাশায় নতুন ভোর

প্রথম পাতার পর

পাঁচটা রাতের মতোই ছিল। শুধু আমার কাছে রাতটা একটু অন্যরকম হয়ে রইল। কারণ একটা মেয়েকে দেখেছিলাম, একা। কিন্তু তার গল্পটা জানা হয়নি। চোখ খুলেও সেদিন অন্ধ হয়ে ছিলাম। হয়তো বা কোনও ভয়ে।

এই শহরে আমরা কিন্তু এমন বহু গল্পের পাশ দিয়ে চলে যাই। অফিস ফেরত মেয়ে, টিউশন থেকে ফেরা ছাত্র, হাসপাতালের বাইরে বসে থাকা বাবা, ফুটপাথে ঘুমিয়ে থাকা মানুষ, দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরা শ্রমিক, সবাইকে দেখি। কিন্তু ক'জনের কথা ভেবে মনে হয়, এই মানুষটা কোথা থেকে এল? তার বাড়িতে কে অপেক্ষা করছে? আজ তার দিনটা কেমন গেল? তার ভয় কী? তার আনন্দ কী?

আরজি করের ঘটনার পর অবশ্য মনে হয়েছিল, এবার বুঝি এই দেখাটাই বদলাবে। রাজপথে তখন রাতের পর রাত মানুষের স্রোত। কারও হাতে মোমবাতি, কারও হাতে প্ল্যাকার্ড। রাত দখলের স্লোগানে ফুলে উঠছে গলার শিরা। মনে হয়েছিল, একটা ভয়াবহ ঘটনা যেন হঠাৎ করে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। এতদিন যে কথাগুলো ঘরের ভিতর ফিশফিশ করে বলা হত, সেগুলো রাজপথে উঠে এসেছে।

মনে হয়েছিল, এবার হয়তো সত্যিই কিছু বদলাবে।

কিন্তু তারপরও রাত নামে। রোজ। অফিস ছুটি হয়। মেয়েরা বাড়ি ফেরে। শহরের অন্ধকার গলিতে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা চোখ তখনও তাদের দেখে। ড্যাবড্যাব করে। মেয়েটা হয়তো হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয়। হয়তো কাউকে ফোন করে। হয়তো কিছুই করে না, শুধু দ্রুত বাড়ি ফেরে। কিন্তু যে চোখগুলো শরীর গিলে খেতে চায়, সেই চোখগুলো কি রাত দখলের মিছিলেও হেঁটেছিল? সেই চোখ নিয়েই কি কেউ সেদিন বলেছিল, 'মেয়েদের নিরাপত্তা চাই'?

কে জানে! হয়তো ছিল। আর সে কারণেই হয়তো আজও...

এই হয়তোটাই আমাদের সবচেয়ে বড় অস্বস্তি। কারণ প্রতিবাদ করা আর নিজের দৃষ্টি বদলানো এক জিনিস নয়। মোমবাতি হাতে দাঁড়ানো যায়, কিন্তু নিজের চোখের ভিতরের অন্ধকারটাকে চিনতে আরও সাহস লাগে।

ক'দিন ধরেই দেখছি, সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা ভিডিও খুব ঘুরছে। যন্তরমন্তরে বিরোধীদের প্রতিবাদের ভিডিও। পুলিশের দেওয়া ব্যারিকেড টপকাচ্ছেন আইসা নেত্রী নেহা বোরা। অসাবধানতায় পোশাকের ফাঁক দিয়ে তার শরীরের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে। ব্যস! একজন নারী আন্দোলন করছেন, এই খবরটা আর কিন্তু খবর রইল না। ভিডিওর ওই কয়েক সেকেন্ডই হয়ে গেল মুখ্য বিষয়। কেউ থামিয়ে দেখল। কেউ নোংরা মন্তব্য করল। কেউ আবার সেই নোংরামিকে আরও ছড়িয়ে দিল।

ফলে একটা প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই আসে, আমরা নারীর সম্মান চাই কার জন্য? নিজের ঘরের মেয়ের জন্য? নাকি নারী বলে যে মানুষটি পৃথিবীতে আছে, তার জন্য?

নিজের মেয়েকে নিরাপদে বাড়ি ফেরাতে চাইলে আর অন্যের মেয়েকে রাস্তায় চোখ দিয়ে বিবস্ত্র করতে চাইলে, দুটো ইচ্ছা একসঙ্গে চলে না। একজন নারী আমার মেয়ে, বোন, স্ত্রী বা মা হওয়ার আগে একজন মানুষ। এই কথাটা আমরা যতদিন না বুঝছি, ততদিন পুজোর আলোর নীচেও কিছু অন্ধকার থেকে যাবে।

মহালয়ার যখন চক্ষুদান করা হয়, তখন আমরা বলি, মা চোখ মেলেছেন। মা দেখছেন। পুজোর এত আয়োজন, আলো, ধূপ, ধুনো, ঢাক, অঞ্জলি, প্রসাদ- সবকিছুর কেন্দ্রেই যেন সেই চোখ।

মা দেখছেন। তাহলে আমরা?

আমাদের চোখ তো সারাদিন খোলা। আমরা দেখি সবকিছু। শুধু বেছে বেছে দেখি। যেটা দেখতে ভালো লাগে, দেখি। যেটা দেখতে অস্বস্তি হয়, এড়িয়ে যাই। অন্যায়ের ছবি দেখে ক্ষুব্ধ হই, কিন্তু অন্যায়ের ছোট কোনও সংস্করণ নিজের ভিতরে আছে কি না, দেখি না। নারী নির্যাতনের খবর পড়ে রাগ করি, অথচ কোনও মেয়ের পোশাক নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে হাসাহাসি করার সময় সেই রাগ কোথায় থাকে, দেখি না। মহালয়া তাই হয়তো শুধু দেবীর চক্ষুদানের দিন নয়। নিজের চোখেরও পরীক্ষা নেওয়ার দিন।

পুজো মানেই তো ফিরে পাওয়া। হারিয়ে যাওয়া মানুষকে, পুরোনো আনন্দকে, নিজের ভিতরে জমে থাকা ভালোবাসাটুকুকে। এবার সেইসঙ্গে ফিরে আসুক একে অন্যের ওপর ভরসা করার অভ্যাসও।

শিউলি ঝরুক, ঢাক বাজুক, আলোয় ভরে উঠুক শহর। অঞ্জলির ভিড়ে পাশাপাশি দাঁড়াক অচেনা মানুষও। আর পুজো শেষে আলো নিভে গেলে, মণ্ডপ খুলে গেলে, রোজকার জীবনে ফিরে গিয়েও যেন এইটুকু থেকে যায়। অন্যের ভালো থাকায় আমারও কিছু দায়িত্ব আছে।

মা চোখ মেলছেন। আর আমরাও যদি একটু নতুন করে দেখতে শিখি, পৃথিবীটা হয়তো আরও সুন্দর হবে। তাই এবার পুজোয় শুধু মণ্ডপ নয়, আলোকিত হোক আমাদের দৃষ্টিও।

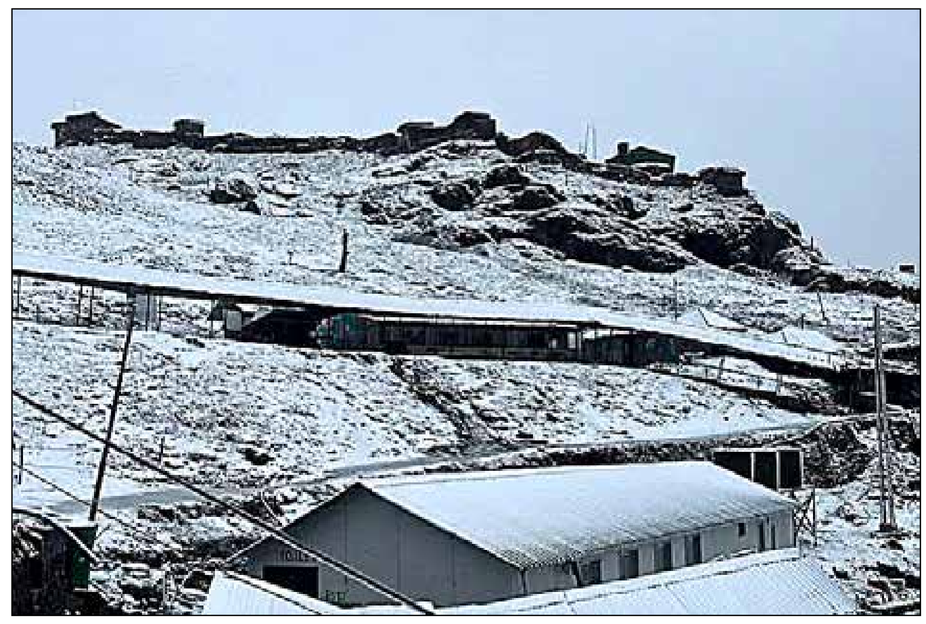

নাথু লা-য় ফের তুষারপাত। শুক্রবার।

ডাম্পার ও লরির মুখোমুখি ধাক্কা, মৃত ৫

রায়গঞ্জ, ৯ অক্টোবর : লরির সঙ্গে ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল পাঁচজনের। শুক্রবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার মাড়াইকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঙ্কা মোড় এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। ট্রাফিক পুলিশ ও দমকল ঘটনাস্থল থেকে জখমদের উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা পাঁচজনকে মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশ ও মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের মধ্যে হাসনাত আলি (১৫), মহম্মদ রমজান মমিন (২৮), মোহাম্মদ মোস্তাফা আনসারি (১৮) ও সাহেল আনসারি (১৭) মালদা জেলার কালিয়াচক থানার ভাগলপুর এলাকার বাসিন্দা। লরির চালক মৃত সোহেল আক্তারের (৩১) বাড়ি মালদা জেলার কালিয়াচক থানার কাশিমনগর এলাকায়।

কালিয়াচক থেকে মুরগি নিয়ে শিলিগুড়িতে চালান দিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে লরিতে চার শ্রমিককে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন গাড়িচালক। পথে ভোর চারটে নাগাদ রায়গঞ্জ থানার বাঙ্কা মোড় এলাকায় ডাম্পারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

একই থানা এলাকায় পাঁচজনের মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে আসেন পরিবার-পরিজনেরা। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতের আত্মীয়রা। এদিন সকাল ন'টা নাগাদ মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। শুক্রবার বিকেল চারটে নাগাদ মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

রায়গঞ্জ থানায় পাঁচটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি গাড়িকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনার জেরে প্রায় এদিন দু'ঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। দূরপাল্লার গাড়িগুলিকে রায়গঞ্জ শহর সংলগ্ন পুরোনো জাতীয় সড়ক দিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে ট্রাফিক পুলিশ। সংশ্লিষ্ট এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ছয় মাসে ২৮টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ,

■ শিলিগুড়িতে মুরগি চালান দিয়ে চার শ্রমিককে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন লরির চালক

■ বাঙ্কা মোড় সংলগ্ন এলাকায় গত কয়েকমাস ধরে পরপর দুর্ঘটনা ঘটছে

■ পুলিশের নজরদারি ও পর্যাপ্ত আলোর দাবি স্থানীয়দের

ট্রাফিক পুলিশের নজরদারির অভাবেই পরপর দুর্ঘটনা ঘটছে। অভিযোগ, এদিন এত বড় দুর্ঘটনার পর ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিক সহ কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান প্রায় ৫০ মিনিট পরে। কাকভোরে বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাঁরাই প্রথমে উদ্ধারকাজে হাত দেন।

ট্রাফিক পুলিশকে ফোন করা হলেও দীর্ঘক্ষণ পরে তারা এসে জখমদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

স্থানীয় বাসিন্দা অলোক দাস বলেন, 'দুর্ঘটনার সময় বিকট শব্দ হয়। গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে জখমদের উদ্ধার করার চেষ্টা করি। কিন্তু প্রয়োজন ছিল ক্রেন ও গ্যাসকাটার। এগুলি আসতে আসতে দীর্ঘক্ষণ সময় লেগে যায়। ঘটনাস্থলে দুজন বেঁচে থাকলেও সময়মতো হাসপাতালে না নিয়ে যাওয়ায় হয়তো তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।' টেনহরি গ্রামের বাসিন্দা রাজু দাস বলেন, 'পর্যাপ্ত আলো ও ট্রাফিক পুলিশের কড়া নজরদারির প্রয়োজন। এক লেন থেকে অপর লেনে গাড়ি ঢুকে পড়ছে।'

এদিন সকালে প্রথম দুর্ঘটনার ঘণ্টা দুয়েক পর প্রায় একই জায়গায় একটি কলাবোঝাই লরির সঙ্গে পাথরবোঝাই ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হন লরির চালক ও খালাসি। জখমদের উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করা হয়। ওই গাড়িচালক ও খালাসির বাড়ি কাকদ্বীপে। দিনকয়েক আগে ঘটনাস্থল থেকে ১০০ মিটার দূরে সর্ষের তেল নিয়ে যাওয়া একটি ট্যাংকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। জখম লরিচালক প্রায় আধ ঘণ্টা লরির মধ্যে আটকে ছিলেন। ক্রেন নিয়ে এসে ও গ্যাসকাটার দিয়ে দমকলের কর্মীরা ওই চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

সম্প্রতি একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে এই এলাকায়। একাধিক বাইকচালকের মৃত্যু হয়েছে বাঙ্কা মোড় সংলগ্ন টেনহরি এলাকায়। রাতে এলাকায় ট্রাফিক পুলিশের নজরদারি ও পর্যাপ্ত আলোর দাবিতে সরব বাসিন্দারা।

সংখ্যালঘু ভোটেই জয়, দাবি শুভেন্দুর

প্রথম পাতার পর

বিরোধীরা অবশ্য এত সহজ সমীকরণ মেনে নিতে রাজি নয়। ছাপ্পা ও ভোট লুটের অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা।

সমাজমাধ্যমে রেজিনগরের একটি বুথের ফলের পোস্টের স্ক্রিনশট শেয়ার করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন, ওই বুথে মোট ভোটার সংখ্যার বেশি ভোট বিজেপি পেয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, '৭৭২ জন ভোটার আর ভোট পড়েছে ৯০৯। পুলিশকে দিয়ে ছাপ্পা করালে এরকমই হয়।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'নির্বাচনের নামে যেটা হয়েছে, সেটাকে প্রহসন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।'

মমতাপন্থী শিবিরের প্রবীণ বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, 'সংখ্যালঘুদের ভোট ওরা পায়নি। বিজেপি নিয়ে নিয়েছে। এই ভোট জনমতের প্রতিফলন নয়।' বিরোধীদের অভিযোগ খারিজ করে মুখ্যমন্ত্রীর পালটা বক্তব্য, 'নন্দীগ্রামে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ৬০টি বুথে বিজেপি জয়ী হয়েছে। মুসলিমরা ভোট দিয়েছেন। কারণ তাঁরা সরকারের সঙ্গে থাকতে চান। পাঁচ মাস সরকারকে দেখে তাঁরা আর পচা শামুকে পা কাটতে রাজি হননি।'

ভোট প্রচারে নন্দীগ্রামে গিয়ে রেকর্ড ভোটে জয়ের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। নন্দীগ্রামে বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথ প্রায় ১ লক্ষ ২২ হাজার ৭৫৩ ভোটে জয়ী হয়েছেন। এই আসনে ২০১৬-তে ৮১ হাজার ১৩০ ভোটে জয়ী হয়েছিলেন শুভেন্দু। হাসিরানি সেই রেকর্ডও ভেঙে দিলেন। তবে নন্দীগ্রামে কংগ্রেসের দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসা রাজ্য রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ। শুভেন্দু অবশ্য এই ঘটনাকে আমল দিচ্ছেন না। কংগ্রেস প্রার্থীর প্রায় ৫০ হাজার ভোট প্রাপ্তিকে তৃণমূলের সৌজন্য বলে কটাক্ষ করে বলেন, মরা দলের এই ফল দেখে উৎসাহিত হওয়ার কিছু নেই। রাহুল গান্ধিকে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরলেও কিছু হবে না।' রেজিনগরে অবশ্য কংগ্রেস তৃতীয় স্থানে। নেতা-কর্মীদের পুলিশি হেনস্তা ও ধরপাকড়ের অভিযোগ থাকলেও মমতা তৃণমূলকে পেছনে ফেলে রেজিনগরে দ্বিতীয় স্থানে এসেছে হুমায়ুনের দল। বামেদের পিছনে ফেলে কংগ্রেস চতুর্থ স্থানে। দুই উপনির্বাচনেই পায়ের তলায় জমি খুঁজে পেল না ঋতব্রত তৃণমূল। রেজিনগরের জয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাখ্যা, 'রেজিনগরের ৩৫ হাজার অন্নপূর্ণা যোজনা প্রাপক সংখ্যালঘু মহিলা তাঁদের পরিবারকে নিয়ে আমাদের ভোট না দিলে এত বিপুল ভোটে জয় সম্ভব হত না।'

তিনি মনে করেন, 'বাঙালি মুসলিমরা বরাবর রাজ্য সরকারের সঙ্গে থেকেছে। বাম আমলে যেমন, তেমন পরে তৃণমূলের সঙ্গে থেকেছে।' রেজিনগরে ১০৯ বুথে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ ওঠে খোদ প্রার্থী শাখারভের বিরুদ্ধে। বিকেলে শাখারভের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গণ্ডগোলের অভিযোগ পেয়ে ও ভোটের মেশিন দেখতে গিয়েছিল।' কমিশনের তথ্য অনুযায়ী ওই বুথের ৯৭২টি ভোটের মধ্যে ৯০৯টি পেয়েছে বিজেপি, হুমায়ুনের দল ১টি।

শাখারভ ৭২ হাজার ৬১০ ভোটে জিতেছেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের ডোমকলে জয়ী হয়ে বিধানসভায় লাল নিশান উড়িয়েছিল সিপিএম। তার জেরে একই জেলার রেজিনগরের ভোটে শরিক আরএসপির কাছ থেকে আসন কেড়ে নিজেরা প্রার্থী দিয়েছিল সিপিএম। কিন্তু উপনির্বাচনে সাফল্য দূরে থাক, রক্তক্ষরণ কাটাতে পারল না।

দুই উপনির্বাচনে সাফল্যকে পুঁজি করে পরবর্তী নিশানা স্থির করে ফেললেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'এরপর শহরে যেটুকু ছিটেফোঁটা ওরা আছে, আসন্ন কলকাতা ও হাওড়া পুরভোটে এবং তার পরের বছরে ১১০টি পুরভোট ও পঞ্চায়েত ভোটে, লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের ৪২ আসনে জয় সুনিশ্চিত করে রাষ্ট্রবাদের বৃত্তকে সম্পূর্ণ করার কাজ করব।'

আজ শহরে

■ উত্তাল নাট্যগোষ্ঠীর আয়োজনে দ্বাদশ বর্ষ 'প্রদীপ লাহিড়ি স্মারক অন্তরঙ্গ নাট্যসমারোহ'। বিকাল ৫টা থেকে হাসপাতাল মোড়ের কাছে কর্মচারী ভবনে। বিভিন্ন নাট্যদলের নাটক পরিবেশনের পাশাপাশি থাকবে সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান।

■ শিলিগুড়ির ঐতিহ্যমণ্ডিত মিত্র সম্মিলনীর দুর্গাপুজো-১০০ উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা সকাল দশটায় কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের ফোসিন গেট থেকে।

মিঠে রোদ্দুর হাসবে পুজোয়

প্রথম পাতার পর

জমে থাকা শিশির- সব মিলিয়ে প্রকৃতিতে থাকবে হেমন্তের আগমনী।

গভীর রাতে কিংবা ভোরে বাতাসে অনুভূত হবে ঋতুবদল। এই পূর্বাভাস দিয়ে আবহাওয়া দপ্তরের গ্যাংটক কেন্দ্রের আধিকারিক দেবপ্রিয় রায় বলছেন, 'হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গ থেকে চলতি বছর বর্ষা বিদায়ের সম্ভাবনা ১২ অক্টোবর।' ১১ অক্টোবর গৌড়বঙ্গ থেকে বর্ষা বিদায় নিতে পারে বলে জানিয়েছেন মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের পর্যবেক্ষক সুমন সূত্রধর। তাঁর কথায়, নতুন করে নিম্নচাপ তৈরি না হলে পুজোর সময় গৌড়বঙ্গের আবহাওয়া অনুকূল থাকবে।

তবে দক্ষিণবঙ্গে এবং বিহারে টানা কয়েকদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় তার ঝাপটা গৌড়বঙ্গে লাগলেও লাগতে পারে বলে মনে করছেন আবহবিদরা। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবার বৃষ্টি হয়েছে পতিরামে। উত্তরবঙ্গে এবার পর্যটকদের বুকিংয়ের হার খারাপ নয়। এমন মিঠে রোদ্দুরের পূর্বাভাসে পর্যটকদের ভিড় আরও বাড়তে পারে।

(তথ্য সহায়তা : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক)

মহালয়া উপলক্ষ্যে পথের সাজ। শুক্রবার শিলিগুড়িতে দীপ্তেন্দু দত্তের তোলা ছবি।

‘স্যর’কে ফেরাতে পথে

মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলে পালটা আন্দোলন পড়ুয়াদের

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৯ অক্টোবর : মাত্র ৪৫ দিনের ব্যবধান। এর মধ্যেই ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলে ছবিটা একেবারে বদলে গেল। যে প্রধান শিক্ষক সামসুল আলমকে সরানোর দাবিতে গত অগাস্টে রক্তারক্তি ও জাতীয় সড়ক অবরোধ হয়েছিল, তাঁরই বদলির সুপারিশ আসতেই তাঁকে ফেরানোর দাবিতে পথে নামল পড়ুয়াদের একাংশ। শুক্রবার সকাল থেকে ‘আমাদের হেডস্যরকে ফেরত চাই’ স্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে স্কুল চত্বর। বিক্ষোভ ছড়ায় সংলগ্ন ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কেও। পরিস্থিতি সামাল দিতে পৌঁছায় বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। পুলিশের নির্দেশে এদিন স্কুল ছুটি ঘোষণা করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ।

ইসলামপুর থেকে শিলিগুড়িগামী জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত এই মডেল স্কুলে প্রথম ক্লাস ও প্রার্থনার পর থেকেই বিক্ষোভ শুরু হয়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। বিধাননগর সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (এসআই) সাধন বিশ্বাসকে বিষয়টি জানানো হলে, তিনি স্কুল কর্তৃপক্ষকে পুলিশি নির্দেশ মেনে চলতে বলেন। পুলিশি নিরাপত্তায় পড়ুয়াদের বাসে তুলতে গেলে তারা গাড়িতে না উঠে সোজা জাতীয় সড়কে চলে যায়। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েও স্লোগান দিতে থাকে তারা। দীর্ঘক্ষণ বোঝানোর পর পুলিশ পড়ুয়াদের বাসে তোলে।

জাতীয় সড়কে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ। শুক্রবার।

ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক স্বপনকুমার রায় বলেন, ‘হঠাৎ করেই প্রার্থনার পর পড়ুয়ারা প্রধান শিক্ষককে ফিরিয়ে আনার দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। অথচ, এদের অনেকের মুখই মাস দেড়েক আগে প্রধান শিক্ষকের বিরোধিতায় দেখা গিয়েছিল! উনি ছুটিতে যাওয়ার পর প্রায় ২৪ জন অতিথি শিক্ষক হঠাৎ কাজ ছেড়ে দেওয়ায় শিক্ষকসংকট তৈরি হয়।’ তাঁর কথায়, ‘মাত্র ১৮ জন স্থায়ী শিক্ষক এবং ৩ জন প্যারাটিচার নিয়ে আমরা প্রতিদিন টানা সাড়ে ৪টা পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করে ক্লাস সামলাচ্ছি। পুলিশের নির্দেশেই আজ স্কুল ছুটি দিতে হয়েছে। আগামীকাল ছুটি রয়েছে। ডিআইয়ের নির্দেশে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।’

প্রধান শিক্ষককে ফেরানোর দাবিতে সরব পড়ুয়াদের অভিযোগ, স্কুলে নিয়মিত পড়াশোনা হচ্ছে না, আশপাশ নোংরা হয়ে রয়েছে। এক ছাত্রীর কথায়, ‘নানা সেকশনের পড়ুয়াদের একসঙ্গে বসিয়ে ক্লাস চলছে। এভাবে পড়াশোনা হয় না।’ বিক্ষোভকারী এক ছাত্রের বক্তব্য, ‘হেডস্যরকে স্কুল থেকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাড়ানো হয়েছে।’ অভিভাবকদের একাংশও এ নিয়ে সরব হয়েছেন। রিঙ্কু দত্ত বললেন, ‘দীর্ঘ ২৫-২৬ বছর ধরে একজন শিক্ষক এত সুন্দর ডিসিপ্লিন বজায় রেখে প্রতিষ্ঠান চালালেন, তাঁকে এভাবে রাতারাতি সরিয়ে দিলে আমরা বিষয়টি মানব না।’ ক্ষোভ উগরে অভিভাবক হিমাংশু রায়ের অভিযোগ, ‘কিছু সমাজবিরোধীর কারণে খুব ভালো এই স্কুলটিতে এভাবে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে।’

বিক্ষোভ চলাকালীন পড়ুয়া, অভিভাবক এবং পার্টটাইম শিক্ষকদের একাংশকেও রাস্তার পাশে দেখা যায়। ফাঁসিদেওয়ার ওসি সুদীপ বিশ্বাস, বিধাননগরের ওসি অনির্বাণ নায়েক ঘটনাস্থলে ছিলেন। বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন ছিল। পরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কার্সিয়াং) স্কুলে যান। স্কুলের এই আকস্মিক পরিস্থিতিতে বিস্মিত কর্তৃপক্ষও।

সামসুল বৃহস্পতিবার স্কুলে এসেছিলেন। অন্য স্কুলে যোগদানের রেকমেন্ডেশন লেটার পাওয়ার পর হিসেবনিকেশের কাজ সারতে তিনি স্কুলে গিয়েছিলেন। এদিন অবশ্য তিনি ক্যাজুয়াল লিভে ছিলেন। সামসুলের কথায়, ‘পুলিশ ফোন করে পড়ুয়াদের বিক্ষোভের কথা জানায়। ওসি ফোনে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথাও বলিয়ে দিয়েছিলেন। ওরা আমায় ফিরতে বলছিল। তবে সরকারের নিয়ম মেনেই আমাকে বদলির নির্দেশ মানতে হবে। তাই ওরা যাতে আন্দোলন না করে শান্ত থাকে, সেটাই ওদের বুঝিয়ে বলেছি।’

মহারাষ্ট্রে মৃত্যু শিলিগুড়ির তরুণের

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : পারিবারিক অশান্তির জেরে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া তরুণের মৃতদেহ উদ্ধার হল মহারাষ্ট্রের একটি রেললাইন থেকে। রহস্যজনকভাবে ওই তরুণের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় খুনের অভিযোগ তুলেছে পরিবার। শিলিগুড়ি থেকে মহারাষ্ট্রে কোন উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন সুদীপ মালো (১৯), বুঝতে পারছেন না পরিবারের কেউই। কেননা, সুদীপ শিলিগুড়িতে কর্মরত ছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কর্মস্থলে কিছুদিন বসবাস করার পর সম্প্রতি বাড়ি ফিরে এসেছিলেন সুদীপ। তবে বাড়িতে আসার পর থেকেই পরিবারের বাকি সদস্যদের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই ঝামেলা বাঁধত। প্রায় এক সপ্তাহ আগে নেশা করাকে কেন্দ্র করে মা ও বোনের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়। ওই সময়ই বহুদূরে চলে যাওয়ার কথা বলেন সুদীপ। তারপর থেকে আর খোঁজ পাওয়া যায়নি ওই তরুণের। সুদীপের মৃত্যুর সঙ্গে প্রেমঘটিত কোনও বিষয় জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখার দাবি তুলেছে পরিবারটি। জানা গিয়েছে, পৈতৃক বাড়ি আশিঘর এলাকায় হলেও সেখানে না থেকে কিছুদিন ধরে মা ও বোনকে নিয়ে ভাড়াবাড়িতে থাকতে শুরু করেন। তাঁর দিদি কমলী মালোর কথায়, ‘ভাই নেশার প্রতি আসক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন ধরে খারাপ ব্যবহারও করছিল। সপ্তাহখানেক আগের ঝামেলার পরেই ভাই নিখোঁজ হয়ে যায়।’

গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে অনড় অনীত, অজয়রা

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবিতে একযোগে সোচ্চার হলেন অনীত থাপা থেকে শুরু করে মহেন্দ্র পি লামা, অজয় এডওয়ার্ড সহ পাহাড়ের অন্য নেতারা। পাহাড় সমস্যা সমাধানে কেন্দ্র নিযুক্ত কমিটির সঙ্গে বৈঠকে প্রত্যেকেই পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য পৃথক রাজ্যের দাবি জানিয়েছেন। প্রত্যেকের একটাই দাবি, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) পাহাড়বাসীর প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। তাই পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য পৃথক রাজ্য চাই।

ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) সভাপতি অনীত থাপা বলেন, ‘বিজেপি গোর্খাল্যান্ড দেওয়ার আশ্বাস দিয়েই বারবার পাহাড়ের ভোট নিয়েছে। এবার সেই দাবি পূরণের সময় এসেছে।’ গোর্খাল্যান্ড অ্যাপেক্স কমিটির পক্ষে ডঃ মহেন্দ্র পি লামা বললেন, ‘আমরা গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবি জানিয়েছি। কেন ছোট রাজ্য গোর্খাল্যান্ড চাইছি, সেটাও বিস্তারিত কমিটির কাছে জানিয়েছি।’

পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবি তুলে কিছুদিন আগে শিক্ষাবিদ ডঃ মহেন্দ্র পি লামার নেতৃত্বে গোর্খাল্যান্ড অ্যাপেক্স কমিটি তৈরি হয়েছে। সেই কমিটিতে বেশ কয়েকজন প্রাক্তন আইএএস, আইপিএস এবং অনীত থাপার বিজিপিএম, অজয় এডওয়ার্ডের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট (আইজিজেএফ) সহ পাঁচটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিও রয়েছে। পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য কেন্দ্র নিযুক্ত কমিটির চেয়ারম্যান পঙ্কজকুমার সিংয়ের নেতৃত্বে উচ্চস্তরীয় কমিটি বর্তমানে দার্জিলিংয়ে রয়েছে। এই কমিটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করে মতামত শুনছে। বৃহস্পতিবার গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, জিএনএলএফ এই কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেছিল। শুক্রবার গোর্খাল্যান্ড অ্যাপেক্স কমিটির একটি প্রতিনিধিদল পঙ্কজকুমার সিংয়ের নেতৃত্বাধীন কমিটির সঙ্গে বৈঠক করে। সেখানে ডঃ মহেন্দ্র পি লামা ছাড়াও দার্জিলিংয়ের প্রাক্তন বিধায়ক তথা অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যসচিব ত্রিলোক দেওয়ান, বিজিপিএমের অমর লামা, আইজিজেএফের অজয় এডওয়ার্ড সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মহেন্দ্র পি লামা বলেছেন, ‘আমরা চিকেনস নেক এলাকায় বসবাস করি। এখানে একাধিক আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। কাজেই এখানকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পাহাড়ের দীর্ঘকালীন দাবি পূরণ করা প্রয়োজন।’

প্রশিক্ষণ

চোপড়া, ৯ অক্টোবর : স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীদের জন্য শুরু হচ্ছে রানি লক্ষ্মীবাই আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। উত্তর দিনাজপুর জেলায় এই প্রশিক্ষণের জন্য ৪৪০টি স্কুলকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে চোপড়া ব্লকের চোপড়া ও চোপড়া নর্থ সার্কেল মিলিয়ে ৪৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে গোটা কর্মসূচি শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলা সমগ্র শিক্ষা মিশন।

পুজোয় কংগ্রেসের জোর জনসংযোগে

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : আগামী পুর নির্বাচনকে মাথায় রেখে পুজোর চারদিন মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে জনসংযোগ করবেন কংগ্রেস নেতারা। সপ্তমী থেকে দশমী দার্জিলিংয়ে (সমতল) কে কোন এলাকায় ঘুরবেন, তা ইতিমধ্যে জেলা কংগ্রেস কমিটির তরফে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় পুজোর কয়েকদিন চলবে এই জনসংযোগ। বিগত বছরগুলির মতো এবারও শিলিগুড়ির হাসমি চকে কংগ্রেসের তরফে শিবির করা হবে বলে জানা গিয়েছে। সেখান থেকেও চলবে জনসংযোগ। তবে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে জনসংযোগ বাড়ানোর বিষয়টি যে একেবারে নতুন উদ্যোগ, তা জানিয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্ব।

বিগত বছরগুলিতে তৃণমূল, বিজেপি ও সিপিএমের মতো রাজনৈতিক দলগুলি পুজোর দিনগুলিতে নিজেদের মতো করে জনসংযোগ চালিয়েছে। এবারও তারা প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। তবে এতদিন সীমিত শক্তি নিয়ে কংগ্রেস কেবল হাসমি চকে দলীয় শিবির তৈরি করেই আটকে থাকত। কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পর ইতিমধ্যে কংগ্রেস নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে শুরু করেছে।

দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি জীবন মজুমদার বলেন, ‘বিজেপি পুজোকে ঘিরে ধর্মীয় রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। কিন্তু বাঙালির শারদীয় উৎসবে মানুষ যাতে ধর্মীয় উসকানির ঊর্ধ্বে উঠে পুজোয় শামিল হন, সেটাই আমরা পুজোর কয়েকদিন প্রচার করব। এলাকা নেতা-কর্মীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা নিজেদের মতো করে পুজোমণ্ডপ ঘুরে নিজেদের মতো জনসংযোগ বাড়াবেন।’

পুজোর মধ্যে শহর ঘুরবেন বলে জানিয়েছেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুবীন ভৌমিক। তাঁর কথায়, ‘পুজোতে কোনও রাজনৈতিক কথা আমরা বলব না। কেবল মানুষের সঙ্গে উৎসবের কথা হবে। পুজো রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকবে।’

নিরাপত্তায় নজর

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : মহালয়ায় ভোরবেলা থেকেই শহর শিলিগুড়ি এবং মহকুমার বিভিন্ন ঘাটে মানুষের ঢল নামে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে বিভিন্ন পদক্ষেপ করা হচ্ছে। প্রতিটি ঘাটে পুলিশের বিশেষ টিম থাকবে। ড্রোনের মাধ্যমেও নজরদারি চালানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। রাস্তাঘাটে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সাদা পোশাকের পুলিশ মোতায়েন করা হবে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা বর্ধমান রোড সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় সোনার দোকানগুলি ঘুরে দেখেন। কয়েকদিন আগেই সেবক রোডে একটি সোনার দোকানে ডাকাতির চেষ্টা হয়েছিল। পুজোর আগে ফের এই ধরনের ঘটনা আটকাতে নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখেন পুলিশ কমিশনার। প্রতিবছর মহালয়ায় এয়ারভিউ মোড় সহ শহরের বেশ কিছু জায়গায় যানজট হয়। সেইসব জায়গায় ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

অশোকের চিঠি

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : ফুলেশ্বরী রেলওয়ে ক্রসিং অচমকা বন্ধের জেরে বেড়েছে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ। শুক্রবার এ নিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে চিঠি পাঠালেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। ডাবগ্রাম, ভারতনগর, সুভাষপল্লি সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষের যাতায়াতের সমস্যা সহ ফুলেশ্বরী বাজারের ব্যবসায়ীরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। যাতায়াতের জন্য বিকল্প হিসেবে যে আন্ডারপাস রয়েছে তা সংকীর্ণ হওয়ায় ভারী গাড়ি ও অ্যাম্বুল্যান্স যাতায়াতে অসুবিধা হচ্ছে। বিকল্প পরিকাঠামো তৈরি না হওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে রেলগেটটি খুলে দেওয়ার আবেদন জানান অশোক। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি এই আবেদন জানান। এদিন সিপিএমের ৩ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক তিলক গুন জানান, বেআইনিভাবে রেলগেট বন্ধ করায় ১২ অক্টোবর রেলের এডিআরএম অফিস অভিযান করা হবে।

"MB"
Great Eastern™
We serve you best
PUJOR ASOL ADDA
5 BIKES
CAR
MICROWAVE
AIR FRYER
VACUUM CLEANER
Assured Special Gift
SPEAKER
HEADPHONES
SS SMARTHONE
PS5
SPIN AND WIN
Congratulations to the Winners
Name : Anima Hira
Branch : Baguihati
Name : Tapas roy
Branch : Durgapur
Name : Ripen Chakraborty
Branch : Balurghat
Name : Tanushree Dutta
Branch : Berhampore
LED TV বিজেতা
শুভ উদ্বোধন
JHARGRAM
19/1, Jhargram Main Road, Raghunathpur
Opp. Reliance Trends, M : 8420055258
RANAGHAT
106, G.N.P.C.Road, Ranaghat
Beside Bazar Kolkata, M : 7044478750
আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই
10.10.10
10 STORES
8 New Store +
2 Relaunching Store
10+10 Extra Cash Back*
10 Lucky Customers on 10 OCTOBER will get 10 GOLD COIN on purchasing*
1st TIME
CASH BACK
Upto
₹ 45K
Powered By : IDFC Finance
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 113+ STORES

"MB"
Great Eastern™
We serve you best
1st Time in WEST BENGAL
2 YEARS WARRANTY
ON MOBILE
Now Get 2 Years Warranty on Your Favourite Mobile!
Buy Mobile & Get a Chance to WIN
GOLD COIN*
Everyday Till Dussehra
SAMSUNG LG SONY Panasonic LLOYD Haier ONIDA AKAI
32 (81.28) ₹ 9,990*
43 (109) Smart ₹ 18,990*
55(139.7) Smart ₹ 31,990*
55(139.7) QLED TV ₹ 36,990*
65(165.1) 4K Google TV ₹ 49,990*
75(190.5) QLED TV ₹ 69,990*
HITACHI Carrier LG LLOYD Haier IFB SAMSUNG BLUE STAR VOLTAS MITSUBISHI ELECTRIC ONIDA Panasonic Godrej
1.5 Ton 3 S INV. ₹ 28,990*
1.5 Ton 5 S INV. ₹ 32,990*
LG SAMSUNG Whirlpool Haier Godrej LLOYD Panasonic BOSCH IFB
184 L SD ₹ 11,990*
238 L FF ₹ 21,490*
308 L FF ₹ 33,490*
596 L SBS ₹ 62,990*
SAMSUNG LG BOSCH IFB Haier Panasonic Whirlpool LLOYD Godrej
7 kg SA WM ₹ 8,990*
7 kg TL WM ₹ 14,990*
7 kg FL WM ₹ 28,990*
LG SAMSUNG Panasonic IFB Haier Godrej
MICROWAVE OVEN
Starting Price ₹ 5990*
SAMSUNG oppo vivo realme mi motorola
Apple18 Pro (256) ₹ 1,64,990*
Samsung A 27(8/128) ₹ 38,999* FREE Trolley Bag
Vivo V80 Series
Oppo F35 Pro Series
PRE BOOK & Get Exiciting Offers
FREE GIFT Worth Rs. 14900/- With Every Mobile
Watch Neck Band Speaker Power Bank Ear Buds
MI Note 17 Pro(8/128) ₹ 36,999*
Real Me 16 5G(8/128) ₹ 36,999*
Motorola Edge 70 Fusion(8/128) ₹ 30,990*
HAVELLS
Mixer Grinder (3 Jar) + Electric Kettle + Iron ₹ 2390*
Mixer Grinder 500W (3 Jar) + Iron ₹ 2290*
HAVELLS
Mixer Grinder 750W (3 Jar) + Iron ₹ 3290*
BAJAJ
Mixer Grinder 750W (3 Jar) + Iron ₹ 3290*
AIR FRYER ₹ 2990*
WATER HEATER ₹ 2290*
ASUS Lenovo DELL hp acer
FLASH SALE
Ryzen 3 | 8 GB 256 SSD |15.6 Win 11 Offer Price ₹ 39990*
Core 3 | 8 GB 512 SSD |15.6 Win 11 & Office BK lit |Silver Offer Price ₹ 51990*
Ryzen 3 | 8 GB 512 SSD |15.6 Win 11 & Office Offer Price ₹ 55990*
Ci3 | 8 GB 512 SSD |15.6 Win 11 & Office Offer Price ₹ 60990*
Core Ultra5 | 8 GB 512 SSD |15.6 | BL Win 11 & Office Offer Price ₹ 79990*
Ryzen 7-155| 16 GB 512 | 3050 RTX | 15.6 | Win 11 Offer Price ₹ 94990*
FREE GIFT Neck Band Speaker Power Bank Worth Rs. 4997/- With Every LAPTOP
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 113+ STORES
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel • 8240823718
OTHER BRANCHES: GARIA, KASBA, BECKBAGAN, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, SHALIMAR, BAGNAN, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, MADHYAMGRAM, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND-HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, CHAMPAHATI, KAKDWIP, BOLPUR, BERHAMPORE, RAGHUNATHGANJ, ASANSOL, MEMARI, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands.
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
* IF YOU HAVE NEW STORE LOCATIONS, SCAN US
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej Carrier BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA oppo vivo HAVELLS

মহালয়া মানেই কারও কাছে ভোরের আধো ঘুমে রেডিওয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠ, কারও কাছে পুজোর ছুটির প্রথম আনন্দ। আবার এই ভোরেই মিলেমিশে যায় স্মৃতি, ভক্তি, শোক আর সম্প্রীতি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মহালয়ার সুর বাঙালিকে মনে করিয়ে দেয়, মা আসছেন। ধর্মের গণ্ডি ছাড়িয়ে সেই ডাক ছড়িয়ে পড়ে সবার ঘরে, সবার মনে। এ শুধু পুজোর শুরু নয়, একসঙ্গে বাঁচার আনন্দও।

অর্ধেক শোনা মহালয়া

সেবন্তী ঘোষ

যে হিন্দু বাঙালি বাড়িতে জন্মেছি, সেখানে বছরভরের পুজোআচ্চা থাকলেও তা নিয়ে বাড়াবাড়ি ছিল না। খানিকটা বলা যায়, আমার পিতৃ-পিতামহ-পিতামহীর দীর্ঘকালীন পাহাড়বাসের ফল। সেখানকার তীব্র ঠান্ডা, জলের অপ্রতুলতা সমতলবাসীদের সঙ্গে তফাত তৈরি করে দিত। পাহাড়ে তো যথেষ্ট সংখ্যায় দুর্গাপুজো হত। সেসব মহালয়ার গল্প বাড়ির সবার কাছে শুনেছি। কিন্তু বাড়ি ভরা পাহাড়ের মহালয়ার গল্প আমার নয়। চাকরির কারণে আমার জন্মের আগেই পরিবার সমতলে নেমে এসেছে। প্রতিটি হিন্দু বাঙালির নিজস্ব একটি মহালয়ার মতো আমারও তাই নিজের গল্প আছে।

ওইদিন থেকেই পুজোর কাউন্ট ডাউন শুরু। আমাদের ছোটবেলায় সারাবছর ধরে নতুন জামাকাপড় কেনা বা বেড়াতে যাওয়া বা বাইরে ভালো ভালো খাওয়া, এসবের চল ছিল না। এখনকার মতো বাইরের খাবারের বৈচিত্র্যও ছিল না। চাউমিন, রোল ইত্যাদি বস্তুর নাম শুনিনি। সারাবছর নিয়মিত স্কুল যেতে হত। স্কুল বিষয়টি আমার কোনওকালেই পছন্দ হত না। ওই চারপাশ ঘেরা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসত। ফলে মহালয়া মানে এক মাসের একটা ছুটি। সে ছুটিতে যে রাস্তাঘাটে টইটই করে বেরোব, তেমনটাও নয়। ওই ছুটির সময়টা ছিল এখনকার ভাষায় 'মি টাইম'। পাড়ায় পুজো হত না। একেবারে ছোটবেলায় কোনও পুজোর প্যান্ডেলেই আমরা বসিনি কখনও। বেশ খানিকটা বড় হওয়ার পর বাঘা যতীন পার্কে পুজো শুরু হল। তারপর থেকেই আমাদের পাড়ার পুজো উপভোগ করা শুরু।

শুরুর একটা শুরু থাকে। মহালয়া হল এই গল্পের সূচনা পর্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে এটিই ক্লাইম্যাক্স। মহালয়া মানে আগের দিন থেকে বাবার রেডিওয় খুটখাট করে ব্যাটারি ভরে ঠিক করে রাখা, বারবার চালিয়ে নিয়ে সেন্টার পরখ করা। মহালয়া মানে পুজোর রেডিমেড জামাকাপড় কেনা বা পেয়ে যাওয়া শেষ। মা ঠিক সময়ে টেলারের কাছ থেকে নতুন জামা নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ প্রস্তুতি তুঙ্গে। শুতে যাওয়ার আগে মা রান্নাঘরে কেটলিতে জল রেডি করে রেখেছে। একান্নবর্তী পরিবারে মা-বাবা দুজনে মিলে চা খাবে ব্যাপারটা এমন নয়। ফলে একেবারে হাতের কাছে কাপগুলি, চা পাতা, চা, চিনির কৌটো গুছিয়ে রাখা। সে সময়ে লাল চা কাউকে খেতে দেখিনি। ফলে ফ্রিজে দুধের সসপ্যানটা খানিকটা এগিয়ে রেখে, মা পিছনে মাছ-মাংসকে ঠেলে দিত। দশম শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষা অবধি আমাদের চা খাওয়ার কোনও অধিকার নেই। কিন্তু ওই দিন যদি সকালে উঠতে পারতাম, তাহলে মা চা দেবে বলত। যদিও এই আশ্বাসবাণীতেও কাজ হত না। ভোররাতে গভীর ঘুমের মধ্যে টের পেতাম মা ডাকাডাকি করছে। একবার কোনওমতে চোখ খুলে ঘরের মধ্যে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সুললিত গম্ভীর ঝরনার মতো শব্দ, বাক্য গড়িয়ে যাওয়া টের পেতাম। তখনও আলো ঢোকেনি। পাড়াজুড়ে অজস্র বৃক্ষ, ফলে ঝুপসি অন্ধকার হয়ে থাকত। মা-বাবা চা খেতে খেতে মহিষাসুরমর্দিনী শুনছেন। পাশের ঘরে ঠাকুমাও আমার মতো আধো ঘুমে। আর কে শুনছেন মনে নেই, কারণ আমি পুরোটা কোনওদিনও শুনতে পারিনি। মা মাঝেমধ্যেই ঠেলে ঠেলে ওঠাবার চেষ্টা করত। আমিও অতি বাধ্য, শুনছি শুনছি ভান করতাম কিন্তু সে বয়সের নিয়মে গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে দেরি হত না। তবুও আবছাভাবে দেবী আর মহিষাসুরের কাহিনী কানে আসত ঠিক। আরও অনেকদিন পর রেকর্ডিং এলে, শুনত মা। তখনও আমি গল্পটা বুঝতে পারতাম না। বলার ভঙ্গিতে, গানে একটা ম্যাজিক ছিল যে, সেদিকে মন চলে যেত। ঘুম থেকে উঠে শুনতে পারতাম না ঠিকই কিন্তু সেদিনের সকালটা অসাধারণ হয়ে থাকত। এখনকার মতো অঙ্গ পোড়ানো রোদ নয়, নরম উজ্জ্বল আলো, ঝলমলে নীল আকাশ যেন অতি আকাঙ্ক্ষার পুজোয় প্রবেশের দরজা খুলে রেখেছে। বাড়িতে টিউশনের মাস্টার আসবে না। পাশের বাড়ির বন্ধুর সঙ্গে আরও অনেকক্ষণ গল্প করা যাবে। বিকেলে বাড়ির সামনে কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, অমলতাসে ভরা রাস্তায় আসন্ন পুজোর পরিকল্পনা করা যাবে।

এই অর্ধেক অংশগ্রহণের মহালয়া ফুরিয়ে গেল শান্তিনিকেতনে পড়তে যাওয়ার পর। সেখানে মহালয়া মানে আনন্দমেলা। একেবারে সক্রিয় অংশগ্রহণ। যাঁরা জানেন না তাঁদের জন্য বলা, গৌরপ্রাঙ্গণের উন্মুক্ত জায়গায়, শালবীথি অবধি ছাত্রছাত্রীদের অজস্র স্টল তৈরি হত। সেখানে নিজেদের হাতের কাজ বিক্রি করে একেবারে ছোট্ট ক্লাস থেকে বড় ক্লাসের ছেলেমেয়েরা। নিজেদের হাতের কাজ বিক্রির টাকা চলে যায় আশ্রমের সেবায়। সে যে কী অপূর্ব হাতের কাজ! অপটু কিন্তু নিজস্বতায় ভরা। হাতের কাজের বাইরে আরও বিচিত্র স্টল হত। হত মানে এখনও হয় কিন্তু আমি তো আমার সময়ের কথা লিখছি।

কলাভবনের ছেলেরা বিচিত্র নাটক করত। টিকিট কেটে আপনাকে সদ্য তৈরি ছোট্ট ঘরে ঢুকে সে নাটক দেখতে হবে। সবচেয়ে রোগা ছেলেটি ভীমের পার্ট নেবে। সবচেয়ে স্মার্ট ছেলেটি উদাস অন্যমনস্কের ভূমিকা। আমি ছিলাম কবিতা লেখার দলে। যে কেউ নিজের নাম লিখে দেবে। এক টাকা দিলে তা দিয়ে দু'লাইন, চার লাইনের কবিতা লিখে দেওয়া হবে তৎক্ষণাৎ। পছন্দের তরুণটি সামনে এসে তার নাম লিখে দিলে তাকে নিয়ে কবিতা লিখতে গেলে আঙুলের যে কাঁপাকাঁপি, তা নিশ্চয়ই পাঠক আন্দাজ করতে পারছেন। সিনেমার মতো তেমনটাও ঘটেছিল একবার।

সেই মহালয়া শেষ হয়ে গেলেই তার পরের দিন হস্টেল ছেড়ে বাড়িতে চলে আসতাম। ফলে মা-বাবার মহালয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল আমার। এসে শুনতাম, বীরেন্দ্রকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ। একবার যে বিকল্প ভাবনায় উত্তমকুমার এসেছিলেন, বাঙালি একেবারেই সেটা মেনে নিতে পারেনি। আশ্চর্য ঘটনা এই যে, এই উত্তমকুমার আবার বাঙালির নয়নের মণি! সময়টাই ছিল অন্যরকম। যাঁর যেখানে জায়গা সেখানে তিনি অনন্য। এক অক্ষর রাজনীতি না জানা অভিনেতা, অভিনেত্রী পৌঁছে গেলেন সংসদে, তখন এসব কল্পনাই করা যেত না। বাঙালি কিছু কিছু বিষয়ে ঐতিহ্য রক্ষাকারী। সেক্ষেত্রে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র আর মহালয়া সমার্থক। পরবর্তীকালে টিভিতে শ্রুতির বদলে চলমান দৃশ্যে মহালয়ার অনুষ্ঠান দেখেছি এক-দু'বার। পছন্দ হয়নি। এখনও চোখ বুঝলে স্পষ্ট দেখতে পাই, শোয়ার ঘরে ঢাউস রেডিও। খটখট করে তার নব ঘোরাচ্ছে বাবা। কাঁচা ঘুমের মধ্যে শুরু হয়ে গেল-

'যা দেবী সর্বভূতেষু
শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥'

যদি জানতেম কীসের ব্যথা, তোমায় জানাতাম

সন্দীপন নন্দী

এই সেই বাৎসরিক ঊষাকাল যেদিন বঙ্গজীবনের অঙ্গজুড়ে বিদ্রোহের পুনর্বার সূচনা হয় থরে থরে। পাশে লেখা থাকে, এক অবিস্মরণীয় বিষাদতিথি কীভাবে যেন বদলে যায় মহোৎসবের ম্যাজিকে। সব বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সৌজন্যে। সহস্র হিন্দুর বিতর্ক, আক্ষেপের প্রশ্ন শেষে অব্রাহ্মণ পুত্রের খড়খড়ে মিঠেকড়া কণ্ঠের চণ্ডীপাঠকেই মান্যতা দিল তন্দ্রাহারা শ্রোতারা। সঙ্গে বাঙালির তৃষ্ণা, ভক্তি, শোক, আবেগ আর শক্তির মাধুর্যকে সমাদরের ঐশ্বর্যে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিল আকাশবাণী।

বেতারেও বিপ্লব, বিশ্বাসখানি নয়নসমুখে ছিটকে এল আত্মঘাতী বাঙালির। বল পেল তারা। সহসা শ্রবণ আর দর্শনের ব্যবধান গেল ঘুচে। এভাবেই প্রতিবার শিশিরপাতের সঙ্গে অশ্রুপাতের সমন্বয়ে, আশ্চর্য জলদানের তর্পণ ঘনিষ্ঠ হল প্রতীক্ষিত শারদ পার্বণে। বীতশোকের আবহে যে দৃশ্যের বদল নেই আজও। ঘড়িবৈচিত্র্যে তখন রাত্রির শেষ প্রহর সমাপ্তির অপেক্ষায়। পাখি ডাকার পূর্বেই সমবেত পাড়ায়, ঘুপচি পঞ্চায়েতের কোথাও এক অনাবিল যন্ত্রের কাছে বাঙালি সমর্পণ করল তার যথার্থ ঐক্য আর প্রেম উদ্ভাসের বিবরণগুলি। যেন এ মায়াবী ভোরের স্মৃতিকণারা উজাড় ও অশেষ করেছে, এমনই লীলা তব। মহালয়া। যে অবসরে প্রতিবার আকাশের শুকতারা থাকে স্থির অবিচল। পঞ্জিকামতে এখন দূরের সূর্য কন্যারাশিতে বিরাজমান। তাতে কার কী? আশ্বিনে কৃষ্ণপক্ষের এ বিশেষ শেষ দিনেই পিতৃপক্ষের সীমান্তে এসে দাঁড়ায় দেবীপক্ষ। একটা ভোররাতের সম্পূর্ণ দখল নিয়ে আস্ত বাংলা হয়ে ওঠে যেন সহজাত মহিলা কম্পার্টমেন্ট। দুর্গা নামে ডাকাই যায় তারে। যার অভ্যন্তরে ক্ষমাপ্রার্থী পুরুষ রাক্ষস ক'দিন সব ভুলে দশভুজার আশ্রয়ে চলে যান। ভাবখানা এমন যেন সে হাত সজ্ঞানে কোনও পাপ করতে অক্ষম।

নাটক? দেবকুলে আপন অস্তিত্ব বিলুপ্তির সম্ভাবনায় ইন্দ্র, ব্রহ্মারা দেবী দুর্গাকে অস্ত্রে সাজিয়ে মহিষাসুরের সম্মুখসমরে পাঠায় এদিন। নারীপ্রীতির বাৎসরিক উদযাপন? আমাদের বোধে এই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ যখন অদেখা প্রিয় পূর্বপুরুষরা শুধু ছায়াশরীরে নাকি ঘুরঘুর করে ছাদে, অঙ্গনে, কলপাড় হতে নদীপাড়ের ভুবনে। ক'দিন গৃহবাসের পর দীপাবলির চোদ্দো প্রদীপে অলৌকিক আলোয় প্রস্থানের পথ ধরে হারিয়ে যাওয়া পরিজনদের। এটাই মহালয়া মিথ। যে কালে ধুলো ঝেড়ে রেডিওর শর্ট ওয়েভের নব ঘুরিয়ে বেজে ওঠে শরৎকালের আলোকমঞ্জির। কাকভোরে দূর হতে শুনি গৃহে গৃহে একাকার সুরমূর্ছনা। হাতে মাত্র সাতদিন। বহুচর্চিত রিমাইন্ডার মহালয়ায় তাড়া বাড়ে। মৃৎশিল্পী, দর্জি, সবকিছু আলোকের ঝরনাধারায় ধুইয়ে দেওয়া শ্রমিক বা ষষ্ঠীসন্ধ্যায় স্পিতিভ্যালি ভ্রমণে উদ্যত দাস পরিবারের ব্যাগ গোছানোর মধ্যে দিয়ে সর্বত্র হৃৎকমলে ধুম লাগে। তাই এমনতর অমোঘ মেগা ফেস্টিভালের সূচনালগ্নে ভ্যাবাচ্যাকা খায় বাঙালি। এসেছে শরৎ হিমের পরশ, কবিতার কারাগার ফেলে মুক্ত হয় বিশ্বাসে, সত্যের বজনকোণে।

ওল্ড এজ হোম বা অখ্যাত অনাথ আশ্রমে, প্রবল প্রত্যয়ে ওরা ভোর ভোর অনুভব করে, মা আসছেন। যে মায়ের বিভাজন নেই, বেড়া নেই। কাঁটাতারের ওপার-এপার সমান যার কাছে। যে মা অচিরে মিলিয়ে দিতে পারেন, ফজর নমাজের সঙ্গে ভৈরবী রাগসাগরে প্রথম প্রহরের সংগীত, 'জাগো তুমি জাগো' কে। এই করেছ ভালো। হিন্দুধর্মের নিয়ন্ত্রণাধীন চিরপ্রত্যূষে বছর বছর এভাবেই বয়ে চলে সম্প্রীতি ও প্রেরণার হৃদয়-ধুন। কারণ মুসলিম সংগীত ঐতিহ্যে সানাই তো শুধু বাদ্যযন্ত্র নয় সুফি ঘরানার আধ্যাত্মিক আত্মসমর্পণও বটে। নাহলে মহালয়ার এক গীতিআলেখ্য কোন স্পর্ধায় শুরু হয় আলি আহমদ হুসেন খানের ওষ্ঠঝংকারে! আমরা অহেতুক বিদ্বেষ করি ভক্ত। অনুষ্ঠান শুরুতে সানাই দিয়ে মেলালেন তিনি। গৌরবের গল্প বলে চলে আশ্বিনের অভূতপূর্ব ভোরবেলা। একবৃন্তে দুটি কুসুমের ভরসায় গমগম করে অক্টোবর আকাশ, বিশ্বাসী বাংলা বাতাস ও বাণী। যে অনীহায় নড়ে ওঠে ওই পদ্মদিঘির ঘোলা কালোজল। তবু শারদোৎসবের আরম্ভে সমস্ত খুকুর হয়ে ঘোষণা থাক, যদি জানতেম আমার কীসের ব্যথা তোমায় জানাতাম!

সকলকে জানাই দুর্গাপুজোর প্রীতি ও শুভেচ্ছা — হীরা রায়, ওবিসি মোর্চা, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা, সহ সভাপতি, বিজেপি
সকলকে জানাই শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা — বিনোদ গুপ্তা, ১ নম্বর মণ্ডল সভাপতি, বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা
শুভ দুর্গাপুজোর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা — আইনজীবী অত্রি শর্মা
॥ শারদীয়ার শুভেচ্ছা বার্তা ॥ — হেমন্ত সিনহা (সভাপতি), তরাই আশ্রয় সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন
সকলকে জানাই শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা — লক্ষ্মী শর্মা (সহ-সভাপতি), বিজেপি, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি
সকলকে জানাই শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা — পার্থ বৈদ্য, বিজেপি কো-অর্ডিনেটর, ৩৬ নম্বর ওয়ার্ড, শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
Wish you all a very Happy Durga Puja — Forthill Hospital, Call for appointment 9002 058135, Next to Darjeeling Truck Association, NH110, Dagapur, Siliguri
মা দুর্গা মহিলা সংঘ গঙ্গা মন্দির কমিটি — শারদীয়ার শুভেচ্ছা ও সমস্ত গ্রামবাসীকে সাদর আমন্ত্রণ — শেফালি দাস (সভাপতি), দীপা রায় (সম্পাদিকা), কমলা সরকার (কোষাধ্যক্ষ)
Shubho Mahalaya — The Planet Mall, 3rd Floor, Sevoke Road, Siliguri, +91 98320 99995
Shreemaa Weighing Scale — শুভ মহালয়া — 2 No Caltex More, Near Ankur School, Malbazar, 97497 97970
শুভ দুর্গাপুজোর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা — অমিত জৈন, প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা, শিলিগুড়ি পুরনিগম
ERROR — শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা — +91 8918457221, +91 8597165567, ML Acropolis Mall, 4th Floor, Siliguri
সকলকে জানাই শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা — নাওয়াল যাদব, সহসভাপতি, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ৫ নম্বর মণ্ডল, বিজেপি
সকলকে জানাই দুর্গাপুজোর প্রীতি ও শুভেচ্ছা — পরিতোষ রায়, মেডিকেল মণ্ডল ৪, যুব সভাপতি
সকলকে জানাই দুর্গাপুজোর প্রীতি ও শুভেচ্ছা — অমিত আগরওয়াল, বিজেপি ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর, ওয়ার্ড নম্বর ১৩, শিলিগুড়ি
সকলকে জানাই দুর্গাপুজোর প্রীতি ও শুভেচ্ছা — জিতেন্দ্র সারিন, মাইনোরিটি জেলা সভাপতি, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা, বিজেপি
WPC Door Frame — White Tiger — Rudraksh Polymers — B.T. Complex, Near Royal Oak Furniture, Pillar No.61, 3rd Mile, Salugara, Siliguri (W.B)
সকলকে জানাই দুর্গাপুজোর প্রীতি ও শুভেচ্ছা — আস্তিক মণ্ডল (সাধারণ সম্পাদক), ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা
ARV Construction Company — Wish you all very Happy Durga Puja — Custom Building and Remodels, General Contracting — Kholachand Fafri, Siliguri — CONTACT: 7477829984, 8617068066
শুভ দুর্গাপুজোর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা — দীপঙ্কর অরোরা (মানিক), শিলিগুড়ি পুরনিগম ৪১ নম্বর কো-অর্ডিনেটর, সহসভাপতি, বিজেপি, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা
শুভ দুর্গাপুজোর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা — রতন শর্মা (আইনজীবী), ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ৪ নম্বর মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক
The Beating Heart of Business is Here — Let's Olympia — Amit Olympia, Dwarika Group — LG+UG+6 Floors, 295 Units, 9 Storied Parking Building — Book Now 080 6922 0660 — Beside Planet Mall, Sevoke Road, Siliguri — WBRERA/P/JAL/2025/002955, WWW.RERA.WB.GOV.IN

মহালয়ার তর্পণ থেকে দেবীপক্ষের আবাহন, শাস্ত্রের তর্ক থেকে বাঙালির আবেগ– দুর্গাপুজোকে ঘিরে বিশ্বাস আর আনন্দের মেলবন্ধন চিরন্তন। শব্দের ব্যুৎপত্তি কিংবা উৎসের ইতিহাস যা-ই বলুক, মহামায়ার আগমনে বাঙালির মন বাঁধা পড়ে এক অমোঘ টানে। জৌলুস, থিম আর বিবর্তনের আড়ালেও পুজো আসলে মিলনের উৎসব, ঘরের মেয়েকে বরণ করার আবেগ। সবার ঘরে আসুক সুখ, কারও আনন্দ যেন অপূর্ণ না থাকে।

ব্যুৎপত্তি উৎপত্তি এবং নিষ্পত্তি

গৌতমেন্দু রায়

আশ্বিন মাসে কৃষ্ণপক্ষের এই অমাবস্যা তিথিতে কী এমন ঘটে যে আমাদের 'দোলে মন দোলে অকারণ হরষে'? পিতৃপক্ষের অবসান হয়ে দেবীপক্ষের সূচনা হচ্ছে বলে? দেবীপক্ষ শুরু হল সে তো খুবই আনন্দের কথা কিন্তু পিতৃপক্ষ বলে আমরা যেটা বলছি, যার মধ্যে শুধু পিতৃপক্ষ নয়, মাতৃপক্ষও রয়েছে। তার অবসানে আমাদের আনন্দিত হওয়ার কারণটাই বা কী। এই তো একটু আগে মহালয়ার পুণ্যতিথিতে প্রয়াত পূর্বসূরিদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে এলাম। এইবার তাঁরা প্রস্থান করছেন বলে আনন্দিত হব?

অনেকে বলেন মৃতদের আবাসস্থল অন্ধকারে ঢাকা। মহালয়ায় সেই অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দেবীপক্ষ আমাদের সামনে অত্যুজ্জ্বল হয়ে প্রকট হয়। সে কারণেই আমরা দেবীপক্ষ এলে চনমনে হয়ে উঠি। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন তো শাস্ত্র বলছে যে স্বর্গলোক আর মর্ত্যলোকের মাঝখানে রয়েছে এই পিতৃলোক। সেখানে থাকেন আমরা যাঁরা এই মুহূর্তে জীবিত রয়েছি তাঁদের পূর্ববর্তী মৃত তিনপুরুষ। তাহলে বিষয়টা কী দাঁড়াচ্ছে? আলোকিত স্বর্গলোক আর অতি উজ্জ্বল মর্ত্যলোকের মাঝখানে যে পিতৃলোকটি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ঝুলে রয়েছে একমাত্র সেখানেই লোডশেডিং। এই লোকের অধীশ্বর আবার নাকি যমরাজ। যমরাজ তো শুধু মৃত্যুর

দেবতা নন, তিনি ধর্ম আর ন্যায়েরও দেবতা। সুতরাং তাঁর আন্ডারে থাকা পিতৃলোকে এতবড় ব্লান্ডার হয় কীভাবে? বিনা কারণে আমাদের প্রণম্য পূর্বসূরিদের তিনি অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখতে পারেন? এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তির উল্লেখ না করলেই নয়। ১৮৯৭ সালে মাদুরাইতে একটি ইংরেজি বক্তৃতায় তিনি যা বলেছিলেন তার বাংলা করলে দাঁড়ায়- 'স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র—এগুলো সবই গ্রহণযোগ্য যতক্ষণ না তারা বেদের সঙ্গে একমত, এবং যেখানেই তারা পরস্পর বিরোধী, সেগুলিকে অবিশ্বস্ত বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।'

মহালয়ার উৎপত্তি আর শব্দটির ব্যুৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতদের আকচা-আকচির নিষ্পত্তি কীভাবে করা যায়, প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে তার অন্য একটি বিবরণ দিচ্ছি। প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যালের বড় মেয়ের বিয়েতে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। কোথাও একটা বক্তৃতা দেওয়ার তাড়া থাকায় তিনি বললেন সামান্য কিছু খাবার একটি প্লেটে সাজিয়ে দিতে। কলকাতার একটি বিখ্যাত কেটারিং এজেন্সি ভূরিভোজের দায়িত্বে ছিল। সেই সংস্থার ম্যানেজার স্বয়ং একটি প্লেট সাজিয়ে সুনীতিকুমারকে দিলেন। প্লেটে একটি আইটেমের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে উনি জানতে চাইলেন বস্তুটি আসলে কী। ম্যানেজার বেশ গর্বিতভাবে বললেন 'ওটা ফিশ ওরলি'। শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন ভাষাচার্য। উনি জিজ্ঞেস করলেন এই ওরলি নামটি কোন দেশ থেকে এসেছে? এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি কী? জার্মান, স্প্যানিশ, ইতালীয় ইত্যাদি ভাষায় মাছভাজাকে কী বলে তা উনি একটি একটি করে ম্যানেজারকে বোঝাতে শুরু করলেন এবং বললেন যে এই ওরলি পদার্থটি কিন্তু এইসব দেশের কোনওটার মাছভাজার সঙ্গেই মিলছে না। বেগতিক দেখে নারায়ণ সান্যালের মেজদা আসরে অবতীর্ণ হয়ে বললেন 'ব্যুৎপত্তি যা-ই হোক না কেন আপাতত এই ফিশ ওরলির উৎপত্তি হল বিয়েবাড়ির হেঁশেল। আপনি এটা মাছভাজা মনে করেই খেয়ে নিন।' সহাস্যে আচার্য উত্তর দিলেন, 'তা বেশ। ভাজা মাছটি আমি ভালোই উলটে খেতে জানি।'

ঘটনাটি এইজন্যই বললাম যে আমাদের ধর্মীয় ও লৌকিক সংস্কৃতিতে এমন কিছু বিষয় আছে যা শব্দগত ব্যুৎপত্তি বা উৎপত্তির ধার ধারে না। ইতিহাস ও বিজ্ঞানের তোয়াক্কা না করে আমরা তাকে আপন করে নিয়েছি। পিতৃপক্ষ, দেবীপক্ষ এসবের প্রতি পক্ষপাত না করে আমরা ধরে নিয়েছি মহালয়া হল একটি পাইলট কার। তার পেছনেই আসছেন মহামায়া। আর ঠিক সেই কারণেই গোটা বঙ্গদেশ উদ্বেলিত। দেহ, মন আর আত্মার সবটাজুড়ে শুধুই পুলক আর উত্তেজনা।

সবার আনন্দে পূর্ণ হোক মঙ্গলকলস

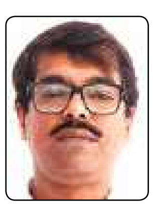

পরাগ মিত্র

তেরো পার্বণের বঙ্গঝোলায় এখন ভ্যালেন্টাইন্স, মেহেন্দির মতো নানান নতুন শেড। তবুও 'পুজো আসছে' শুনলেই চোখে ভাসে একমেবাদ্বিতীয়ম্ শারদীয়া দুর্গোৎসব। এরই প্রতীক্ষায় বছরভর আত্মার তাকিয়ে থাকা। অর্থ, লোকবল, স্পনসরের বৈভবহীন মণ্ডপে বিষণ্ণ বুড়োদের দীর্ঘশ্বাস, 'এবারই শেষ'। কোথায় শেষ? বয়সদীর্ণ দেহে পরের বছরও দৌড়ঝাঁপ। যতদিন শ্বাস ততদিন মাতৃবন্দনার আশাই বটমলাইন।

রাবণবধের সংকল্পে রামচন্দ্রের দুর্গাপুজো পুরাণে থাকলেও বাল্মীকির রামায়ণে নেই। নির্মাণের কৃতিত্ব সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসের। সূর্যের দক্ষিণায়ন দেবলোকে রাত্রি। তিথিও নেই। দেবতার ঘুম ভাঙাতে দ্বিধান্বিত রামচন্দ্র। রাজা সুরথের প্রতিপদে পুজোর উদাহরণে সাহস জোগালেন কৃত্তিবাস। 'কালিকাপুরাণ' থেকে সরে রাবণবধ করালেন দশমীতে। অকালমৃত্যু, অকালপক্ক... দিনযাপনের চর্যায় পূর্বপদে 'অকাল' শব্দ তিলমাত্র সুখের না। ব্যতিক্রম অকালবোধন। 'শ্রীরাম পাঁচালি'র এই সিঞ্চন প্রজন্মের পর প্রজন্মে আনন্দের অনির্বাণ শিখা।

পৌরাণিক দিব্যজ্ঞানের প্রতীক উমা নদীবিধৌত বাংলায় ঘরের মেয়ে। শ্মশানে মশানে ঘোরা শিব সংসারে উদাসীন। লোকে মন্দ বললেও মা মেনকার উমাকে কৈলাসে ফেরত না পাঠানোর শপথ আগমনী গানে। রাজবাড়ি থেকে দেহজীবী সব ঘরের মাটি পুজোয় প্রয়োজন। অর্থাৎ কেউ রবাহুত নয়। বাহন সহ সপুত্রকন্যা দুর্গার পুজো যূথবদ্ধ যাপনের দীক্ষা। নির্দয় শুধু নবমীর রাত। আরও দীর্ঘ হওয়ার আর্তি নস্যাৎ করে দশমীকে আনে। বিসর্জনের পর খাঁখাঁ মণ্ডপ। মোচড়ে জাগে শ্বশুরবাড়িতে মেয়েকে পাঠানোর পর বাবা-মার অব্যক্ত যন্ত্রণা।

কৃত্তিবাসের পথে বাঙালিও দেবীরূপ রাঙাল মনের মাধুরীতে। বোলপুরের হাটসেরান্দিতে পটের দুর্গা। মুচিরা মহাদেবপুরে দেবী চতুর্ভুজা। হুগলির কৃষ্ণরাম মিত্রের কার্তিক মুকুটহীন। কোচবিহারে রাজ আমলের বড়োদেবীর পাশে উপস্থিত শুধু জয়া-বিজয়া। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে পেটকাটি দুর্গা। জঙ্গিপুরের ঘোষালদের প্রতিমা শিকলে বাঁধা। আসানসোলের হাজরাবাড়িতে উইটিপিতে পুজো। বাসন্তী দেবীকে লেখা চিঠিতে সুভাষের উপলব্ধি "মানুষ জীবনে এমন একটি স্থান চায় যেখানে তর্ক থাকবে না—বিচার থাকবে না—বুদ্ধি বিবেচনা থাকবে না, থাকবে শুধু 'ব্লাইন্ড ওরশিপ'। তাই বুঝি 'মা'-র সৃষ্টি"।

জৌলুসের ঠমক, রূপে বিবর্তন, থিমে প্রচার হালফিলের না। শ্রুতি কংসনারায়ণ আট লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেছিলেন। পরাভূত সিরাজ। শোভাবাজার রাজবাড়ির জাঁকজমকের পুজোয় উপস্থিত ক্লাইভ, নাচঘরে নিকি বাইজি। ১৭৯০-এ বারোয়ারি পুজো শুরু। স্বাধীনতার শপথে বীরাষ্টমীকে নতুন মাত্রা দিলেন সরলা দেবী। ঢাকের আওয়াজে ইউরোপীয়ের অভিযোগে আওয়াজের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ায় ফাইন হয়েছিল রানি রাসমণির। ব্রিটিশ বিরোধিতার অভিযোগে নিষেধাজ্ঞা সিমলা ব্যায়াম সমিতির পুজোয়। বাগবাজার সর্বজনীনের প্রদর্শনী রূপ নিল স্বদেশি শিল্পমেলায়। অনুশীলন সমিতির পুজো প্রতিমাহীন। 'বন্দে মাতরম' স্তবেও দুর্গা। একচালা থেকে পাঁচচালার প্রতিমার পথিকৃৎ গোপেশ্বর পাল। ডিজিটাল যুগেও শিউলি, কাশফুলে চিরন্তনী মাদকতা। মহালয়া তর্পণের দিন। ওইদিনই ব্যারিটোন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 'মহিষাসুরমর্দিনী' হয়ে উঠেছে পুজোর শৃঙ্গধ্বনি।

সাম্প্রতিকের উৎসব না পুজো, আমিষ বনাম নিরামিষ বিতর্কে মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে। এদেশে মার্কসবাদের অন্যতম ভগীরথ তিনি। জেলেও জড়িয়ে থাকতেন দুর্গাপুজোয়। বঙ্কিম ১৮৭৪-এ 'আমার দুর্গোৎসব' ও রবীন্দ্রনাথ ১৯০৮-এ 'শারদোৎসব' লিখেছিলেন। পুজোপদ্ধতিতে বৈষ্ণব, শাক্ত, তন্ত্রমত কোথাও স্বতন্ত্র, কোথাও সম্পৃক্ত। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের এই বহুমাত্রিকতা নিয়েই সবাই আনন্দে মাতুক। 'মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্‌ভবেৎ' অর্থাৎ কেউ যেন দুঃখী না হয়, ঋগবেদের শিক্ষা।

শুভ মহালয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
প্রসেনজিৎ পাল
বিজেপি কো-অর্ডিনেটর
শিলিগুড়ি পুরনিগম ২৪ নম্বর ওয়ার্ড

সকলকে জানাই দুর্গাপুজোর প্রীতি ও শুভেচ্ছা
শিবাজি শা (সমাজসেবী)

শুভ দুর্গাপুজোর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
আনন্দময় বর্মন
রাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থ ও পরিবহণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শুভ শারদীয়ার

সকলকে জানাই শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
EVELAND CLINIC | JALPAIGURI
Hope & Heal Cancer Hospital and Research Center Siliguri
ডিসান হসপিটাল শিলিগুড়ি
ইভল্যান্ড ক্লিনিক এন্ড নার্সিংহোম
ডাঃ নিরঞ্জন কুমার
সময় : সকাল ১১টা থেকে
7053351355 / 8981065035 9147099335/9051715171
নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস রোড, হাকিমপাড়া (সদর হাসপাতালের বিপরীতে), জলপাইগুড়ি

সকলকে জানাই শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা
Velore Hospital where trust meets care
ভেলোর হসপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড
730, 731 পালপাড়া, মাটিগাড়া, এশিয়ান হাইওয়ে বালাসন ব্রিজের কাছে, সামনে কৌশল হন্ডাই, মাটিগাড়া শিলিগুড়ি- 734010 (পশ্চিমবঙ্গ)
অর্শ (পাইলস) নিউরো সার্জারি ফিস্টুলা ফাইব্রয়েড ক্যানসার সার্জারি সিজারিয়ান অর্থোপেডিক সার্জারি ইউরোলজি স্ত্রীরোগ বিষয়ক সার্জারি
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উন্নত প্রযুক্তি সহানুভূতিশীল যত্ন রোগীর নিরাপত্তা
আপনার স্বাস্থ্য, আমাদের অগ্রাধিকার
9733776554 | 9831087772

আপনার সমস্যা, আমাদের সমাধান
পুজোর গন্ধে, জীবনের ছন্দে
জীবনের প্রতিটি সুখে-দুঃখে, আপনার পাশে আমরা
আপনার জীবনের বিভিন্ন দিককে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য বিভিন্ন মডালিটির মাধ্যমে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা
Vedic Astrology Crystal Remedy Numerology Vastu Consultation Reiki Healing Tarot Reading Colour Therapy Face Reading
শিখতেও পারবেন
Astrology | Numerology | Face Reading
শিখতে আগ্রহীদের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে।
যোগাযোগ করুন: +91 82739 19567
আমাদের অফিস (India)
Kolkata | Delhi | Puri | Siliguri | Mathura
International Office
Singapore | Malaysia | Philippines | Hong Kong
DR. ABHIJIT BHANNDARY
Healing Influencer
Double Gold Medalist
Best Astrologer 2026 Winner

জ্যোতিষ, বাস্তু, সংখ্যাতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক পরামর্শে আপনার পাশে
জ্যোতিষ পরামর্শ বাস্তু পরামর্শ সংখ্যাতত্ত্ব পরামর্শ আধ্যাত্মিক পরামর্শ
কল্লোল শাস্ত্রী
+91 62943-34600
কোচবিহার | শিলিগুড়ি

সকলকে জানাই দুর্গাপুজোর প্রীতি ও শুভেচ্ছা
রণবীর কুমার মজুমদার (বিট্টু)
ভারতীয় জনতা পার্টি
শিলিগুড়ি পুরনিগম ২৭ নম্বর ওয়ার্ড

LIBERTY MULTIBRAND @ Hill Cart Road
Presents tips & toés
No.1 LADIES FOOTWEAR COLLECTION
NEW ARRIVAL FESTIVAL COLLECTION
Also Available FN FEETINCH
Opp. Meghdoot Cinema, (Behind Ajanta), Hill Cart Road Siliguri, Ph. 9732113555

শুভ দুর্গাপুজোর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
শংকর ঘোষ
পরিষদীয় ও পর্যটনমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Sunetra'z Vision Redefined
Dr. Amitabha Chakraborty
Phaco Surgeon and Medical Retina Specialist
আমাদের পরিষেবাসমূহ
চোখের ছানি অপারেশন চশমার পাওয়ার পরীক্ষা নেত্র পরীক্ষা ও রোগ নির্ণয় চোখের রেটিনা, গ্লুকোমা ও অন্যান্য সমস্যার চিকিৎসা অভিজ্ঞ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ
আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে বিনামূল্যে ছানি অপারেশন
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন 7031532499
Ashrampara Road, Near Pakurtala More, Siliguri
উন্নত প্রযুক্তি • আধুনিক চিকিৎসা • আপনার চোখের সুরক্ষায় আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

SILIGURI TEA TRAINING INSTITUTE
SILIGURI DARJEELING INDIA
OUR COURSES
1. PG DIPLOMA IN TEA MANAGEMENT (PGDTM) DURATION - 6 MONTHS- COURSE FEE- Rs.- 50000/-
2. CERTIFICATE COURSE IN TEA MANAGEMENT DURATION - 4 MONTHS- COURSE FEE- Rs.- 30000/-
3. TEA TASTING, TEA BLENDING AND TEA MARKETING COURSE DURATION - 6 DAYS- COURSE FEE- Rs.- 10000/-
DIRECTOR : DR. S.E. KABIR- 8372059506/9800050770
JOINT DIRECTOR : MR. NABIN BASU- 9230060666
Email : kabirtea@yahoo.co.in
web: www.teainstitute-siliguri.com

খাঁটি স্বাদে, বাঙালির রান্নার আপন সঙ্গী
পুজোর গন্ধে, বাংলার স্বাদে থাকুক ঘিয়ের সোনালি ছোঁয়া
SILPI Ghee
Rony Ghee
25 YEARS SPECIAL
FESTIVE SPECIAL CARD
Buy Silpi Ghee / Rony Ghee and win special discounts and gifts.
This scheme is applied only for buying Silpi Ghee/Rony ghee.
১০০% বিশুদ্ধ গোরুর দুধ থেকে প্রস্তুত
প্রিজারভেটিভ-মুক্ত • প্রাকৃতিক • পুষ্টিকর
ডিস্ট্রিবিউটরশিপের জন্য যোগাযোগ করুন: 98326 78470
Email: silpidairy@gmail.com
North Bengal University Avenue, Opposite Gate No. 2, Shiv Mandir

আমাদের জীবনেও এমন কত সম্পর্ক! কোনও পাখি, কোনও গাছ, কোনও নদী কখন যেন আপন হয়ে ওঠে। তারপর একদিন দেখি, সেই পাখিটি আর আসে না, সেই গাছটি আর ছায়া দেয় না, নদীর জলও আর আগের মতো স্বচ্ছ নেই। যে গাছ ছায়া দিয়েছে, যে নদী তৃষ্ণা মিটিয়েছে, তাদের ঋণ স্বীকার করার কোনও ভাষা কি আমাদের নেই? পৃথিবী শুধু মানুষের নয়। তার প্রতিটি প্রাণ, প্রতিটি গাছ, প্রতিটি নদী এই জীবনেরই অংশ।

তর্পণ

এক পৃথিবী ভালোবাসা

রমাপদ পাহাড়ি

এক আঁজলা জল

ঘুমঘুম ভোর। কুয়াশার চাদর মুড়ে বসে আছে নদী। এক বৃদ্ধ জলে দাঁড়িয়ে তর্পণ করছেন। কাঁপা কাঁপা হাতে জল তুলে নাম বলছেন বাবা, মা, ঠাকুরদা, ঠাকুমার। পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর নাতি। হঠাৎ ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, 'দাদু, যাদের কেউ নেই, তাদের জন্য কে জল দেয়?'

বৃদ্ধের হাতের জল হাতেই রয়ে গেল। যে লোকটা রাস্তায় মরে পড়ে থাকে, যার বাড়িতে ফেরার কেউ নেই, তার জন্যও কি কেউ জল দেয়? যে মানুষটার নাম কেউ জানে না, সেও তো একদিন বেঁচে ছিল! যে মা সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখাতে গিয়ে নিজেই অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন, যে শ্রমিক সারাজীবন অন্যের ঘর বানিয়েও নিজের ঘরটুকু গুছিয়ে যেতে পারলেন না, তাঁদের কথা আজ কে মনে রেখেছে?

অথচ তাঁরাও তো বেঁচেছিলেন। কাউকে ভালোবেসেছিলেন। কোনও এক সকালে হয়তো ঘর থেকে বেরিয়ে বলেছিলেন, 'ফিরতে একটু দেরি হবে।' তারপর আর ফেরা হয়নি। পৃথিবী তাঁদের ভুলে গেছে। কিন্তু তাঁদের জীবনটা তো মিথ্যে ছিল না!

যে নাম জানে না কেউ

পুরোনো বাড়ি ভেঙে পড়ছে। ধুলোর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল মরচে ধরা একটা চাবি। নতুন মালিক জানেন না, কার ছিল এটি, কোন দরজা খুলত। হয়তো কোনও একদিন এই চাবি হাতে ঘরে ফিরতেন একজন মানুষ। দরজা খুলে কেউ হাসিমুখে এগিয়ে আসতেন। কোনও শিশু বাবার পায়ের শব্দ শুনে ছুটে যেত। তারপর একদিন মানুষগুলো চলে গেছেন। তাঁদের হাসি, অভিমান, অপেক্ষা হারিয়ে গেছে সময়ের ভিতর। বাড়িটিও ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। পড়ে আছে শুধু একটি চাবি। চাবিটি আজও যেন জানে, একদিন তারও একটি ঠিকানা ছিল। শুধু বলার মতো কেউ নেই। পৃথিবীতে এমন কত চাবি, কত চিঠি, কত পুরোনো ছবি পড়ে আছে! যাঁদের মুখ আমরা চিনি না, তাঁদের গল্পও কি একদিন এমন করেই হারিয়ে যায়? আমরা তাঁদের নাম জানি না। কিন্তু তাই বলে তাঁদের অস্তিত্ব অস্বীকার করব কী করে?

যে ইতিহাস লেখেনি কেউ

ইতিহাসের পাতা রাজাদের নামে ভরা। যুদ্ধের বিবরণে মোড়া। বিজয়ীর মুকুটে ঝলমল। কিন্তু যে কৃষক সারারাত জেগে ফসল পাহারা দিয়েছিলেন, যে নারী নিজের ভাগের খাবারটুকু সন্তানের পাতে তুলে দিয়েছিলেন, যে অচেনা মানুষ দুর্ভিক্ষের দিনে অপরিচিতের হাতে একমুঠো খাবার তুলে দিয়েছিলেন, তাঁদের কথা কে লেখে? সভ্যতা শুধু বিখ্যাত মানুষের হাতে গড়ে ওঠেনি। তার ভিত তৈরি হয়েছে অগণিত অচেনা মানুষের শ্রমে, ত্যাগে, ভালোবাসায়। আমাদের ভাষার প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি পথের ধুলোয় মিশে আছে তাঁদের স্পর্শ। ইতিহাস যাঁদের মনে রাখেনি, তাঁদের জীবন কি তাই বলে ইতিহাসের বাইরে?

ফিরে আসেনি পাখিটাও

একটি বাড়ির কার্নিশে রোজ একটি পাখি আসত। বৃদ্ধা তার জন্য একমুঠো চাল ছড়িয়ে দিতেন। পাখিটি ঠুকরে খেত, তারপর উড়ে যেত। পরদিন আবার আসত। একদিন বৃদ্ধা আর ঘুম ভেঙে উঠলেন না। কয়েক দিন পরে পাখিটিও আসা বন্ধ করল। হয়তো কাকতালীয়। তবু বাড়ির লোকের মনে হল, ওই দুজনের মধ্যে একটা সম্পর্ক ছিল। কোনও ভাষা ছিল না, কোনও প্রতিশ্রুতি ছিল না। ছিল শুধু প্রতিদিনের একটুখানি ভালোবাসা।

আমাদের জীবনেও এমন কত সম্পর্ক! কোনও পাখি, কোনও গাছ, কোনও নদী কখন যেন আপন হয়ে ওঠে। তারপর একদিন দেখি, সেই পাখিটি আর আসে না, সেই গাছটি আর ছায়া দেয় না, নদীর জলও আর আগের মতো স্বচ্ছ নেই। যে গাছ ছায়া দিয়েছে, যে নদী তৃষ্ণা মিটিয়েছে, তাদের ঋণ স্বীকার করার কোনও ভাষা কি আমাদের নেই? পৃথিবী শুধু মানুষের নয়। তার প্রতিটি প্রাণ, প্রতিটি গাছ, প্রতিটি নদী এই জীবনেরই অংশ।

ঝিনুকের স্মৃতিপথে

ঝিনুক এ যুগের মেয়ে। হাতে দামি মোবাইল, চোখে নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন। সে হয়তো জানে না, তার পূর্বপুরুষ কোন নদীর ধারে থাকতেন, কোন দুঃখ বুকে চেপে পরদিন কাজে বেরিয়ে পড়তেন। তবু তাঁদের জীবন ঝিনুকের ভিতরেই কোথাও বেঁচে আছে। তার ভাষায়, সংস্কারে, অস্তিত্বে জমে আছে বহু প্রজন্মের ছাপ। সে ভবিষ্যতের দিকে হাঁটছে, অথচ তার পায়ের নীচে অতীতের মাটি।

একদিন ঝিনুকও স্মৃতি হবে। তারও কিছু স্বপ্ন অপূর্ণ থাকবে, কিছু কথা বলা হবে না। হয়তো তার পরের প্রজন্ম তার অনেক কিছুই জানবে না। তবু আজ তার করা একটি ভালো কাজ কোনও অচেনা মানুষের জীবনে আলো জ্বালাতে পারে।

মানুষ চলে যায়। কিন্তু তার সবটুকু কি চলে যায়? তাই তর্পণ শুধু পিছনে ফিরে তাকানো নয়। অতীতকে মনে রাখা মানে হারিয়ে যাওয়া মানুষদের কাছ থেকে পাওয়া ভালোবাসা, শ্রম আর মানবিকতার উত্তরাধিকার বাঁচিয়ে রাখা।

স্মৃতি, সত্তা ও ভবিষ্যৎ

নদীর ঘাটে ভোর আরও উজ্জ্বল হয়। মানুষ অঞ্জলি দিয়ে ফিরে যান। কেউ বাড়ি ফেরেন, কেউ কাজে যান। নদী বয়ে চলে নিজের নিয়মে। কিন্তু সেই সকালে যদি একবার মনে হয়, আমার আগে কত মানুষ এই পৃথিবীতে হেঁটে গেছেন, কত অচেনা হাত আমার জন্য পথ তৈরি করেছে, তাহলে হয়তো ঘরে ফেরার সময় আমরা আর আগের মানুষটি থাকব না।

কোনও বৃদ্ধের পাশে দাঁড়াব। তৃষ্ণার্ত প্রাণীর জন্য জল রাখব। গাছ কাটার আগে একবার থামব। কোনও অচেনা মানুষের কষ্ট দেখে মুখ ফিরিয়ে নেব না।

হাজার বছর পরে আমাদের নাম থাকবে কি না, কেউ আমাদের কথা মনে রাখবে কি না, আমরা জানি না। তবু আজকের একটি ভালো কাজ আগামী দিনের পৃথিবীকে একটু সুন্দর করতে পারে। আমরাও কত অচেনা মানুষের ভালো কাজের সুফল ভোগ করছি। তাঁদের নাম জানি না। তবু তাঁদের কাছে আমরা ঋণী।

ভোরের নদীতে এক আঁজলা জলের অঞ্জলি দিয়ে তাই মনে মনে বলি, যাঁরা ছিলেন, তাঁদের প্রণাম। যাঁরা আছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আর যারা আসবে, তাদের জন্য এক পৃথিবী ভালোবাসা। সেই ছোট্ট ছেলেটির প্রশ্নটি যেন থেকে যায় আমাদের সকলের মনে, যাদের নাম কেউ জানে না, তাদের জন্য কে জল দেয়? হয়তো উত্তরটা কোনও মন্ত্রে নেই। আছে আমাদের মনে, আমাদের কাজে, আমাদের রেখে যাওয়া পৃথিবীতে। কারণ, শেষপর্যন্ত তর্পণ মানে শুধু অতীতকে জল দেওয়া নয়। পৃথিবীতে কেউ কোনওদিন ছিলেন, এই সত্যটুকু ভুলে না যাওয়া।

মা গো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়...

কল্লোল মজুমদার
ও পঙ্কজ মহন্ত

শেষরাতের আকাশের রংটা তখন ঠিক যেন ফিকে লিকার চায়ের মতো। দূরে একটা বাড়ির রেডিওতে বেজে উঠেছে 'মহিষাসুরমর্দিনী'। কুমোরটুলিতে কোনও এক মৃৎশিল্পীর হাতে তখন ধরা সরু তুলি। প্রতিমার মুখে সব কাজ শেষ, শুধু চোখ আঁকা বাকি। কয়েকটি তুলির টানেই যেন বদলে যাবে গোটা মুখ। মৃন্ময়ী থেকে চিন্ময়ী হয়ে উঠবেন দেবী।

মহালয়ার ভোরের সঙ্গে চক্ষুদানের এই যোগ কেবল শিল্পরীতি নয়, তার সঙ্গে বিশ্বাস আর আবেগও জড়িয়ে। পিতৃপক্ষের অবসান, দেবীপক্ষের সূচনা— এই সন্ধিক্ষণে দেবীর চোখ আঁকার মধ্যে অনেকেই দেখেন মায়ের আগমনের প্রতীকী মুহূর্ত। অবশ্য সব মৃৎশিল্পী একই নিয়ম মেনে চলেন না। পুজোর প্রতিমা তৈরির সময়সীমা, উদ্যোক্তাদের চাহিদা এবং পারিবারিক প্রথার ওপর নির্ভর করে মহালয়ার আগেও অনেক জায়গায় চোখ আঁকা হয়ে যায়। আবার কোথাও এই দিনটিকে ঘিরেই থাকে বিশেষ আয়োজন।

সে যা-ই হোক, দেবীর চোখ আঁকা, সে কী আর চাট্টিখানি কথা! 'মায়ের চোখ যখন আঁকা হয় তখন আমরা একটা পুজো করি, তাকে বলা হয় চক্ষুদান। মায়ের চোখেই তো তেজ। তা আঁকতে গিয়ে যেন হাত না কাঁপে', বলছিলেন প্রবীণ পুরোহিত খগেন্দ্রনাথ পান্ডে। আর একজন মৃৎশিল্পী যত অভিজ্ঞই হোন না কেন, দেবীর ত্রিনয়ন আঁকতে গিয়ে তাঁর বুকটাও দুরুদুরু করে।

কথা হচ্ছিল ৭৫ ছুঁইছুঁই মালদার মৃৎশিল্পী শম্ভুনাথ সাহার সঙ্গে। প্রথা মেনে তিনি আজও এক বনেদি বাড়ির দেবী দুর্গার চোখ আঁকেন মহালয়ার ভোরে। শুরু হয়েছিল সেই ছোট্টবেলায়। তখন তিনি চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। বাবাও ছিলেন মৃৎশিল্পী। বাবার নির্দেশেই তিনি দেবী দুর্গার চোখ আঁকা শুরু করেন। আজ তাঁর ছেলে মৃৎশিল্পের পারিবারিক পেশাকে আগলে রেখেছেন। দেবীর চক্ষুদান প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শম্ভুনাথ বলেন, 'আগে খুব ভয় হত চোখ আঁকার সময়। দেবী দুর্গা বলে কথা। চোখ আঁকার আগে অনেক মনঃসংযোগের দরকার হয়।'

মালদার আরেক পরিচিত ভাস্কর দিব্যেন্দু সাহাও বললেন সেই মনঃসংযোগের কথাই। ছেলেবেলা থেকে বাবা-দাদুদের প্রতিমা গড়া দেখতে দেখতে ছবি আঁকার প্রতি নেশা জন্মে গিয়েছিল দিব্যেন্দুর। ইতিহাস নিয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ করে এসেছেন এই পেশায়। চক্ষুদান প্রসঙ্গে সেই দিব্যেন্দুর মন্তব্য, 'ওই যে পণ্ডিতরা বলেন না, মায়ের চোখেই তো তেজ... একটু নার্ভাস তো লাগবেই।'

আসলে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে সবার আগে চোখ যায় মা দুর্গার চোখের দিকেই। সেই যে ছোটবেলায় মনে হত না? মণ্ডপের যে কোণেই দাঁড়াই না কেন, মা যেন আমার দিকেই চেয়ে রয়েছেন... দেবীর চোখে তুলির টানে সেই ম্যাজিক ফুটিয়ে তোলা মোটেই চাট্টিখানি কথা নয়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার চকভৃগুর মৃৎশিল্পী উত্তম পাল তাই চক্ষুদানের সময় বেছে নেন নিরিবিলি পরিবেশ। গত তিন দশক ধরে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত তিনি। বংশপরম্পরায় প্রতিমা তৈরির কাজ করলেও চক্ষুদানের সময় আজও বাড়তি সতর্ক থাকতে হয় তাঁকে। বালুরঘাটের মৃৎশিল্পী উজ্জ্বল পাল যেমন চক্ষুদানের জন্য বেছে নেন রাতের নির্জনতা। দিনেরবেলায় যানবাহনের আওয়াজ ও কোলাহলে মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটে বলে তিনি মনে করেন। তাই মধ্যরাত থেকে প্রতিমার চোখ আঁকার কাজ শুরু করেন তিনি। বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে ঘুরে চক্ষুদান করতে রাত জাগতে হয় তাঁকে। এই কাজের প্রতি আবেগই যেন ক্লান্তিকে হার মানায়। আর খিদিরপুরের মৃৎশিল্পী পাপাই পালের কথায়, 'অভিজ্ঞতার সঙ্গে আত্মবিশ্বাস বাড়ে, তা বলে চক্ষুদানের গুরুত্ব কখনও কমে না। এই কাজের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আলাদা আবেগ।'

সাধারণত মহালয়ার সঙ্গে দেবীপক্ষের সূচনা ও প্রতিমার চক্ষুদানের আবেগ জড়িয়ে থাকলেও অনেক বড় পুজোর ক্ষেত্রে আবার আগেভাগেই সেরে ফেলা হয় চক্ষুদানের পালা। যদিও পুরোহিত রাহুল চক্রবর্তীর মতে, 'চক্ষুদান দুর্গাপুজোর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় রীতি। মহালয়ার সঙ্গে দেবীপক্ষের সূচনার বিশেষ তাৎপর্য থাকায় প্রচলিত রীতি মেনে এই পর্ব পালনের গুরুত্ব রয়েছে।' আবার মৃৎশিল্পীদের যুক্তি হল, মহালয়ার দিন একসঙ্গে সমস্ত পুজোর প্রতিমার চক্ষুদান করা কার্যত অসম্ভব। তাই যেসব পুজো কমিটির আপত্তি নেই, তাদের প্রতিমায় আগেই চোখ এঁকে দেওয়া হয়। মহালয়ার দিনও তো একাধিক মণ্ডপে চক্ষুদানের কাজ করতেই হয় শিল্পীদের।

ব্যাটিং বিস্ফোরণে রাঁচি হোপদের

রাঁচি, ৯ অক্টোবর : সবে ভারতীয় ইনিংস শেষ। ২৪৯/৫ স্কোরের তৃপ্তির ঢেকুর গৌতম গম্ভীরদের চোখেমুখে। জয়ের গন্ধে উৎসব শুরু গ্যালারিতে। হবেই বা না কেন? এত রান তাড়া করে জেতার নজির নেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের। খুশির ঝলক সঞ্জু স্যামসনের চোখেমুখে। তবে সঞ্জুর কথায় একটাই খটকা- পাওয়ার প্যাক ক্যারিবিয়ান ব্যাটিং।

শেষপর্যন্ত সেই খটকাতেই আটকে গেল ভারত। সব প্রতিকূলতাকে ফুৎকারে উড়িয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখাল শাই হোপের দল। হোপের ৪৫ বলে অপরাজিত ১০২-এর পাশে শেরফানে রাদারফোর্ডের বিস্ফোরক

সঞ্জু-মায়াঙ্কের প্রয়াস ব্যর্থ

ব্যাটিং (৩৭ বলে ৮৪)- কম পড়ে গেল ভারতের ২৪৯-ও! ব্যর্থ সঞ্জু (৪১ বলে ৮২), শ্রেয়স আইয়ার (১৮ বলে ৪০), ঈশান কিষান (২২ বলে ৪৩), তিলক ভার্মাদের (১৮ বলে অপরাজিত ৪৪) প্রয়াস। ঢাকা পড়ে গেল প্রথম ওভারে মায়াঙ্ক যাদবের জোড়া শিকারে তৈরি চাপও!

২৫০ রানের টার্গেট। কিন্তু প্রথম ওভারে আউট কামিল পুরান (৪) ও শিমরন হেটমেয়ার (০)। স্কোরবোর্ডে ৫/২। কিছুক্ষণ পর মায়াঙ্কের (৩৬/৩) আগুনে গতিতে ফেরেন রোভমান পাওয়েলও (২৪)। যদিও হোপ-রাদারফোর্ডকে থামানো যায়নি। ১২০ রানের বিস্ফোরক জুটিতে গৌতম গম্ভীরদের রক্তচাপ বাড়িয়ে দেন। বাকি সময়ে ছবিটা বদলায়নি। দুইজনেই ২৪ বলে হাফ সেঞ্চুরি সারেন। ১১.৫ ওভারেই ১৫০। রাদারফোর্ডকে আউট করে কিছুটা আশার আলো দেখিয়েছিলেন কুলদীপ।

কিন্তু আশাই সার। উলটে রোমারিও শেফার্ডকে (১৩ বলে অপরাজিত ৩৪) নিয়ে হোপের (৪৫ বলে অপরাজিত ১০২) দুরন্ত ফিনিশিংয়ে শেষদিকে কার্যত দর্শক শ্রেয়স এবং তাঁর বাহিনী। শেষপর্যন্ত ৯ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটে ভারত-বধ! ভেঙে চুরমার ভারতের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার ২২৩ রান তাড়া করে জেতার নজির। লখনউয়ের জবাব রাঁচিতে। স্কোরলাইন ১-১। রবিবার ইন্দোরে টাই ভাঙার পালা।

অথচ, ম্যাচটা হতে পারত সঞ্জুর। টসের সময় আরও উন্নতির কথা শোনাচ্ছিলেন শ্রেয়স। মহেন্দ্র সিং ধোনির পাড়ার মাঠে সেই দাবির ঝলক ছিল সঞ্জুর ব্যাটে। তৃতীয় ওভারে জীবনদান পাওয়াকে কাজে লাগিয়ে একেবারে সঞ্জু স্পেশাল। রাঁচির ঠান্ডা পরিবেশে রাতের দিকে শিশিরের উপদ্রব। ফলে প্রথমে ব্যাটিং করে বড় টার্গেট দেওয়ার চ্যালেঞ্জ ছিল। অভিষেক শর্মা (১২ বলে ২০) শুরুতে ফিরলে দলের সেই দাবি পূরণ সঞ্জুর ৮২ রানে।

রাঁচির ঘরের ছেলে ঈশানকে (২২ বলে ৪৩) নিয়ে ৯৭ রানের জুটি সঞ্জুর। পাওয়ার প্লে-তে ৭৯/১। ১০ ওভারে ১২৭/১। এখান থেকে রোস্টন চেজের (২৪/৩) ধাক্কা। পরপর ফেরেন ঈশান ও শিবম দুবে (৭)। দুর্ভাগ্য সঞ্জুর। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরিতে বিরাট কোহলির (২১ বলে) নজির স্পর্শ করলেও সেঞ্চুরি হাতছাড়া করে ফেরেন। ১৩৯/১ থেকে ১৬২/৪। এখান থেকে শ্রেয়স (৪০), তিলক (অপরাজিত ৪৩) শেষ পাঁচ ওভারে ঝড় তোলেন। কিন্তু হোপদের অতিমানবিক ব্যাটিংয়ের সামনে সব প্রয়াস ব্যর্থ। কম পড়ে যায় ২৪৯!

৪১ রানে ৮২ রানের ইনিংসের পথে সঞ্জু স্যামসন। বিধ্বংসী শতরান করে তাঁকে টেক্কা দিলেন শাই হোপ (বাঁয়ে)।

স্কোরবোর্ড

ভারত

অভিষেক ক মোতি বো চেজ	২০
সঞ্জু ক কামিল বো স্প্রিংগার	৮২
ঈশান বো চেজ	৪৩
শিবম বো চেজ	৭
শ্রেয়স ক হেটমেয়ার বো স্প্রিংগার	৪০
তিলক অপরাজিত	৪৪
নমন অপরাজিত	৪
অতিরিক্ত	৯
মোট (৫ উইকেট, ২০ ওভার)	**২৪৯**

উইকেট পতন : ৪২/১, ১৩৯/২, ১৫৮/৩, ১৬২/৪, ২৪৫/৫।

বোলিং : আকিল ৩-০-৪৬-০, শেফার্ড ৩.৪-০-৪৭-০, চেজ ৪-০-২৪-৩, মোতি ২-০-২১-০, শামার ৩-০-৩৯-০, স্প্রিংগার ৪-০-৬৪-২, রোভমান ০.২-০-৭-০।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ

হোপ অপরাজিত	১০২
কামিল ক বিষ্ণোই বো মায়াঙ্ক	৪
হেটমেয়ার বো মায়াঙ্ক	০
রোভমান বো মায়াঙ্ক	২৪
রাদারফোর্ড ক সঞ্জু বো কুলদীপ	৮৪
শেফার্ড অপরাজিত	৩৪
অতিরিক্ত	৪
মোট (৪ উইকেট, ১৮.৩ ওভার)	**২৫২**

উইকেটের পতন : ৫/১, ৫/২, ৫৮/৩, ১৭৮/৪।

বোলিং : মায়াঙ্ক ৩-০-৩৬-৩, অর্শদীপ ৪-০-৪৫-০, অক্ষর ৩.৩-০-৬৩-০, শিবম ২-০-৩০-০, কুলদীপ ৪-০-৫৩-১, নমন ২-০-২৫-০।

ফল : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৬ উইকেটে জয়ী।
ম্যাচের সেরা : শাই হোপ।

শিল্ডে সবুজ-মেরুনের নীরব নায়ক ড্র্যাজিচ

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের সন্দীপ মান্ডির সঙ্গে সংঘর্ষে মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছেন সবুজ-মেরুনের দেজান ড্র্যাজিচ। অনবরত রক্ত ঝরছিল। তারপরও মাঠজুড়ে দাপিয়ে খেলে গিয়েছেন সার্বিয়ান এই ফুটবলার। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের এই সাফল্যের 'নীরব নায়ক' হিসেবে তাঁকে আখ্যা দেওয়াই যায়।

ডুরান্ড কাপ ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে চার গোল হজম। সেই রাতে মাঠে ছিলেন না ড্র্যাজিচ। চোট নিয়ে তাঁকে খেলানোর ঝুঁকি নেয়নি মোহনবাগান। তবে প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিসের দলে তাঁর উপস্থিতি কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেদিন বোঝা গিয়েছিল। আরও একবার তা স্পষ্ট হয়ে গেল শিল্ডে। পরিসংখ্যান বলছে প্রতিযোগিতার চারটি ম্যাচে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছয়টি পজিশনে তাঁকে ব্যবহার করেছেন প্যানোস। আর ড্র্যাজিচও প্রতিটা ক্ষেত্রে নিজের ছাপ রেখেছেন।

বৃহস্পতিবার ম্যাচ শেষে মাঠে দাঁড়িয়েই বাগানের সার্বিয়ান ফুটবলার বলছিলেন, 'ডুরান্ড ফাইনালে হারের পরই বুঝেছিলাম আমাদের নিশ্চই কোথাও খামতি রয়েছে। আমরা যে ওইভাবে হারার মতো দল নই সেই বিশ্বাস ছিল।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'কোচ যেভাবে আমাদের খেলাতে চাইছিলেন সেটা হয়ে উঠছিল না। আমরাও ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারছিলাম না। প্রাক মরশুমে এমন বাধা-বিপত্তি থাকেই। প্রাক মরশুম শেষ হল। এবার আইএসএল। আশা করছি এভাবেই এগিয়ে যাব।'

ডুরান্ড ফাইনালের পর ভারতীয়রা কলকাতা লিগে খেললেও বিদেশিরা প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। ড্র্যাজিচ বলছিলেন, 'গত দুই মাসে আমাদের ভারতীয় ফুটবলাররা ঘরোয়া লিগে খেলেছে। এরপর বেশ কয়েকজন জাতীয় দলের হয়ে খেলতে গিয়েছিল। তারপর মাত্র দুইদিনের মধ্যে শিল্ড ফাইনালে ওরা যেভাবে নিজেদের সেরাটা উজার করে দিল তার জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য। ডুরান্ড ফাইনাল আর শিল্ড ফাইনালে আমাদের পারফরমেন্সের মধ্যে পার্থক্যটা সকলেই দেখেছেন।' আইএসএলে এই ড্র্যাজিচই যে বিপক্ষ দলগুলোর ঘুম কাড়তে পারেন শিল্ডেই সেই ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

মাথায় আঘাত নিয়েও দুরন্ত খেললেন দেজান ড্র্যাজিচ।

ডার্বি জিতে উচ্ছ্বাস অনিরুদ্ধ থাপার।

ফাইনাল খেলতে মরিয়া ছিলাম : অনিরুদ্ধ

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : উরুগুয়ের বিরুদ্ধে গোল। দেশের ফুটবল মহলে সেই নিয়ে আলোচনা। কোনও কিছুই যেন স্পর্শ করতে পারেনি অনিরুদ্ধ থাপাকে। বরং উরুগুয়ে ম্যাচের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই আইএফএ শিল্ড ফাইনাল খেলতে মাঠে নেমে পড়েছিলেন তিনি।

দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে আসেন অনিরুদ্ধ। যতটা সময় পেয়েছেন, নিজের ছাপ রেখেছেন। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এক অদ্ভুত তৃপ্তি তাঁর মুখে খেলা করছিল। মাঠে দাঁড়িয়েই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে থাপা বলছিলেন, 'আইএসএল শুরুর আগে এই জয়টা গুরুত্বপূর্ণ। দলের মধ্যে একটা ভালো বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে। আত্মবিশ্বাসও বেড়েছে।'

উরুগুয়ে ম্যাচের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ক্লাবের জার্সিতে মাঠে নামা। সেটাও আবার ডার্বির মতো মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে। কতটা কঠিন ছিল? প্রশ্নটা শুনেই হেসে ফেললেন বাগান মিডিও। তাঁর কথায়, 'এই ম্যাচ খেলা সত্যি কঠিন ছিল। এর সঙ্গে ভারতীয় ফুটবলের একটা আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। খেলোয়াড়, ক্লাবকর্তা থেকে শুরু করে সমর্থক সবার কাছেই এই ম্যাচের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই যে কোনওভাবে মাঠে নামতে চেয়েছিলাম।'

কথার মাঝেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার উরুগুয়ে ম্যাচের প্রসঙ্গ উঠে আসছিল। সেই ম্যাচ নিয়ে অনিরুদ্ধ বলেছেন, 'ভবিষ্যতে কোনওদিন এমন উচ্চমানের ম্যাচ বা বিশ্বকাপ খেলা দলের বিরুদ্ধে খেলতে পারব কি না জানি না। এটা আমাদের কাছে গর্বের। এই ধরনের ম্যাচ খেললে অভিজ্ঞতা বাড়বে।' ১৯৮২ সালে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে গোল করেছিলেন মানস ভট্টাচার্য। ২০২৬ সালে গোল করেন অনিরুদ্ধ। ঘটনাচক্রে দুইজনেই মোহনবাগানের ফুটবলার।

শিল্ডে হেরেই বিস্ফোরক হাবাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবর : আইএফএ শিল্ডে হেরে কোনও আক্ষেপ নেই, বরং প্রতিযোগিতার পেশাদারিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুললেন ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। ফাইনালে হারের পর সাংবাদিক সম্মেলন করেননি হাবাস। মাঠের ডাগআউটে বসেই বলেছিলেন, 'এএফসি আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

শুক্রবার সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টের কমেন্ট সেকশনে একাধিক অভিযোগ জানিয়ে হাবাস লিখেছেন, 'আমি পেশাদার কোচ। আর পাঁচটা কোচের মতো কখনও জিতি আবার কখনও হারি। কিন্তু আমার সঙ্গে সার্কাসের প্রাণীর মতো ব্যবহার করা যাবে না। এটাই আমার নীতি।' আইএফএ শিল্ডের প্রসঙ্গ তুলে তিনি আরও লিখেছেন, 'এই প্রতিযোগিতার সূচি, মাঠ বাছাই ও খেলার ড্র দেখে মনে হয়নি এটি কোনও পেশাদার প্রতিযোগিতা। যেখানে পেশাদারদের কোনও সম্মান নেই, সেখানে খেলা আমার পছন্দ নয়।'

আইএফএ শিল্ডের ফাইনাল হারের পর বিধ্বস্ত ইস্টবেঙ্গল শিবির। -ডি মণ্ডল

ইস্টবেঙ্গল কোচ কিন্তু ঘুরিয়ে নিজের ক্লাবের দিকেই তির ছুড়েছেন। শুরু থেকেই আইএফএ শিল্ড খেলতে খুব একটা রাজি ছিলেন না তিনি। প্রতিযোগিতায় প্রথম ম্যাচে সিনিয়ার খেলোয়াড়দের খেলানো তো দূর, স্প্যানিশ কোচ নিজেই ডাগআউটে ছিলেন না। শিল্ডের গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি ইস্টবেঙ্গল নিজেদের মাঠেই খেলেছিল। লাল-হলুদ কোচ নিজেদের মাঠকেই একপ্রকার দায়ী করছেন। যদিও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকর্তা দেবব্রত সরকার এই বিষয়ে বলেছেন, 'আমাদের এই বিষয়ে কোনও বক্তব্য নেই। সামনেই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে আল সোর্তার বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে। ওই ম্যাচটা আমাদের জিততে হবে।' হাবাসের অভিযোগ নিয়ে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত খুব বেশি শব্দ খরচ করতে চাইলেন না। তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য, 'এই বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। হাবাসের উচিত ওর ক্লাবের সঙ্গে কথা বলা।'

এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ের জন্য ওয়াশিংটন সুন্দরকে সংবর্ধনা দিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী থালাপতি বিজয়। শুক্রবার।

জোড়া উইকেট নিয়ে হুংকার আনরিচ নর্তজের। শুক্রবার ডারবানে।

অস্ট্রেলিয়া আসতেই বন্ধ স্যান্ডপেপার বিক্রি

ডারবান, ৯ অক্টোবর : ২০১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে 'স্যান্ডপেপারগেট কাণ্ড' অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসে এখনও দগদগে ঘা। যার জেরে নেতৃত্ব হারিয়ে দল থেকে বাদ পড়েছিলেন স্টিভেন স্মিথ। দোসর ছিলেন ডেভিড ওয়ার্নার। স্মিথ, ওয়ার্নার পরবর্তীতে জাতীয় দলে ফিরলেও কেরিয়ারটাই শেষ হয়ে যায় তরুণ ওপেনার ক্যামেরন ব্যানক্রফটের। ৮ বছর পর ফের দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে এসেছে প্যাট কামিন্স ব্রিগেড। অজিদের বিমান দক্ষিণ আফ্রিকার মাটি ছুতেই ডারবানের সুপার মার্কেটে স্যান্ডপেপার বিক্রি বন্ধ হয়ে গেল!

ডারবানে এদিন অজিদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট শুরু হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার। মাঠে বল গড়ানোর আগেই দক্ষিণ আফ্রিকায় এই সিরিজের সম্প্রচারকারী চ্যানেলের তরফে স্মিথদের খোঁচা দিয়ে বলা হয়েছিল, 'এবার আমাদের ক্যামেরা আরও বেশি তীক্ষ্ণ থাকবে।' তবে সবচেয়ে বড় টিটকিরি দিয়েছে ডারবানের 'পিক এন পে হাইপারমার্কেট'। দোকানের ওয়েবসাইটে লিখে দেওয়া হয়েছে, '৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আমাদের দোকানে স্যান্ডপেপার বিক্রি বন্ধ থাকবে। কারণটা বুঝতেই পারছেন।' ইঙ্গিত পরিস্কার, অস্ট্রেলিয়া দল যাতে মাঠে স্যান্ডপেপার নিয়ে ঢুকতে না পারে, তারজন্যই এই সিদ্ধান্ত।

প্রত্যাবর্তনে দীর্ঘতম শূন্য ম্যাডিনসনের

মাঠের বাইরের খোঁচা তো আছেই, মাঠেও প্রথম টেস্টের প্রথমদিনই চাপে পড়ে গিয়েছে অজিরা। ৯ বছর ২৮৩ দিন পর টেস্ট প্রত্যাবর্তনে ৩৩ বল খেলে শূন্য রানে আউট হলেন ক্যান্সারজয়ী নিক ম্যাডিনসন। গড়লেন চলতি শতাব্দীতে টেস্টে ওপেনারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বল খেলে শূন্যতে আউট হওয়ার নজির। মার্কো জানসেন (৩৫/২), উইয়ান মুল্ডার (৩১/২), আনরিচ নর্তজেদের (৪০/২) দাপটে স্মিথ, মার্নাস লাবুশেন (৩৭) সেট হয়ে ইনিংস লম্বা করতে পারেননি। ওপেনিংয়ে ব্যর্থ হন ট্রাভিস হেড (৯)। ওয়ার্নারের অবসরের পর এই নিয়ে টেস্টে আটবার নতুন ওপেনিং জুটি নামাল অজিরা। ২৫ রানের ইনিংসের পথে অবশ্য স্টিভ ওয়াকে (১০৯২৭) টপকে টেস্টে অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে তৃতীয় সর্বাধিক রান সংগ্রাহকারী হয়ে যান স্মিথ (১০৯৪৪)। স্মিথরা ফেরার পর দলকে টানার দায়িত্ব নিয়েছেন ম্যাট রেনশ (অপরাজিত ৪৬) ও অধিনায়ক কামিন্স (অপরাজিত ৩৩)। প্রথম দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ১৮৭/৬।

রাতে পৌঁছালেন সামি, বোলারদের পরামর্শ দিন্দার

অনুশীলনে দুরন্ত ছন্দে আকাশ-মুকেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ৯ অক্টোবর : রাত পোহালেই মহালয়া। উৎসবের মরশুমের শুরু। বাংলাজুড়ে চলছে শারদীয়ার শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি।

কলকাতা থেকে প্রায় ৫৫ কিলোমিটার দূরের কল্যাণীতে উৎসবের আবাহনের প্রস্তুতির মাঝে চলছে আরও এক অনুশীলন। সৌজন্যে রনজি ট্রফি। রবিবার থেকে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে দিল্লির বিরুদ্ধে রনজি অভিযানে নামছে টিম বাংলা। গতকাল থেকে কল্যাণীর মাঠে বাংলা দলের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। আজ সেই চূড়ান্ত প্রস্তুতির দ্বিতীয় দিনের সকালে অভিমন্যু ঈশ্বরণদের অনুশীলনের মূল আকর্ষণ ছিলেন মুকেশ কুমার ও আকাশ দীপ। বাংলার নেটে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার নজরদারিতে দীর্ঘসময় বল করলেন তাঁরা। রীতিমতো আগুনে ফর্মে দেখা গিয়েছে আকাশ-মুকেশকে।

আজ রাতের দিকে মহম্মদ সামিও পৌঁছে গিয়েছেন কল্যাণীতে। শনিবার তাঁর অনুশীলনে নামার কথা। সামির পাশে আকাশ-মুকেশ, তিন পেসারে দিল্লি অভিযানে নামার সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে বাংলার টিম ম্যানেজমেন্ট। কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বাইশ গজে ভালোরকম ঘাস রয়েছে। প্রয়োজনে সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালকে প্রথম একাদশে রেখে চার পেসারেও দিল্লি অভিযানে নামতে পারে বাংলা। সন্ধ্যার দিকে কল্যাণী থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'আমাদের প্রস্তুতি দারুণ হচ্ছে। আশা করি দিল্লির বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে দল ভালোই করবে।'

আজ সকালে বাংলার অনুশীলনে হাজির হয়েছিলেন প্রাক্তন জোরে বোলার অশোক দিন্দা। দলের বোলারদের নিয়ে আলাদাভাবে কাজ করেছেন তিনি। দিয়েছেন পরামর্শও। আকাশ-মুকেশদের বোলিং খুঁটিয়ে দেখেছেন। রাতের দিকে দিন্দা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'আকাশ-মুকেশরা দারুণ ফর্মে রয়েছে। তাছাড়া বাংলার বোলিং আক্রমণ দুর্দান্ত। আমি নিশ্চিত যে, আমাদের শুরুটা ভালোই হবে।' কল্যাণীর পিচে ঘাস দেখে কিছুটা অবাক দিল্লি। কোচ বিজয় দাহিয়া থেকে শুরু করে অধিনায়ক আয়ুষ বাদোনি, কারও কল্যাণীর মাঠে অতীতে খেলার অভিজ্ঞতা নেই। নভদীপ সাইনি, সনৎ সাঙ্গোয়ান, যশ ধুল, সার্থক রঞ্জনরা 'অচেনা' মাঠে দ্রুত নিজেদের মানিয়ে নিতে চাইছেন।

অনুশীলনের ফাঁকে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার সঙ্গে আলোচনায় বাংলার পেসার মুকেশ কুমার। শুক্রবার কল্যাণীতে। ছবি : সিএবি

আজ শুরু আইএসএল

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : শনিবার শুরু ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। বিকেল পাঁচটায় শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে বেঙ্গালুরু এফসি ও স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় মুখোমুখি হবে এফসি গোয়া ও চেন্নাইয়ান এফসি। এই মরশুমে আবার পুরোনো ছন্দে ফিরছে আইএসএল। বাংলার দুই দলের মধ্যে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট মাঠে নামবে ১২ অক্টোবর। ইস্টবেঙ্গলের প্রথম ম্যাচ ১৮ অক্টোবর। এবার সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, সোনি লিভ-এর পাশাপাশি ইন্ডিয়ান সুপার লিগের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে প্রতিযোগিতার সব ম্যাচ সম্প্রচারিত হবে। এদিকে, পুনের বালেওয়াড়ি স্টেডিয়াম থেকে এবার খেলবে ইন্টার কাশী। প্রথম পাঁচ মরশুম এই মাঠেই খেলেছিল পুনে সিটি এফসি। ৭ বছর পর ইন্টার কাশীর হাত ধরে আইএসএল ফিরছে পুনেতে।

আবারও হার পাডিক্কালদের

পুদুচেরি, ৯ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওডিআইয়েও হার ভারতীয় 'এ' দলের। টসে জিতে শুক্রবার অজিরা ২৭৫ রানে অল আউট হয়। অর্ধশতরান করেন স্যাম কনস্টাস (৬৭) ও জোশুয়া ফিলিপ্পে (৫৮)। আর্শাদ খান ৫৬ রানে নেন ৩ উইকেট। জোড়া উইকেট যশ ঠাকুরের। জবাবে দেবদত্ত পাডিক্কালরা ২০৬ রানে গুটিয়ে যান। রজত পাতিদার (৬৭) বাদে বাকিরা ব্যর্থ হন। ৩ উইকেট নেন স্পেনসার জনসন।

অধিনায়ক শিলিগুড়ির প্রবীন

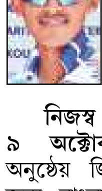

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : হায়দরাবাদে অনুষ্ঠেয় জি-১ ট্রফি ক্রিকেটের জন্য বাংলার অনূর্ধ্ব-১৬ দলের অধিনায়ক হয়েছে শিলিগুড়ির প্রবীন ছেত্রী। এছাড়াও স্কোয়াডে শিলিগুড়ি নিরুপম বর্মন ও অরিত্র চট্টোপাধ্যায় রয়েছে। সুযোগ পাওয়ার জন্য তিনজনকে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তরফে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

রোকোকে নিয়ে সংশয়েই লুকিয়ে ভারতের শক্তি : ভাস

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : নির্মেদ, টানটান চেহারাটায় বয়সের কোনও ছাপ পড়তে দেননি। কিন্তু মাথা ভর্তি সাদা চুলে বয়স লুকানোর কোনও চেষ্টাই নেই চামিন্ডা ভাসের। শিলিগুড়ি এসে ভাস বলেছেন, 'বিসিসিআইয়ের প্রচার ও প্রসারে ভারত এখন ক্রিকেট বিশ্বের এক নম্বর শক্তি। একটা সময় অজিরা রাজত্ব করেছে। এখন ভারতের সময় চলছে। জসপ্রীত বুমরাহ তো এখন আমার ফেভারিট বোলার।'

'ফেভারিট বোলার এখন বুমরাহ'

একইরকম সোজাসাপটা বর্তমান শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটের পরিস্থিতি সম্পর্কে। মেনে নিতে দ্বিধা নেই বিশ্ব ক্রিকেটে ভারতের দাদাগিরিও।

মহালয়ার ভোরে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের রোড রেসে পতাকা দেখাতে প্রথমবার ক্রিকেট বিশ্বে ভারতের দাপট বোঝাতে তিনি সামনে এনেছেন রোকো-কে। নিয়মিত রান করার পরও ভারতীয় ক্রিকেটমহলে আগামী বছরের ওডিআই বিশ্বকাপে তাঁদের নিয়ে সংশয় দূর হয়নি। ভাসের মতে, এই অনিশ্চয়তাটাই প্রমাণ দেয় ভারতীয় ক্রিকেটের শক্তির। তিনি বলেছেন, 'ভারত চাইলে একসঙ্গে তিনটি দল নামাতে পারে। বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মাদের মতো ক্রিকেটারদেরও চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিচ্ছে জুনিয়ার ক্রিকেটাররা। যার জন্যই নিয়মিত রান করার পরও বিরাট-রোহিতদের আগামী বছর বিশ্বকাপে থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আমার মতে, বয়স কোনও ফ্যাক্টর নয়। ধারাবাহিকতা ধরে রাখলে রোহিত-বিরাটদের অবশ্যই স্বপ্নপূরণ হবে।'

তিনি একইরকম উচ্ছ্বসিত বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়েও। বলেছেন, 'এখনও খুবই ছোট ও। সবে ১৫ বছর বয়স। তারপরও বৈভব ব্যাট করতে নামলে সবাই চায় ও সিনিয়ারদের মতো খেলবে। নিজের পারফরমেন্সের মাধ্যমেই বৈভব এই চাহিদাটা তৈরি করেছে। ভারত একটা সময় সুনীল গাভাসকারকে পেয়েছিল। তারপর শচীন তেন্ডুলকার। সেই ব্যাটন বহন করেছে বিরাট কোহলি। এখন শুভমান গিল আছে ওদের। ভবিষ্যতে একই ভূমিকায় দেখা যাবে বৈভবকে।'

নিজের দেশ শ্রীলঙ্কা নিয়ে অবশ্য এখন বিশাল কিছু স্বপ্ন দেখছেন না ভাস। বলে দিয়েছেন, 'ভারতের মতো বিশাল দেশ নয় শ্রীলঙ্কা। তারপরও ১৯৯৬ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর আমাদের দেশে ক্রিকেটের জোয়ার এসেছিল। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দলের সংখ্যাও বেড়েছিল। কিন্তু উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে তা ধরে রাখা যায়নি।'

পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ ও বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে চামিন্ডা ভাস। শুক্রবার শিলিগুড়িতে।

KHOSLA ELECTRONICS

পুজোর হৈ হৈ Tech-এর হৈচৈ!

ONLY AT KHOSLA
4 EMI* OFF
10 to 14 Oct

মহালয়ার এই শুভ দিনে
সকলকে জানাই
দুর্গা পূজার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

UPTO 80%* DISCOUNT

FREE GIFTS
CAR | BIKE | MOBILE | LAPTOP | LED | MIXI | IRON | CUP SET | UMBRELLA | UTENSILS

SCAN & GET Instant PUJA GIFT Worth ₹3,000*
0 PAYMENT INTEREST | Upto ₹45,000* SPECIAL CASHBACK | Upto ₹1 LAKH* SPECIAL EXCHANGE | SPECIAL EXTENDED WARRANTY
SCAN & GET Extra Discount Upto ₹5,000*

MOBILE

2 Years EXTENDED WARRANTY on Mobile

FREE gifts BagPack, Adaptor, Trolley bag, Smart watch, Earbuds, Neckband & Electric Kettle

Brand	Model	Price	EMI	Offer
iPhone	18 Pro (256GB)	₹1,64,900	EMI ₹13,742	Cash Back ₹6,000*
iPhone	17 (256GB)	₹80,499	EMI ₹4,162	Cash Back ₹2,500*
SAMSUNG	A17 (6/128GB)	₹22,999	EMI ₹1,278	
SAMSUNG	A07 (4/128GB)	₹17,499	EMI ₹972	
vivo	V80 (8/256GB)	₹69,999	EMI ₹2,917	Cash Back 10%*
oppo	F35 (6/128GB)	₹38,999	EMI ₹2,167	Cash Back 10%*
mi	Note17 (8/128GB)	₹30,999	EMI ₹3,444	
realme	16Pro Plus (8/256GB)	₹45,999	EMI ₹3,067	

LAPTOP

FREE Wireless Mouse + Pen Drive + Bag Pack With Every Purchase worth ₹3999

Brand	Specs	Price	EMI	Offer
DELL	Core 3, 8GB RAM, 512GB SSD, WIN 11, MSO	₹55,900	EMI ₹3,727	Cash Back ₹5,000*
hp	i3 13th GEN, 8GB RAM, 512GB SSD, WIN 11, MSO	₹56,999	EMI ₹3,800	
Lenovo	Ryzen 5, 8GB RAM, 512GB SSD, WIN 11, MSO	₹63,499	EMI ₹5,292	Cash Back ₹3,000*

ALL LEADING BRANDS AVAILABLE

LED TV
3 YEARS WARRANTY · FREE GIFTS · UPTO 60% DISCOUNT
100 MINI LED EMI ₹11,994 | 75 QLED EMI ₹5,833 | 65 QLED EMI ₹4,333
55 UHD EMI ₹2,494 | 43 SMART EMI ₹1,166 | 32 SMART EMI ₹805

AIR CONDITIONER
5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY · FREE Standard Installation & Bracket worth ₹2,500 · COPPER INVERTER AC · FREE GIFTS · UPTO 50% DISCOUNT
1 Ton 3* INV EMI ₹2,583 | 1.5 Ton 3* INV EMI ₹2,750
1.5 Ton 5* INV EMI ₹3,125 | 2 Ton 3* INV EMI ₹3,925

REFRIGERATOR
5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY · FREE GIFTS · UPTO 46% DISCOUNT
596 Ltr.SBS EMI ₹2,994 | 240 Ltr. DD EMI ₹1,994
237 Ltr.BMR EMI ₹1,994 | 184 Ltr. SD EMI ₹851

WASHING MACHINE
5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY · FREE GIFTS · UPTO 44% DISCOUNT
8 kg FL EMI ₹1,601 | 10 kg TL EMI ₹990
8.5 kg TL EMI ₹1,494 | 8 kg SA EMI ₹994

CHIMNEY
FREE GIFTS · UPTO 60% DISCOUNT
FREE 2BB Glass Cooktop or SAFARI Trolley Bag worth ₹6,000
1400 Suc, Auto Clean with Motion Sensor
₹14,990* EASY EMI ₹1,249

LLOYD — A HAVELLS Brand

FESTIVAL OF FORTUNE
ASSURED BENEFITS WORTH UP TO ₹10 CRORE*

Discover the All New Range of Lloyd Products
Mini-LED TELEVISION — Get 3 YEARS Comprehensive warranty*
Novanté IOT 2.0 WASHING MACHINE — FREE; Get 2+2 YEARS Comprehensive warranty*; 12 YEARS warranty* on Direct Drive Motor
STUNAIR AIR CONDITIONERS — Get 1 YEAR Comprehensive warranty* + 5 YEARS Extended Component Warranty*
iCOOL SENSE REFRIGERATOR — FREE; Get 1 YEAR Comprehensive warranty* + 4 YEARS Additional on Gas Charging*

SCRATCH & WIN ASSURED PRIZE ON EVERY PURCHASE!

Up to ₹8 000/-* INSTANT CASHBACK on Credit Card EMI Transaction.
Pay ₹1/-* TAKE HOME A LLOYD PRODUCT
Just Pay ₹1777/-* FIXED EMI
Up to ₹8 000/-* EXCHANGE BENEFIT

CARE360 Customer Care No.: 08045 77 5666
Reach us on +91-9711773333

*T & C Apply. Offers not applicable in Tamil Nadu. ₹10 Crore value on the basis of calculation, eligibility & applicable terms & conditions. Offers & features applicable on select models only. For more details please visit our website: www.havells.com/lloyd

UP TO ₹10,000 INSTANT DISCOUNT* — SBI card
#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹10,000 per card; Also valid on EMI Trxns.; Validity: 2 Oct - 19 Oct 2026. T&C Apply.

CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com | 96 + SHOWROOMS
BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com
locate your nearest Khosla store

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED — HDFC, AXIS BANK, SBI, HSBC, Standard Chartered, citibank, ICICI Bank, Bank of Baroda
EASY FINANCE BY — HDB Financial Services

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. *Offers are not applicable on Samsung Products.

Location	Address / Phone
COOCHBEHAR	Rail Gumti Ph : 9147417300
RAIGANJ	Mohonbati Bazar Ph : 9147393600
ALIPURDUAR	Shamuktala Road Ph : 9874287232
SILIGURI	Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685
BALURGHAT	Hili More Ph: 98742 33392
MALDAH	15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

RP - Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies
পুজো জমেবে
spencers
-এর সঙ্গে
চকলেট-এর রেঞ্জ
MEMBER PRICE upto 38% OFF
NON-MEMBER PRICE upto 33% OFF
MRP ₹145 onwards
1KG SUGAR ₹19 ONLY
SPECIAL OFFER
BUY RICE, ATTA, DAL, MASALA, DRY FRUITS, OIL, GHEE & MORE WORTH ₹999 GET 1KG LOOSE SUGAR AT ₹19
মিষ্টির সম্ভার
MEMBER PRICE 52% OFF
NON-MEMBER PRICE 50% OFF
MRP ₹120 onwards
আলু
MEMBER PRICE ₹13/kg NON-MEMBER PRICE ₹14/kg MARKET PRICE ₹21/kg
অ্যাভোকাডো
MEMBER PRICE ₹58/pc NON-MEMBER PRICE ₹59/pc MRP ₹149/pc
রুই গোটা (1-2kg)
MEMBER PRICE ₹209/kg NON-MEMBER PRICE ₹220/kg MARKET PRICE ₹250/kg
কেভেন্টার্স গ্রিন পিস / সুইট কর্ন (1kg)
MEMBER PRICE ₹139 NON-MEMBER PRICE ₹159 MRP ₹260
অন্নপূর্ণা ব্রাউন ঘি-র বোতল (500ml)
MEMBER PRICE ₹410 NON-MEMBER PRICE ₹415 MRP ₹415
স্মার্ট চয়েস সর্ষের তেল (1L)
MEMBER PRICE ₹182 NON-MEMBER PRICE ₹185 MRP ₹210
হানুমন্তা ময়দা (1kg)
MEMBER PRICE ₹43 NON-MEMBER PRICE ₹45 MRP ₹70
ডক্টর চয়েস সয়া অয়েল পাউচ (910gm)
MEMBER PRICE ₹157 NON-MEMBER PRICE ₹159 MRP ₹195
ইন্ডিয়া গেট রোজানা/ জিবা রোজানা বাসমতি রাইস (5 kg)
MEMBER PRICE ₹439 NON-MEMBER PRICE ₹449 MRP ₹617/₹670
গোবিন্দভোগ চাল রেগুলার লুজ
MEMBER PRICE ₹175/kg NON-MEMBER PRICE ₹185/kg
টাটা সাম্পান / ফরচুন / দেহাত ডাল (সিলেক্টেড রেঞ্জ)
MEMBER PRICE BUY 2 GET 1 FREE NON-MEMBER PRICE 10% OFF
আশীর্বাদ আটা (হোল হুইট 5 kg)
MEMBER PRICE ₹239 NON-MEMBER PRICE ₹245 MRP ₹268
ভাবল টিক কাজু 500g, আমন্ড 500g ও কিশমিশ 400g
MEMBER PRICE ₹1199 NON-MEMBER PRICE ₹1225
₹499/- মূল্যের মশলা কিনুন
MEMBER PRICE ₹50 OFF ON EDIBLE OIL & GHEE NON-MEMBER PRICE ₹30 OFF ON EDIBLE OIL & GHEE
ম্যাগি 2 মিনিট মসালা নুডলস (560gm)
MEMBER PRICE ₹99 NON-MEMBER PRICE ₹105 MRP ₹120
প্রভুজি চানাচুর ও ভুজিয়ার সম্ভার (900gm –1kg)
MEMBER PRICE 50% OFF NON-MEMBER PRICE 45% OFF MRP ₹429 onwards
নেসক্যাফে ক্লাসিক / কন্টিনেন্টাল স্পেশাল কফি জার (100gm)
MEMBER PRICE upto ₹100 OFF NON-MEMBER PRICE upto ₹90 OFF MRP ₹390 onwards
বিস্কুট ও কুকিজ-এর রেঞ্জ
MEMBER PRICE 50% OFF NON-MEMBER PRICE 45% OFF MRP ₹60 onwards
পার্সোনাল কেয়ার-এর রেঞ্জ
OFFER PRICE BUY ANY 2 GET 60% OFF BUY 1 GET 50% OFF MRP ₹299 onwards
বাথ সোপ-এর রেঞ্জ
OFFER PRICE BUY 1 GET ANY 1 FREE MRP ₹398 onwards
ডিওড্রেন্ট / পারফিউম-এর রেঞ্জ
MEMBER PRICE ₹99/₹149 NON-MEMBER PRICE ₹109/₹159 MRP ₹199 onwards
স্কিনকেয়ার আইটেম-এর রেঞ্জ
MEMBER PRICE BUY ANY 2 GET UPTO 25% OFF NON-MEMBER PRICE Buy 2 Get 20% OFF MRP ₹225 onwards
ডিটারজেন্ট -এর রেঞ্জ
MEMBER PRICE 33% OFF NON-MEMBER PRICE 30% OFF MRP ₹255 onwards
BEDSHEET AT ₹99 ONLY
BUY LINEN WORTH ₹2000 & GET DAZZLES/PALASH DOUBLE BEDSHEET AT ₹99 ONLY
সাফারি / কামিলিয়ান্ট কেবিন হার্ড ট্রলি
MEMBER PRICE ₹1299 NON-MEMBER PRICE ₹1499 MRP ₹7500
এলিফ্যান্ট কম্বো সেট (কড়াই + ফ্রাইপ্যান)
MEMBER PRICE ₹699 NON-MEMBER PRICE ₹799 MRP ₹1290
ইনস্কেপস আল্ট্রাসনিক কমফর্টার
OFFER PRICE ₹699 MRP ₹2999
ইনস্কেপস ডাবল বেডশিট -এর রেঞ্জ
SPECIAL OFFER BUY 1 GET 3 MRP ₹1599/1699
My spencers Rewards
SHOP MORE. SAVE MORE.
MEMBER PRICE ₹1199
NON-MEMBER PRICE ₹1299
MARKET PRICE ₹1375
হকিন্স মিস মেরি প্রেসার কুকার (3.5L)
MEMBER PRICE ₹499
NON-MEMBER PRICE ₹599
MARKET PRICE ₹1790
নীলাম ডিনার সেট (12pcs)
Save Upto 6% extra on monthly shopping
Member Pay Less. Everytime.
*T&C Apply. Images shown here are for representation purpose only, actual product may differ in appearance. Spencers reserves its sole and absolute right to terminate, modify or extend, at its absolute discretion, without any prior notice and without any liability (present or future), without assigning any reason the terms & conditions, whatsoever. Offer valid at select stores till stocks last. All the Offers communicated will be offered as value discounts in the customers invoice. All Products may not be available Online. For detailed Terms & Conditions please visit www.spencers.in/App/Terms&conditions. Customer Care No. 1800 103 0134
Follow Us on CIN. U51229WB2000PLC154278
5% INSTANT DISCOUNT# SBI card
#Min. Trxn.: ₹2,000; Max. Discount: ₹250 per card; Validity: 26 Sep - 22 Oct 2026. T&C Apply.